(নাটক)

শ্রীদাশরথি মুখোপাধ্যায়

প্রণীত।

কলিকাতা।

৬৬নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট্‌ হইতে

শ্রীঅমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ

কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

১৩১৭ সাল।

উৎসর্গ পত্র।

বন্ধুবৎসল পরদুঃখকাতর মিষ্টভাষী

৺যোগীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এটর্ণী এট্ ল,

অকৃত্রিম সুহৃদ্বরেষু—

যোগীদা,

আমি যে কেবল তোমার আগ্রহে—তোমারই উৎসাহে ভরসায় বুক বাঁধিয়া "সোমনাথ" মুদ্রিত করিতে দিয়াছিলাম। মুদ্রাঙ্কণ সমাপ্ত, কিন্তু তুমি আজ কোথায়! কোন পুণ্য স্বর্গভূমি—কোন অমরার পারিজাত-সুরভিত নন্দন-কানন আলো করিয়া বসিয়া আছ! তোমার সেই বড় আদরের সামগ্রী 'সোমনাথ' আজ সাহিত্য-সংসারের দ্বারে উপস্থিত। আজ যদি তুমি তোমার সেই সদাপ্রফুল্ল হাস্যবদনে আমার পার্শ্বে থাকিতে—আজ যদি কেবল তোমার ভরসা পাইতাম!—

শুনি নাকি স্বর্গ মর্ত্ত্যে অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ আছে! তবে, ভাই, একবার মুহূর্ত্তের জন্য কি এ পঙ্কিল ধরায় নামিয়া আসিবে না? তুমি তো কখনও নিষ্ঠুর নহ! একবার এস'। আমি তোমারই পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে এই গন্ধহীন অকিঞ্চিৎকর কুসুম-হার সমর্পণ করিলাম। তুমি গ্রহণ কর—তুমি গলায় পর, আনন্দে আমি কৃতকৃতার্থ হই।

দাশু।

ভূমিকা।

দুই বৎসর পূর্ব্বের কথা। আমরা ভারতবর্ষের দক্ষিণ ও পশ্চিমাঞ্চলে ভ্রমণোদ্দেশে গমন করি। সেতুবন্ধ রামেশ্বর, দ্বারকা, পোরবন্দর প্রভৃতি স্থান ঘুরিয়া অবশেষে আমরা সোমনাথে উপনীত হই। একদিন প্রাতে সমুদ্রতীরে ভ্রমণ করিতেছি, এমন সময় একজন সম্ভ্রান্ত গুজরাটী ব্রাহ্মণ-যুবকের সহিত আমাদের পরিচয় হইল। অল্পক্ষণের পরিচয়ে আমাদিগের সহিত তাঁহার এমন সৌহার্দ্দ্য স্থাপিত হইল যে, তিনি পরদিবস আমাদিগকে তাঁহার বাটীতে নিমন্ত্রণ করিয়া গেলেন। গুজরাটী বন্ধুটির পিতৃদেব ঐতিহাসিক তথ্যানুসন্ধিৎসু এবং সুপণ্ডিত। সুলতান মামুদের সোমনাথ লুণ্ঠন সম্বন্ধে তাঁহার সহিত আমাদের নানারূপ আলোচনা চলিতে লাগিল। এই সময়েই আমার হৃদয়ে "সোমনাথ' প্রণয়নের বাসনার প্রথম সূত্রপাত হয়।

প্রায়শঃ দেখা যায়—অনেকের অনেক সাধ অন্তরে ক্ষণিকের মত উদিত হইয়া চিরকালের জন্য বিস্মৃতিগর্ভে বিলুপ্ত হয়। আমার এই বাসনার পরিণামও নিশ্চয়ই তাহাই হইত। বিশেষতঃ—নাট্যকার-রূপে সাধারণ্যে পরিচিত হইবার স্পর্দ্ধা কখনও ছিল না। কিন্তু ভট্টপল্লী-নিবাসী সাহিত্যানুরাগী সোদরপ্রতিম শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ ভট্টাচার্য্যের উৎসাহে ও আগ্রহে আমার বাসনা ফলবতী হইল; এজন্য আমি তাঁহার নিকট চির-কৃতজ্ঞ।

নাট্যকলার সৌষ্ঠবার্থ স্থানে স্থানে আমাকে কল্পনার আশ্রয় লইতে

হইয়াছে। গুজরাটের চলিত প্রবাদোক্তি (পূর্ব্বোক্ত গুজরাটী বন্ধুর পিতৃদেব পুরাতন পাণ্ডুলিপি হইতে ভাষান্তরিত করিয়া আমাদিগকে শুনাইয়াছিলেন) অবলম্বনেও দুই একটা চিত্র অঙ্কিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। আধুনিক ইতিহাসের সহিত সেইজন্য কোন কোন স্থলে অল্পাধিক বৈষম্য দৃষ্ট হইবে। আরও এক কথা—নাটক ও ইতিহাসে অনেক প্রভেদ। সুতরাং নাটককার পাঠকবর্গের নিকট এ সম্বন্ধে—অন্ততঃ কতকটা—ত্রুটী মার্জ্জনার জন্য দাবী করিতে পারেন।

এই নাটকের মূল ঘটনা হিন্দু মুসলমানে বিরোধ-সম্পর্কীয়। কিন্তু এই গ্রন্থপাঠে মুসলমান ভ্রাতৃগণ কিঞ্চিন্মাত্রও মনঃক্ষুণ্ণ হইবেন না এরূপ ভরসা গ্রন্থকারের আছে। সুলতান মামুদ সম্বন্ধে ইতিহাসগুলি পাঠ করিয়া জানা যায় যে তিনি উদার প্রকৃতি ও প্রকৃত বীর ছিলেন। আমি তাঁহাকে সেই বর্ণানুপাতে চিত্রিত করিবার চেষ্টা করিয়াছি। উপরন্তু, এই নাটকে যাহাতে মুসলমানসম্প্রদায়ের কোনরূপ অসন্তোষের কারণ না থাকে, সে বিষয়ে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করা হইয়াছে। Provincial Muhammadan Educational Conference, Bengalএর সুযোগ্য সম্পাদক, কলিকাতা High Courtএর সুপ্রসিদ্ধ উকিল ও সংস্কৃতে সুপণ্ডিত মৌলবী ওয়াহেদ হোসেন মহাশয় এই নাটকের পাণ্ডুলিপিখানি আদ্যোপান্ত শুনিয়া ইহাতে মুসলমান সম্প্রদায়ের কোন প্রকার আপত্তিকর কথা নাই বলিয়া মত প্রকাশ করেন। এই অকিঞ্চিৎকর পুস্তকখানি দেখিবার জন্য তিনি যে তাঁহার মহামূল্য সময় নষ্ট করিয়াছিলেন, তজ্জন্য গ্রন্থকার তাঁহার নিকট চির ঋণী।

পরিশেষে বক্তব্য—আমার প্রিয় সুহৃদ্বর্গ সুপ্রসিদ্ধ 'অর্চ্চনা' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্তকেশবচন্দ্র গুপ্ত এম্-এ, বি-এল, তদীয় সুযোগ্য সহকারী শ্রীযুক্তকৃষ্ণদাস চন্দ্র, লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক ও সমালোচক শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ রায় এবং 'সময়' পত্রের সহঃ সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ সেন এই পুস্তকের যথেষ্ট সংশোধন ও আদ্যোপান্ত প্রূফ্ দেখিয়া গ্রন্থকারকে চির-কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়াছেন।

১লা মাঘ, ১৩১৭

শ্রীদাশরথি মুখোপাধ্যায়

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ।

মামুদ	...	গজনীর সুলতান।
এব্রাহেম	...	ঐ ভ্রাতুষ্পুত্র। (সেনাপতি)
রুদ্রদেব	...	সোমনাথের প্রধান পুরোহিত।
খ্যাতিসিংহ	...	আজমীর-অধিপতি।
কুমারসিংহ	...	ঐ পুত্র।
বীরচাঁদ	...	ঐ রাজ-অনুগ্রহে পুষ্ট ব্রাহ্মণ যুবক।
ব্রহ্মদেব	...	গুর্জ্জরাধিপতি।
জয়সিংহ	...	কর্ণাট রাজ।
নন্দরায়	...	কলিঙ্গর-অধিপতি।
ধীরসিংহ	..	পট্টন রাজকুমার।

প্রতিহারী, পাঠানগণ, হিন্দুসৈন্যগণ, পাণ্ডাগণ, বন্দিদ্বয় ও ফকির।

স্ত্রী।

ভারত-লক্ষ্মী	...	
যমুনা	...	আজমীর-মহারাণী।
ইন্দুমুখী	...	গুর্জ্জর-রাজ-দুহিতা।
চন্দ্রকলা	...	ঐ সহচরী (রাজ-পালিতা কন্যা)

নর্ত্তকীগণ, সহচরীগণ ও কুমারীগণ।
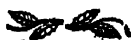
সোমনাথ

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

আজমীর—নগর-প্রান্তস্থ পাঠান-শিবির।

মামুদ।

মামুদ। অস্থির—অস্থির চিত্ত সদা।
একাদশবার হিন্দুস্থান করি আক্রমণ
উড়ায়েছি বিজয়-কেতন,
মথুরায় সম্মিলিত লক্ষ হিন্দুসেনা,
ভীম আক্রমণ হেরি,
ফেরুপাল সম পলাইল রণস্থলে।
মামুদ-বাহিনী পরাজয় নাহি জানে।
ভীরু মন! বিশৃঙ্খল কেন তবে আজ!
বিচক্ষণ ওমরাহগণ
একবাক্যে করিল নিষেধ,
কিন্তু রণোন্মত্ত মন—
নবীন বিজয়-আশে নাচিল উল্লাসে,
মেঘ-মন্দ্রে নাচে যথা ময়ূর-ময়ূরী।

উপেক্ষিয়া সবার মন্ত্রণা—
অনিশ্চিত গৌরবলিপ্সায়
অবহেলে ঝাঁপ দিনু অতল সাগরে।
শুনি সমাচাব—সমগ্র ভারত
বদ্ধ-পবিকর এবে বিপক্ষে আমার।
কে জানে কি ললাট-লিখন!
আছে সেই বাজপুত,—
বীর্য্যবান্—অটল সমরে রাজপুত।
পড়ে মনে—থানেশ্বরে
মুষ্টিমেয় আজমীর-সেনা,
চতুর্গুণ অশ্বারোহী করিয়া নিধন
প্রাণ দিল জনে জনে।
নির্ভীক—দুর্দ্ধর্ষ রণে এই রাজপুত।
যদি আজমীর-পতি
যোগদান করে সোমনাথে,
বিপদের না রবে অবধি।

(এব্রাহেমের প্রবেশ)

কি সংবাদ এব্রাহেম?

এব্রা। সুলতান! বিনাযুদ্ধে করগত আজমীর,
মহারাজা সন্ধির প্রয়াসী।
সৈন্যব্যয়-সঙ্কুলানহেতু

পাঁচ কোটী মুদ্রা লয়ে
আসিছেন ভেটিতে সুলতানে।

মামুদ। দুনিয়ার মালিক খোদা!
অপার করুণা তব এ দাসের প্রতি।
তব বলে বলীয়ান আমি,
চূর্ণ করি কাফেরের প্রস্তর-বিগ্রহ,
পবিত্র ইসলাম ধর্ম্ম
প্রচারিব সমগ্র ভারতে।
জানিতাম স্থির এব্রাহেম,
হিন্দুগণ ঈর্ষাদ্বেষে মত্ত পরস্পর।
বল, বীর্য্য, সমর-কৌশল,
সমস্তই বর্ত্তমান,
কিন্তু স্বার্থান্ধ কাফের—মূঢ়তার বিনিময়ে
সর্ব্বশক্তি দেছে জলাঞ্জলি।
কেন জান? খোদার এ অভিপ্রেত।
দেখ রণস্থলে বার বার বিজয়ী পাঠান।

এব্রা। রাজপুত্র আছিলেন সন্ধির বিরোধী।
সকাতরে পিতৃপদে যাচিলেন বার বার,
হেয় সন্ধি দিতে বিসর্জ্জন।
ছিল অভিলাষ তাঁর—
রুদ্ধ করি নগর তোরণ
নিবারিতে সুলতান-গতি;

কিন্তু পাঠান বিক্রম স্মরি—
অসম্মত বৃদ্ধ মহীপাল।

মামুদ। রাজপুতোচিত কার্য্য করেছে কুমার।
শোন এব্রাহেম,
আজীবন যুদ্ধ-ব্যবসায়ী আমি,
বীরের না করি অসম্মান।
স্বধর্ম্ম-রক্ষণ তরে
প্রাণ দিতে অগ্রসর যেই জন,
দেশের গৌরব সেই,
হেন জনে কে না হেরে প্রশংসা-নয়নে!
কিন্তু কাপুরুষ আজমীর পতি।

(প্রতিহারীর প্রবেশ)

প্রতি। আজমীর অধিপতি
সমাগত সুলতানে সম্মান-প্রদানে।

মামুদ। সসম্মানে লয়ে এস তাঁরে।

[প্রতিহারীর প্রস্থান।

(খ্যাতিসিংহ ও বীরচাঁদের প্রবেশ)

খ্যাতি। (জনান্তিকে) বীরচাঁদ! হুঁসিয়ার—আদব কায়দা যেন দোরস্ত থাকে।

বীর। (জনান্তিকে) আজ্ঞে কিছু ভাববেন না। আপনি তেড়ে-ফুঁড়ে আরম্ভ করে দিন না, আমার কেরামতিটা পরে দেখে নেবেন।

খ্যাতি। সেলাম জাঁহাপনা।

বীব। সেলাম।

মামুদ। আসুন মহারাজ। মহাবীর আপনি—রাজপুত-কুলগৌরব।

বীব। (স্বগতঃ) বাজপুত-কুলগৌবব না বাজপুত-কুলটেকি।

খ্যাতি। আপনার ন্যায় দিগ্বিজয়ী বীবের পদার্পণে আমাদের দেশ পবিত্র। জাঁহাপনার জন্য যৎকিঞ্চিৎ উপহাব আমি কোষাধ্যক্ষের হস্তে অর্পণ কবেছি, যদি কৃপা ক'রে গ্রহণ কবেন তো—

বীব। আজ্ঞে, সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন। সুলতান যে রূপ কৃপালু শুনেছি, তাতে তাঁর কৃপাকণা হ'তে বঞ্চিত হ'বার তিলমাত্র মনঃকষ্ট আপনাকে পেতে হ'বে না।

মামুদ। অবশ্য গ্রহণ করবো মহারাজ। আপনাব স্বেচ্ছাপ্রদত্ত উপহার আমি সানন্দচিত্তে গ্রহণ করবো।

খ্যাতি। অধীনের প্রতি আপনাব অসীম দয়া!

বীর। কি মহানুভবতা—কি সদাশয়তা!

এব্রা। মহারাজের সহিত বিনাবিবাদে কার্য্য-সিদ্ধি হওয়ায় সুলতান বড়ই প্রসন্ন।

মামুদ। খোদাতালা আপনাকে সুবুদ্ধি প্রদান ক'রেছেন।

বীর। ওই যা বল্লেন—তাঁর অপাব করুণা!

মামুদ। শুনলেম্ নাকি আমরা আজমীব-রাজকুমারের বিরক্তি-ভাজন হয়েছি! তিনি যুদ্ধে কৃতসঙ্কল্প ছিলেন!

বীর। আরে রামচন্দ্র! সে একটা বালক, তার কথা কি ধর্ত্তব্য? আর সুলতানের সঙ্গে লড়াই, একি ছেলেখেলা!

মামুদ। দেখুন মহারাজ! আমরা আগামী কল্য সোমনাথ অভিমুখে

যাত্রা কর্‌বো, বিলম্বে ক্ষতির সম্ভাবনা। দুরাত্মা নন্দরায় পুনরায় আমার বিরুদ্ধে সোমনাথে হিন্দুরাজগণের সহিত যোগদান করবার জন্য কলিঞ্জর হ'তে এসেছে। দু'বার তার অপরাধ ক্ষমা করেছি, এইবার শেষ। আপনি যখন সন্ধি সূত্রে আবদ্ধ, তখন নগর-মধ্য দিয়ে পাঠান-সৈন্য-গমনে অবশ্যই আজমীরের কোন আপত্তি নেই।

খ্যাতি। এতো আমাদের পরম সৌভাগ্য।

বীর। (স্বগতঃ) দেখি যদি দু'চার দিন দেরী করাতে পারি, পাণ্ডারা তা হ'লে যোগাড়-যন্ত্র করবার কতকটা অবসর পাবে। (প্রকাশ্যে) জনাব! অধীনের গোস্তাগী মাপ হয়। সুলতানের নগর-মধ্য দিয়ে যাবার দিন আমাদের ইচ্ছা সমস্ত রাস্তা মখ্‌মল দিয়ে মুড়ে, জাঁহাপনার যৎকিঞ্চিৎ অভ্যর্থনা করি। অতএব দু'চার দিন পরে যাত্রা কর্‌লে—

এব্রা। এক্ষণে আমাদের অত্যন্ত সময়াভাব। ফের্‌বার সময় সুলতান সংবাদ প্রেরণ করবেন।

মামুদ। সুলতানের প্রতি তোমার শ্রদ্ধা প্রশংসনীয়। এব্রাহেম! একে শত আশরফি পুরস্কার দাও।

বীর। জাঁহাপনা! অপরাধ মার্জ্জনা করবেন। আপনি দিগ্বিজয়ী বীর হ'লেও আপাততঃ আমাদের অতিথি। অতিথি-পরিচর্য্যার মূল্য গ্রহণ কর্‌তে এ অধীন অক্ষম—বিশেষতঃ আমি ব্রাহ্মণ।

মামুদ। তোমার কথায় সন্তুষ্ট হ'লেম। যদি কখন প্রয়োজন হয়, সাক্ষাৎ ক'রো—গজনীর সুলতান তোমার সে প্রার্থনা পূর্ণ কর্‌তে প্রতিশ্রুত রইল। তোমার নাম?

বীর। আজ্ঞে আপনার সঙ্গে আমার কতকটা মিল আছে। আপনি

হচ্ছেন বীর-রবি, আর আমি বীর-চাঁদ। তবে আপনারা হলেন্ লড়ায়ে বীর, আর আমরা কলুমে বীর, কাগজ-কলমেই বীরত্ব জাহির ক'রতে পারি।

মামুদ। ভাল মহারাজ, একটা জনশ্রুতি ছিল যে, সোমনাথ-বিগ্রহের অভ্যন্তরে অনেক মহামূল্য রত্ন আছে, সেটা কি সত্য?

খ্যাতি। তা—তা—

বীর। এ অসম্ভব কথা কে বটালে সুলতান! সে একটা নিরেট পাথর, তা'র ভেতর কি রত্ন থাক্‌তে পারে? অনর্থক এই পথশ্রমটা ক'রে আপনি সেথায় যাবেন—সে কেবল ভূয়ো।

মামুদ। ব্রাহ্মণ! আমি অর্থলোভে সোমনাথ আক্রমণ কর্‌তে আসিনি। আমার আগমনের প্রধান উদ্দেশ্য ভারতে ইসলাম ধর্ম্মের মাহাত্ম্য ঘোষণা করা। কোরাণ শরিফে বলে—যে পৌত্তলিকতা দূর ক'রে সত্য ধর্ম্মের—পবিত্র মহম্মদীয় জ্ঞানালোকে বিধর্ম্মীর মোহান্ধকার দূর কর্‌লে মুসলমানের মহাপুণ্য অর্জ্জিত হয়। আমার এ আগমনের উদ্দেশ্য পুণ্য-অর্জ্জন।

বীর। (স্বগতঃ) বাবা, বেজায় একগুঁয়ে! যা গোঁ ধর্‌বে, তা কি আর ছাড়ে!

এব্রা। মহারাজের অভ্যর্থনার জন্য কতকগুলি নর্ত্তকী আনা হয়েছে।

মামুদ। তাদের সংবাদ দাও। মহারাজ! এক্ষণে নৃত্যগীত শ্রবণ করুন, আমার নমাজের সময় উপস্থিত।

[মামুদের প্রস্থান।

(নর্ত্তকীগণের প্রবেশ)

গীত।

অত চেওনা চেওনা চেওনা—ওগো আমরা বিদেশী।
যেচে দিওনা দিওনা দিওনা গলে সোহাগে প্রেম-ফাঁসী॥
ক্ষণিক আলোকে কি হ'বে আর,
অনন্ত আঁধার যদি পাছে তার,
দিন যাবে নিভে, আঁধারে ঢাকিবে, মুকুলে কমল হবে বাসী।
দু'দিন মিলনে উজল ধরা,
কেঁদে কেঁদে পরে হ'ব সারা,
সুখের আদরে ভাসাযে পাথারে, চকিতে পলাবে মৃদুহাসি।
তবে যদি সখা, দাও চির-দেখা, জীবনে মরণে র'ব দাসী।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

আজমীর— রাজ-অন্তঃপুরস্থ কক্ষ।

যমুনা।

যমুনা। বার বার কত সহে আর!
নির্ব্বিরোধী আর্য্য-রক্তে ভাসায়ে মেদিনী—
চূর্ণ করি শত শত হিন্দু-দেবালয়—

লুণ্ঠিত বিপুল অর্থে
পূর্ণ করি গজনীর শূন্য রাজকোষ—
সুলতান মামুদ!
তবুও কি মিটিল না পিপাসা তোমার?
পশ্চিম ভারতে একমাত্র ছিল সোমনাথ—
হিন্দুর আরাধ্য দেব, তাও এবে—

(রুদ্রদেব ও কুমারের প্রবেশ)

প্রণাম চরণে দেব।
প্রভু, একি মূর্ত্তি!
ক্ষমা কর—রোষ কব পরিহার।

রুদ্রদেব। ধর্ম্মদ্বেষী—দেশশত্রু—
মহাশত্রুসনে সৌহার্দ্দ-স্থাপন!
ভাল—ভাল মহারাণী।
অটুট-বন্ধনে বাঁধিয়াছ রাজ-সিংহাসন।
সেথা—কলিঞ্জর, কনৌজ, কর্ণাট,
সম্মিলিত গুর্জ্জরের সনে,
সোমনাথে স্মরি' জনে জনে করেছে শপথ
প্রাণপণে নিবারিতে সুলতান মামুদে,—
আর হেথা—অপুত্রক আজমীর-পতি,
দেব বরে পাইয়া তনয়—
রণস্থলে যম-সম রথী,
কা'র সনে মিত্রতা-বন্ধনে লালায়িত?

দেব-মূর্ত্তি ধ্বংসহেতু
এসেছে যে ভারতের পরপার হ'তে।
ধর্ম্ম গেল রসাতলে,
একবিন্দু কৃতজ্ঞতা,
মহারাণী! তাহারও অভাব?

যমুনা। প্রভু, দেবদেবে করিয়া অর্চ্চনা
পেয়েছি নন্দন,
দেব-কার্য্যে দিতে তারে বলি,
ক্ষত্রিয়-রমণী নাহি ডরে;
কিন্তু নারী আমি চিরপরাধীনা,
স্বামী-অনুমতি বিনা কি করিতে পারি?
শান্ত হও দেব—আসিলে ভূপাল,
আমি বুঝাইব তাঁয় ছার সন্ধি দিতে বিসর্জ্জন

কুমার। কারে বুঝাইবে মাতা?
দৃঢ়পণে পিতৃদেব
প্রত্যাখান করিলেন ব্রাহ্মণ-প্রার্থনা,
আশাভঙ্গে রুদ্রমূর্ত্তি তাই এ ব্রাহ্মণ।
সভাস্থলে আফগান-চর,
দম্ভভরে কহিল রাজায়—
"সুলতান মামুদ সোমনাথ করিবে লুণ্ঠন,
বিরোধী যে হ'বে,
পাঠানের করে স্ববংশে নিধন তার।"

হিন্দুধর্ম্মনাশ তরে
পুনঃ পুনঃ তুর্ক-আস্ফালন,
কোন হিন্দু পারে সহিবারে ?
কোষমধ্যে তরবারি হইল চঞ্চল,
রাজপদে করিনু জ্ঞাপন,
যে হয় সে হয়,—পাঠানেরে বারিব নিশ্চয়।
কিন্তু, নীরব—নিশ্চল মাতা জনক আমার।

যমুনা। উগ্রভাষ তুমি চিরদিন,
তাই বুঝি ক্রোধবশে নীরব ভূপতি।
আরাধ্য দেবতা-মূর্ত্তি হ'বে কলঙ্কিত,
আছে কি ক্ষত্রিয় হেন—প্রাণভয়ে ভীত—
সশস্ত্রে—কৌতুক-নেত্রে রহিবে অলস ?
সবিশেষ বুঝায়ে রাজায়,
পায়ে ধরে ল'ব তাঁর বিগ্রহে সম্মতি।

রুদ্র। প্রাণদান দিলে মাতা হতাশ ব্রাহ্মণে।
বুঝি প্রসন্ন দেবতা,
মনোরথ পূর্ণ হ'বে মম।

যমুনা। দেব ! পাদস্পর্শে তব পবিত্র এ পুরী যদি,
দেহ অনুমতি—সচন্দন পুষ্প-অর্ঘ্যে
পূজিতে ও রাতুল চরণ।

(খ্যাতিসিংহ ও বীরচাঁদের প্রবেশ)

খ্যাতি। একি !—রুদ্রদেব অন্তপুরে !

যমুনা। বহু পুণ্য-ফলে নাথ,
ইষ্টদেব-পুরোহিত উদয় এ পুরে।
পবিত্র ব্রাহ্মণ রূপে হিন্দুর প্রত্যক্ষ দেব,
হিন্দুধর্ম্ম রক্ষা-তরে,
আশ্রয়-ভিখারী আজি হিন্দুরাজ-পাশে।
অভয় প্রদান নরনাথ।

খ্যাতি। তব অনুরোধ রাজ্ঞী রক্ষিতে নারিব।
সুলতান মামুদ এবে মিত্র মম,
পণে বদ্ধ আমি,—অঙ্গীকার লঙ্ঘিব কেমনে?

যমুনা। কোন প্রাণে কহিলে রাজন,
দেবমূর্ত্তি-চূর্ণ কারী দাম্ভিক যবন মিত্র তব!
আর যদি বা সে মিত্র তব হয়,
ভারতের মিত্র সেতো নয়!
স্বহস্তে দিতেছ বেঁধে আপন চরণে
কলঙ্কিত দাসত্ব-শৃঙ্খল!
হিন্দুর হিন্দুত্ব যায়,—
হিন্দু নামে দিয়ে পরিচয়,
হিন্দুরাজ! রহিবে নীরব সাক্ষী তার?
নহে মহারাজ।
এই দণ্ডে ভঙ্গ কর পঙ্কিল পাঠান-সন্ধি,
পরে, হিন্দুরাজগণসনে হয়ে সম্মিলিত,

বীরদর্পে কর আক্রমণ,
দেখুক যবন—লুপ্ত নহে হিন্দুর বিক্রম।

রুদ্র। মহারাজ! নির্ম্মম পাঠান,
বক্ষ'পরে দেবতার করে অপমান,
হিন্দু প্রাণ তব কাঁদিছেনা তার তরে?
প্রচণ্ড বিক্রম—ক্ষত্রিয়ের ভীম বাহুবল,
রহিবে কি মৌন-মূক হ'য়ে?
রাখ কথা—ব্রাহ্মণের রাখ অনুরোধ,
ধর অস্ত্র পাঠান-বিনাশ হেতু।

কুমার। আদেশ কিঙ্করে পিতা,
এখনি প্রেরিব সমাচার।
ম্রিয়মান হিন্দু-অনীকিনী,
শুনিলে এ সংগ্রাম কাহিনী,
রণরঙ্গে উঠিবে নাচিয়া।

খ্যাতি। স্থির হও প্রগল্‌ভ বালক।
রাণী! ভেবেছ কি পরিণাম?
পরাক্রান্ত জয়পাল লাহোর-ঈশ্বর,
কেশরী অনঙ্গপাল তনয় তাঁহার,
বারবার পরাজিত মামুদের কাছে।
থানেশ্বরে সমবেত হিন্দুরাজ-সেনা,
ফুৎকারেতে [illegible]ম ধূলিকণা

উড়ে গেল চক্ষের পলকে।
মামুদ রোষিলে, রাজ্য যাবে—প্রাণ যাবে।

যমুনা। তুচ্ছ প্রাণ যাবে, তা'র তবে এত ডর ?
গেল মান যার, প্রাণে তাব কিবা প্রয়োজন ?
চেয়ে দেখ দেবব্রত ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণ
বুকভরা আশা লয়ে অতিথি তোমার দ্বাবে।
ওই দেখ বংশেব দুলাল—
অপমানে ভূতল-সংলগ্ন-দৃষ্টি—
ধরা কারা-সম হেরে,
আর দেখ—সেবিকা তোমার
করযোড়ে যাচে প্রতিকাব,
রাখহ বংশের মান,
অটুট রহুক ভবে ক্ষত্রিয়-গৌরব।

খ্যাতি। অনর্থ ঘটালে দেখি বালকে ব্রাহ্মণে।
রাজকার্য্যে শুক্ল কেশ ধরি,
এবে স্বল্পবুদ্ধি নারী
রাজনীতি শিখাবারে চায়।
ভাল জ্বালা ঘটালে ব্রাহ্মণ।

যমুনা। মহারাজ ! কটু নাহি কহ ব্রাহ্মণেরে।

খ্যাতি। কটু কিবা ? কহিয়াছি উচিত যেমন।
জটিল এ রাজনীতি নহ অবগত,
তাই কহ যুদ্ধ-কথা।

যমুনা। পায়ে ধরি নরনাথ রাখ এ মিনতি।
রুদ্ধ করি নগর-তোরণ—
দাও আজ্ঞা সৈন্যগণে,
ধনু, অস্ত্র, বর্ম্ম ল'য়ে রণসাজে হইতে সজ্জিত।

খ্যাতি। বৃথা কেন ত্যক্ত কর রাণী ?
স্থির পণ মম—সন্ধি-পত্র কভু না ত্যজিব।

রুদ্র। রাজপুতকুলগ্লানি ভীরু কাপুরুষ,
নারীর হৃদয় উচ্চতর শতগুণে তোমা হ'তে।
ছি ছি! এত পরিশ্রম পণ্ডশ্রম হ'ল সব,
পাপপুরী এই দণ্ডে ত্যজিতে উচিত।

(প্রস্থানোদ্যত)

যমুনা। কোথা যাও হে ব্রাহ্মণ!
রাজগৃহে ভিক্ষা-প্রার্থী তুমি।
রাজা যদি পরাঙ্মুখ অতিথি-সৎকারে,
রাজরাণী রয়েছে জীবিত,
প্রার্থনাপূরণ তব অবশ্য হইবে।
দেবমূর্ত্তি-রক্ষণের তরে,
করহ গ্রহণ প্রভু তনয়ে আমার,
মহাকার্য্যে যথাসাধ্য দীন উপহার—
দুখিনীর নয়নের মণি।

খ্যাতি। শোন পুত্র—পিতৃ-বাক্য করহ পালন,
ত্যজ এই সমর-বাসনা,

সুনিশ্চয় সর্ব্বনাশ যাহে।
উন্মাদিনী রাজ্ঞীর কথায় নাহি কর কর্ণপাত।

কুমার। পিতা! আজ্ঞাবহ চিরদিন কিঙ্কর তোমার,
আজি অপরাধ তার করহ মার্জ্জনা।
করিয়াছি পণ—দেবকার্য্যে উৎসর্গ করিব এ জীবন
যতদিন সঞ্চালিত রবে দেহে
কণামাত্র ক্ষত্রিয়-শোণিত—
চন্দ্রসূর্য্যালোক যতদিন পরশিবে কায়—
জীবন করিয়া পণ রোধিব পাঠানে।
যদি হয় প্রয়োজন, একা আমি যাব রণস্থলে।

যমুনা। কেন একা? মাতা-পুত্রে যাব রণস্থলে।
ধর্ম্মতরে ছার প্রাণ দিতে বিসর্জ্জন,
তুচ্ছ গণে রাজপুতনারী।
নির্ম্মম সুলতান!
বার বার বিলুণ্ঠিত করি' তীর্থ-স্থান,
হিন্দুর হিন্দুত্ব করি' নাশ,
অহঙ্কার বড় দেখি বেড়েছে তোমার।
কোথা হারা হয়ে নয়নের তারা
একমাত্র স্নেহের বন্ধন,
কত নারী হারায়েছে নয়নের তারা
ভেবেছ কি সুলতান মামুদ?
মার প্রাণে কি ব্যথা যে বাজে,

করেছ কি সন্ধান তাহার?
কত পতি-হীনা নারী তপ্ত নয়নের জলে
পৃথ্বী-বক্ষে ঢালিয়াছে স্রোত-ধারা,—
মর্ম্মভেদী কত দীর্ঘশ্বাস
সমীরণে জানায়েছে মনোব্যথা,—
বিফল কি যাবে সব?
এত অত্যাচার—হে ঈশ্বর!
সর্ব্বশক্তিমান তুমি দয়ার আধার—
কতদিন স'বে আর?

খ্যাতিসিংহ। ক্ষিপ্তা নারী হিতকথা নাহি মানে!
যেবা ইচ্ছা কর দোঁহে,
পাঠানে করিয়া বৈরী,
কালসর্পে নিমন্ত্রিয়া আনিতে স্বগৃহে,
একান্ত অক্ষম আমি।

[প্রস্থান।

রুদ্রদেব। দাও মা বিদায় তবে দরিদ্র ব্রাহ্মণে।
রাজরাজেশ্বরী তুমি,
কি আর করিব আশীর্ব্বাদ,
এ ব্রাহ্মণ আজীবন কৃতজ্ঞ তোমার পাশে।

যমুনা। নয়নের জ্যোতিঃ মম সোণার নন্দন
ভাসাইয়ে অকূল পাথারে,
ভেবেছ কি প্রভু—যবন-প্রসাদ-ভিক্ষু হ'য়ে

রাজপুরে করিব বসতি ?
শত-জীর্ণ পর্ণশালা,
তার চেয়ে লক্ষগুণে শ্রেয়ঃ।
পিতৃ-দত্ত মহামূল্য আছে অলঙ্কার,
কর সৈন্য আয়োজন,
দেব-কার্য্যে সকলই করিব দান।
নহি আর রাণী,
আজ হ'তে ভিখারিণী—সন্ন্যাসিনী আমি,
পুণ্যক্ষেত্র সোমনাথ আশ্রয় আমার।

(প্রস্থানোদ্যত)

বীরচাঁদ। সেকি মাতা !
রাজরাণী তুমি—গৃহ ছেড়ে কোথা যাবে ?
তোমা বিনা লক্ষ্মী-হীনা হবে পুরী।

যমুনা। বীরচাঁদ ! শোন উপদেশ-কথা।
পাঠানের অত্যাচারে প্লাবিতা ধরণী,
পুত্রহারা কত শত শোকার্ত্তা জননী
দীনকণ্ঠে করে হাহাকার।
উচ্ছ্বসিত তপ্ত নয়নের বারি,
পার যদি—হে ব্রাহ্মণ—করহ মোচন।
সনাতন ধর্ম্ম তব হয় কলঙ্কিত,
পার যদি—প্রাণদানে রাখহ মর্য্যাদা তার।

[যমুনা, কুমার ও রুদ্রদেবের প্রস্থান।

বীরচাঁদ। আমার কি শক্তি! আমার অন্নদাতা প্রবল প্রতাপান্বিত আজমীর-রাজ যে পাঠানের ভয়ে সশঙ্কিত, দুর্ব্বল ব্রাহ্মণ আমি—সে উন্মত্ত স্রোতে বাধা দিতে আমার সামর্থ্য কোথায়? কিন্তু, বুকের ভেতর তোল্‌পাড় হ'য়ে যাচ্চে। তেজস্বিনী রমণীর বজ্রগম্ভীর স্বরে কি তীব্র উত্তেজনা! নয়নে কি জ্বালামুখীর বহ্নি প্রচ্ছন্ন! উপর্য্যুপরি পাঠান-আক্রমণে লক্ষ লক্ষ হিন্দু-নারীর চক্ষে শ্রাবণের শতধারা। আমি হিন্দু, সুতরাং সত্যই ত তারা আমার জননী-স্বরূপা! বিগ্রহরক্ষার্থ দেবতা যদি নিজ-শক্তি প্রয়োগ না করেন, তবে বিগ্রহ ধ্বংস হওয়াই তাঁর অভিপ্রেত। কিন্তু এই যে দারুণ মর্ম্মবেদনায় বিদীর্ণবক্ষা জননীর পদ্মচক্ষে অবিরলধারা প্রবাহিত, আর নির্ম্মম সন্তান আমি পাঠান-অনুগ্রহ প্রত্যাশী হ'য়ে কলঙ্কিত জীবন ধারণ কর্‌বো? একবার দেখ্‌বো। দেখ্‌বো যদি সর্ব্বস্ব অর্পণ ক'রে—প্রাণের মমতা ত্যাগ ক'রে এই অত্যাচার নিবারণ করতে পারি! যদি জাতি, ধর্ম্ম, আত্মীয়, স্বজন, ইহকাল, পরকাল সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়ে এই নিষ্ঠুর বন্যার স্রোত ফিরিয়ে দিতে পারি! কিন্তু, তাকি সম্ভব! শক্তি কই—কুটোর মত নিমেষে থান্ থান্ হ'য়ে ভেসে যাব। না—আবার মাথা গুলিয়ে গেল। দেখি—ভেবে দেখি।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

গুর্জ্জর—রাজকক্ষ।

ব্রহ্মদেব ও ধীরসিংহ।

ব্রহ্মদেব। বিবাহ-বন্ধন আপাততঃ রহিল স্থগিত।

ধীরসিংহ। কেন মহারাজ? কিবা অন্তরায় তাহে?
কালি পূর্ণিমার নিশি,
মহোৎসবে মত্ত সোমনাথ—
প্রতিগৃহে জ্বলিবে মঙ্গল-দীপ,
আরতির শান্তি শঙ্খ-ধ্বনি,
উৎসবের শুভবার্ত্তা করিবে প্রচার।
গ্রহাচার্য্য সবে একবাক্যে কহিল সভায়—
উদ্বাহের প্রশস্ত দিবস কল্য,
তবে কি আপত্তি নরনাথ?

ব্রহ্মদেব। শোন রাজপুত্র।
সংসার-আঁধারে উজ্জ্বল চন্দ্রমা সম—
একমাত্র দুহিতা আমার,
এই সাথীহারা বৃদ্ধের নয়নতারা।
ছিল সাধ মনে—আজমীর-রাজপুত্র কুমারের সনে
উদ্বাহ-বন্ধনে বেঁধে দিব এই স্বর্ণলতা।

কিন্তু জীবনের এই অবেলায়—
মৃত্যু-চ্ছায়া-ম্লান এই জীবন-সন্ধ্যায়—
প্রাণ নাহি চায় দুহিতায় পাঠাতে অন্তরে।
শৈশবে জননী-হারা নন্দিনী আমার,
বিবাহের পরে চলে যাবে পতির আবাসে,
তার সাথে নিভে যাবে বৃদ্ধের নয়ন-আলো।
তাই ছিল আকিঞ্চন,
অর্পি' দুহিতায় তব করে—
গুর্জ্জরের সিংহাসনে স্থাপিব তোমায়।
কিন্তু দৈব হ'ল প্রতিকূল,
মহাবিঘ্ন উপস্থিত এবে।

ধীরসিংহ। মহারাজ!
তিনপক্ষ আমন্ত্রিত গুর্জ্জর-প্রাসাদে,
অধিক বিলম্বে দুর্নাম রটিবে মম।
তবে যদি সুকৃতির ফলে,
রাজ-জামাতার পদে হই অধিষ্ঠিত,
বহু ভাগ্য মানি গুর্জ্জরে করিব অবস্থান।

ব্রহ্মদেব। শুনেছ সংবাদ—
সাক্ষাৎ শমনরূপী সুলতান মামুদ,
অগণন তুর্ক-সেনা লয়ে,
আসিতেছে সোমনাথ করিতে লুণ্ঠন?
দেব-পুরোহিত রুদ্রদেব

আজমীর-রাজ্যেশ্বরে করিতে আহ্বান
গেছেন স্বয়ং তথা।
এ ঘোর সঙ্কট-কালে—রাজা আমি,
সাজে কি এখন দুহিতার বিবাহ-উৎসব ?

ধীরসিংহ। বিক্রমে বিশাল সেই মামুদ-বাহিনী,
পরাজিত বার বার হিন্দুসেনা।
মহারাজ। জয় আশা ক্ষীণ এ বিগ্রহে।

ব্রহ্মদেব। আজমীর হইলে সহায়,
অসম্ভব নহে জয়-আশা।
কুমারসিংহ যুবরাজ তার,
শুনিয়াছি কুমার সমান বীর্য্যবান,
অসমসাহসী বীর।
দৃপ্ত রাজপুতসহ এই সম্মিলিত সেনা,
হিন্দুধর্ম্ম রক্ষা তবে—
ব্যোম ব্যোম রবে রণে যদি হয় আগুয়ান,
অসম্ভব নহে জয়-আশা!

ধীরসিংহ। কিন্তু যদি অসম্মত হয় আজমীর ?

ব্রহ্মদেব। যদি অসম্মত হয় আজমীর,
(চিন্তা) বিষম সমস্যা তবে!

(রুদ্রদেব ও কুমারসিংহের প্রবেশ)

রুদ্রদেব। মহারাজ। অসম্মত আজমীর।

ব্রহ্মদেব। সেকি দেব! নিষ্ফল প্রার্থনা তব ?

রুদ্রদেব। আজমীর বিক্রীত স্থলতানে।
কিন্তু, একান্ত নিষ্ফল নহে সাধনা আমার।
করেছি সংগ্রহ—
দৃঢপণ ধর্ম্মপ্রাণ দ্বাদশ সহস্রসেনা।
আর আজমীর হ'তে সমাগত—
উচ্চকুলোদ্ভব হের ক্ষত্রিয় যুবক,
স্বেচ্ছায় ত্যজিল গৃহবাস,
ধর্ম্মতরে হৃদয়ের শেষ রক্তবিন্দুদানে,
সোমনাথে করিবে রক্ষণ।

ব্রহ্মদেব। ধন্য বীর।
দেবভক্তি তব দৃষ্টান্তের স্থল এ ভারতে।

কুমার। জীবন তো একদিন যাবে নরনাথ।
তাই এ সঙ্কল্প মম—
উচ্চ কার্য্যে উৎসর্গ করিব হীন প্রাণ।

ব্রহ্মদেব। মহাপ্রাণ তুমি হে যুবক।
কি আর কহিব—দেবতার আশীর্ব্বাদ
শতধারে বর্ষুক তোমার'পরে।
ছিল আশা—আজমীর হইবে সহায়।

ধীরসিংহ। কিন্তু পরিবর্ত্তে তার,
একা এই বিকৃত-মস্তিষ্ক যুবা।

রুদ্রদেব। সত্য, একা বটে ক্ষত্রিয় যুবক।
কিন্তু, দেব-কার্য্যে নিয়োজিত এই এক প্রাণ,

সহস্রের শক্তিধর।
এর নাম আত্মোৎসর্গ—মহা-বলিদান।
শত শত স্বার্থপর—হেয় প্রাণ হ'তে
এই এক প্রাণ বহুমূল্যবান।

ধীরসিংহ। বৃথা এই যুদ্ধ-আয়োজন,
সুনিশ্চয় পরাজয় যাহে।
মহারাজ। অর্থদানে মামুদেরে কর নিবারণ

কুমার। অসঙ্গত হেন উপদেশ।
আজ যদি সুলতানে অর্থদানে
করি বশীভূত প্রশ্রয় করহ দান,
রক্তলিপ্সু উন্মত্ত শার্দ্দূল যথা—
নব আকাঙ্ক্ষায় পুনঃ কাল হ'বে অগ্রসর।
রণস্থলে—
বার বার ভঙ্গ দেছে হিন্দু-রাজসেনা—
বার বার কলঙ্কিত সন্ধির প্রস্তাব—
বার বার নির্ব্বিরোধে বিচূর্ণিত হিন্দুদেবালয়—
তাই এত দর্প মামুদের।
কতকাল—কতকাল আর নির্জ্জীব ক্ষত্রিয়
নতশিরে সবে হেন ঘোর অপমান!
মৃত্যু-জয়ী নহেত পাঠান!
আজমীর অসম্মত যদি,
এল গেল কিবা তায়।

কনৌজ, কর্ণাট আদি মহারথী সবে
রণস্থলে হবে অগ্রসর,
জয় আশা নহেত দুরাশা !

ব্রহ্মদেব। ভাল, সমাগত হিন্দুরাজগণ,
মন্ত্রণার পর যুক্তি যাহা হইবে নির্ণয়।
স্বাগতঃ হে ক্ষত্রিয় যুবক,
রাজপুরে আতিথ্য করহ অঙ্গীকার।
এ প্রাসাদে—রাজ্যোদ্যানে জেনো তব অবারিত দ্বার।
প্রণাম চরণে দেব। [ধীরসিংহ ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

ধীরসিংহ। মূর্খ যুবা ক্ষুদ্র পতঙ্গের প্রায়
স্বেচ্ছায় অনলে দেয় ঝাঁপ ?
দিগ্বিজয়ী সুলতান মামুদ,
কার সাধ্য নিবারে তাহার গতি ?
জয়সিংহ ! নন্দরায় !
খরস্রোতে ক্ষুদ্র তৃণসম
ভেসে যাবে আক্রমণ-বেগে।
তীক্ষ্ণবুদ্ধি আজমীর ভেবেছিল পরিণাম,
তাই বিগ্রহে হ'লনা অগ্রসর।
হেরি প্রতিকূল-গ্রহ
অকস্মাৎ ঘটিল ব্যাঘাত ;
নহে—কালি পূর্ণিমার সনে এ হৃদি-গগনে,
চিরতরে ইন্দুমুখী হইত উদয়। [প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য ।

গুর্জ্জর—রাজপুরী-সংলগ্ন উদ্যান ।

চঞ্চলা ।

চঞ্চলা । একি হেরি প্রলোভন হৃদি-মোহকর
রাজপুত্র ধীরসিংহ
গুর্জ্জর-দুহিতা ইন্দুর প্রণয়-প্রার্থী ;
আর আমি—রাজগৃহে আশ্রিতা রমণী ।
আরে দুরাকাঙ্ক্ষ মন !
কা'র তরে গলায় পরিলি ফাঁস !
সাধ ক'রে কেন এই মোহের বন্ধন,
জীবন অর্পণে অসম্পূর্ণ রবে যাহা !
কিন্তু পাগল অন্তর আকণ্ঠ পিয়েছে হলাহল,
এবে চিকিৎসার অতীত এ ব্যাধি ।
হেরি যবে সে মোহন ঠাম,
জ্ঞান হয়—
মূর্ত্তিমান কাম ছলনায় ধরামাঝে ।
কিন্তু, প্রেম-মুগ্ধ আঁখি মম
নির্ণয় করেছে—ধীর !
ইন্দুর প্রণয়-আশা নিষ্ফল তোমার ।

যত ঢাল প্রেম-স্নিগ্ধ বারি—
যত চাও ঢল ঢল বিলোল নয়নে—
অলক্ষ্যে করেছি নিরীক্ষণ,
উপেক্ষার ছায়া অঙ্কিত ইন্দুর মুখে।
অনন্ত আঁধারে
এই একমাত্র ক্ষীণ আশালোক।
ছার লজ্জা দিয়ে বিসর্জ্জন
সাধিব চরণ ধরে
তবু কি নিস্ফল হবে আশা!

গীত।

সারা জীবনভরা সন্তোষ-পণে কিনেছি শুধু যাতনা।
বুঝি জনমভরা স্নেহ-অর্পণে বিফল হ'বে সাধনা॥
আমার অঞ্চলভরা শুষ্ক মালতী—নয়নভরা আঁখিজল,
যেন বিচ্ছেদভরা নিশির লজ্জা শিশির-সিক্ত শতদল,
এই সোহাগভরা বাহু-বন্ধন,অধর-ভরা প্রীতি-চুম্বন,
আবেশভরা আঁখি-খঞ্জন—যৌবনভরা কামনা।
এত মরমভরা ব্যাকুল'চ্ছ্বাস নিঠুর সেতো বোঝেনা॥

(ইন্দুমুখীর প্রবেশ)

ইন্দু। কেন বো'ন বিষাদের গান?
অশ্রুভারনত দু'টী কমল নয়ন?

কা'র তরে হয়েছ ব্যাকুল ?
বুঝি লুকায়ে আমায়
মনপ্রাণ সঁপিয়াছ কারে,
এবে তার অনাদরে তুলিয়াছ বিরহের তান।
সই ! কে সে নিঠুর ভাগ্যবান
এ রতনে করে অবহেলা ?

চঞ্চলা। ছাড় সই বাক্যছলা।
জানি আমি—বহস্যে নিপুণ তুমি।
অবসন্ন মন—তাই আজ হেন ভাবান্তর।
কিন্তু, কেন ভেঙ্গে দিলে সই বিবাহ-উৎসব ?
ধীর—ধীরসিংহ অধীর মিলন-আশে।

ইন্দু। আসন্ন বিগ্রহ দেশে,
উদ্বাহের নহেত' সময় বো'ন !
তাই যাচিলাম পিতৃস্থানে
এ উদ্বাহ রাখিতে স্থগিত।

চঞ্চলা। তবে কবে হবে বিবাহ-বন্ধন ?

ইন্দু। কবে—কোথা—কার সনে
লেখা আছে অদৃষ্ট-বাঁধন,
জানেন সে অন্তর্য্যামী সোমনাথ।
তবে ধীরসিংহ হবে না সে বন্ধনের সাথী
এইমাত্র জানি আমি।
কিন্তু সই—সত্য বোলো—তাঁরে ভালবাস তুমি

চঞ্চলা। না—না একি কথা রাজবালা ?

ইন্দু। ছলনায় ভুলাতে নারিবে।
ভাষাহীন রুদ্ধ-প্রেম
শতধারে বিকীর্ণ বদনে তব।
অব্যক্ত প্রণয়-স্রোত—অজ্ঞাতে তোমার—
প্রস্ফুটিত নয়নে বচনে।
বো'ন, আমারেও অবিশ্বাস !

চঞ্চলা। সই ! আমি একান্ত অযোগ্য তাঁর।

ইন্দু। কে আছে ধরায় হেন ভাগ্য-হীন যুবা
অনাদরে এ স্বর্ণ-কমল ?
অযোগ্যা নহত তুমি !

চঞ্চলা। তবে কি সজনি,
প্রাণ তব অনুরক্ত নহে তাঁর প্রতি ?

ইন্দু। আভাসেও দেখেছ কি কভু
প্রণয়ের দৃষ্টি মম ধীরসিংহ প্রতি ?
নাহি ভয়—অন্তরায় নহি আমি তব।

(কুমারসিংহের প্রবেশ)

কুমার। (স্বগত) অস্ত গেল ধীরে ধীরে সোণার তপন
পশ্চিম গগনে,
তরুশাখা-অন্তরালে স্বর্ণকর-রাশি—
ক্ষীণ হ'তে ক্ষীণতর ক্রমে—

নিমেষে মিশায়ে যাবে অতল সলিলে,—
আঁধার গ্রাসিবে ধরা।
আবার উদিবে ভানু পূরব গগনে,
পূর্ণতেজে আবার বিলাবে কর,
আলোকিত পুনঃ হবে ধরা।
কিন্তু—লুপ্তপ্রায় হিন্দুর গৌরব-রবি—
প্রদীপ্ত কিরণ-জালে দশদিক্ করি উদ্ভাসিত—
আর কি আসিবে ফিরে?
হায়! অজ্ঞাত অদৃষ্টলিপি!!

ইন্দু। কেবা এ সুন্দর যুবা!
(জনান্তিকে) বুঝি এই সেই বিদেশী সৈনিক।
দেখ সখি,
বদন-মণ্ডল বীরত্বের প্রতিরূপ যেন।

কুমার। (স্বগত) ভুবনমোহন ছবি!
কমনীয় ফুলময় তনু—পদ্ম-পলাশ-আঁখি—
নন্দন-লাঞ্ছিত এই হেম-পারিজাত।
এ স্বর্ণ-বিহঙ্গ কার ফাঁদে দেবে ধরা?

চঞ্চলা। কেবা তুমি সদাশয়?
শুনিয়াছি ক্ষত্রিয়-যুবক এক,
দেবমূর্ত্তি-রক্ষা তরে,
সমাগত গুর্জ্জর-প্রাসাদে;—
তুমিই কি সেই মহাপ্রাণ?

কুমার। অপদার্থ আমি।
অপ্রতিভ ক'রনা সুন্দরী
অপাত্রে সম্মান-দানে।
বিনাহ্বানে আসিয়া এ স্থানে
বর্ব্বরতা করেছি প্রকাশ,
ক্ষমা-প্রার্থী তার তরে।

(ধীরসিংহের প্রবেশ)

ধীরসিংহ। এই যে উদ্যানে রাজবালা।
একি ! সেই নবাগত যুবা !
উন্মত্ত যুবক !
কোন্ অধিকারে রাজোদ্যানে করেছ প্রবেশ ?

কুমার। অধিকার ! অধিকার তোমারও যেমন,
আমারও তো দেখি সেইরূপ।

ধীরসিংহ। কাপুরুষোচিত দেখি ব্যবহার তব।
এই দণ্ডে করহ প্রস্থান,
নহে এই শাণিত কৃপাণ দ্বিখণ্ডিত—

কুমার। থাক্ ধীরসিংহ—অস্ত্রখেলা দেখায়ো অপরে।
আসিছে পাঠান,
দেখা যাবে পরীক্ষা তাহার।
কোথা ছিল সামর্থ্য তোমার—
যবে রাজারে দানিলে উপদেশ

অর্থদানে ফিরাতে মামুদে ?
রাজপুরে উভয়ে অতিথি,
কি পার্থক্য তোমায় আমায় !

ধীরসিংহ। কি পার্থক্য !
কাঞ্চনের সনে কাচের তুলনা !
আমি শক্তিমান রাজপুত্র,
তুমি নিত্যপরমুখপ্রেক্ষী নগণ্য সৈনিক

কুমার। কাপুরুষ রাজপুত্র হ'তে,
উচ্চতর শতগুণে নগণ্য সৈনিক।
তব অধিকার কিবা, কহ বীরোত্তম,
রাজপুত্রী বর্ত্তমানে –
তুমি মোরে করহ আদেশ ?

ধীরসিংহ। অধিকার এই—রাজকন্যা ইন্দুমুখী
মোর সনে বিবাহের পণে বদ্ধা।

ইন্দু। নহি আমি পণে বদ্ধা কারও ঠাঁই।
সত্য বটে—হ'য়েছিল উদ্বাহ-প্রস্তাব,
কিন্তু পিতারে করেছি নিবেদন
অসম্মত আমি।

ধীরসিংহ। সেকি ! তবে বুঝি তোমারি উদ্যোগে
এ বিবাহ রহিল স্থগিত ?

ইন্দু। আসন্ন বিগ্রহ,
রাজপুত্র ! ভুলে যাও উদ্বাহের কথা।

যে ক্ষত্রিয়-বীর পাঠান-সমরে
অধিক দেখাবে বীরপণা,
কৃপায় যদ্যপি গ্রহণ করেন মোরে,
কায়মনে হ'ব তাঁর দাসী।
মহাশয়! অতিথি এ পুরে—
ইচ্ছামত করুন ভ্রমণ।

[প্রস্থান।

কুমার। (স্বগত) প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে
ঘৃতাহুতি করিলে প্রদান,
দ্বিগুণ বর্দ্ধিত তেজে
বহ্নি-শিখা পরশে গগনতল।
প্রসন্ন দেবতা যদি হ'ন,—
পারি যদি অরাতিরে ফিরাতে আহবে,—
ইন্দু! ভিক্ষাদানে হ'য়োনা কৃপণ।

[প্রস্থান।

ধীরসিংহ। হতভাগ্য যুবা
রূপমোহে হারায়েছে জ্ঞান।
বামনের আকিঞ্চন স্পর্শে সুধাকর!

চঞ্চলা। এই প্রণয়ের রীতি।
অন্ধ প্রেম পার্থক্যের বাধা নাহি মানে,
ক্ষীণ নির্ঝরিণী সমুদ্রে মিশাতে ধায়।
কায়মনে ভালবাসে—

অসম্ভব মিলনের আশা, তিলমাত্র নাহি গণে—
রাজপুত্র! পরিণাম কিবা তার?

ধীরসিংহ। নিঃস্বার্থ প্রণয় যেথা—
প্রাণমনে ভালবাসে যদি কেহ—
আকাঙ্ক্ষার তার পরিণতি প্রাণের মিলনে।

চঞ্চলা। সার্থক প্রণয় তার।
ভাল—যদি কেহ যেচে হয় দাসী—
জীবন অর্পণ করে তোমার চরণে?

ধীরসিংহ। কে সে! ইন্দু?

চঞ্চলা। এখনও বোঝনি ধীর!
ইন্দুর প্রণয়-ধারা অন্যমুখী।

ধীরসিংহ। প্রতারণা ক'রনা চঞ্চলা!
স্থির জানি—আমারেই ভালবাসে বালা।

চঞ্চলা। ভুল—মহাভুল!
প্রণয়-আবেগে দৃষ্টি শক্তিহীন তুমি।
যাক্ —আর কেহ যদি তব প্রেমপ্রার্থী হয়?
অফুরন্ত ভালবাসা-হার
উপহার যদি কেহ দেয়?

ধীরসিংহ। নাহি হেন জন।

চঞ্চলা। আছে—সাক্ষী সোমনাথ—আছে।
তৃষাতুরা চাতকীর মত
বরষার নবঘন-বারি-আশে

একদৃষ্টে মুখপানে চেয়ে আছে।
বল—বল—তার পরিণাম ?
অমৃতের ধারা! কিম্বা গরল ভক্ষণে
জর্জ্জরিত এ সারা জীবন ?

ধীরসিংহ। দুর্ব্বোধ্য তোমার প্রশ্ন।
চলিলাম সভামাঝে।
মিলিত রাজেন্দ্রগণ
সন্ধিব প্রস্তাবে যদি করে কর্ণপাত,
মিটে যাবে বাদ-বিসম্বাদ।
অকারণ প্রাণী-হত্যা হ'বে নিবারণ।
(স্বগতঃ) বুঝেছি চঞ্চলা—ভালবাস মোরে।
হায়! এমনি কাতর-কণ্ঠে
ইন্দু যদি করিত প্রণয় ব্যক্ত—

[প্রস্থান।

চঞ্চলা। ছি ছি! নারী হ'য়ে কত আর সাধি!
আরে হীনপ্রাণ!
জেনে শুনে দুরাশারে দে'ছ স্থান,
তাই পদে পদে অপমান হেন!
ধীর—ধীর—তুমিত' বোঝ না—
বুকভরা সিন্ধুসম প্রেম
অনাদরে লুণ্ঠিত ধূলায়,
অন্ধ তুমি—বিন্দু তরে হয়েছ ব্যাকুল!

(গীত)

পিপাসিত প্রাণে লইতে শরণ এসেছি—চরণে ঠেলনা ;
তৃষিত নয়নে হেরিতে তোমারে এসেছি—মুখ ফিরায়ো না।
আঁখির পলকে হারাইতে যারে,
(ওঠে) স্মৃতির লহরী বাসনা-সাগরে,
সে কেন গো তবে পলায় অন্তরে—বোঝেনা হৃদয়-বেদনা !

[প্রস্থান।

—*—

পঞ্চম দৃশ্য।

গুর্জ্জর—মন্ত্রণাগার।

ব্রহ্মদেব, জয়সিংহ, নন্দরায়, ধীরসিংহ ও কুমারসিংহ।

নন্দরায়। হীনবল নীচ সরীসৃপ ;
কিন্তু সেও যবে হয় উৎপীড়িত,
ঊর্দ্ধফণা তুলি প্রাণপণবলে
দংশে প্রহারকে।
বক্ষ'পরে আরাধ্য দেবের অপমান !
পাঠান কি এত বলবান,
আর এত হীন ক্ষত্রিয়-সন্তান !
মম মতে—যুদ্ধের ঘোষণা দেহ রাজা।
এ দেহে থাকিতে প্রাণ,
দেবতার অপমান সহিতে নারিব।

কুমার। অর্থলোভী উদ্ধত পাঠান
বিলুণ্ঠিবে পুণ্য তীর্থস্থান,—
বিগ্রহ করিয়া চূর্ণ
সনাতন হিন্দুধর্ম্ম বুকে
দিয়ে যাবে কলঙ্কের রেখা—
ভারত ধরে কি হেন দুর্ব্বল হৃদয়,
কাষ্ঠ পুত্তলিকাপ্রায়—
নতশিরে স'বে এই দুর্নীত আচার ?

ধীরসিংহ। কনৌজ-ভূপতি অসম্মত যোগদানে।
জয়-আশা নহেক সম্ভব,
মাত্র সহস্রের হ'বে প্রাণঃক্ষয়।
মম মনে এই যুক্তি লয়—
অর্থদানে সুলতানে করি পরিতোষ,
উচিত করিতে সন্ধি।

জয়সিংহ। আজমীর হইলে স্বপক্ষ,
আছিল ভরসা রণে।
সন্ধি-সংস্থাপনে—অর্থদানে
মেটে যদি বাদ-বিসম্বাদ,
আপত্তির না দেখি কারণ।
আর সন্ধি-পত্রে অসম্মত সুলতান যদি,
যথাশক্তি করিব সমর।

ব্রহ্মদেব। উচিত—উচিত মন্ত্রণা তব।
কে আছ! পাঠান-দূত।
অর্থবলে শান্ত যদি হ'ন সুলতান,
অকারণ দ্বন্দ্ব কেন?
বিশেষতঃ প্রবল অরাতি—

(এব্রাহেমের প্রবেশ)

নন্দরায়। মম মতে—

ব্রহ্মদেব। স্থির হও কলিঞ্জর-পতি।
শোন দূত!
ধনরত্ন—আশাতীত—উপহাররূপে
অর্পিতে প্রস্তুত যদি হিন্দুরাজগণ,
সম্মত কি হ'বেন সুলতান,
ত্যজিতে এ সমর-বাসনা?

এব্রাহেম। মহারাজ! দূত মাত্র আমি।
যেবা হ'বে রাজ-অনুমতি,
নিবেদিব সুলতানে।

নন্দরায়। কিন্তু নরনাথ,
কাপুরুষোচিত এই সন্ধির প্রস্তাবে,—
সাধ ক'রে এই অপমান-ভার,
পাঠানের করে ভিক্ষা ক'রে করিতে বহন,
অসম্মত নন্দরায়।
সংগ্রাম—সংগ্রাম,

দেব-দ্রোহী দেশ-বৈরী যে মামুদ,
কিসের মিত্রতা তার সনে ?
কাল-ভুজঙ্গের সনে সখ্যতা-বন্ধন ?

কুমার। মহারাজ! অর্থদানে ফিরালে পাঠানে,
সভ্রূভঙ্গে কহিবে ভারত—
"কাপুরুষ হিন্দুরাজা সবে।"
বিন্দুমাত্র ক্ষত্রিয়-শোণিত
প্রবাহিত ধমনীতে যার,
হেন ভীরুতার চেয়ে মঙ্গল মরণ তার।

ধীরসিংহ। একাদশবার মামুদ-বিক্রম
পরীক্ষিত সমগ্র ভারতে—
একাদশবার হিন্দুসেনা
ছত্রভঙ্গ পাঠান-বিক্রমে।
এ নহে সম্ভব—
হীনবল ক্ষত্রিয়-বাহিনী
পরাজিবে সে দুর্ম্মদ অরি।
বাতুল যে জন,
সাধ ক'রে অগ্নিমাঝে সেই দেয় ঝাঁপ;
হিতাহিত-জ্ঞান-শক্তি নিহিত হৃদয়ে যার,
পরিণাম সেই অগ্রে দেখে;
তাই কহি সন্ধি-কথা।

নন্দরায়। অনুচিত হেন কথা।

কুমার। এতো আত্ম-সমর্পণ মাত্র!

ব্রহ্মদেব। মহারাজ জয়সিংহ! অভিমত কিবা তব?

ধীরসিংহ। কঠিন সমস্যা রাজগণ।
এক পক্ষে লক্ষাধিক উন্মত্ত পাঠান—
যমজয়ী সুলতান মামুদ নেতা,
অন্য পক্ষে—
মুষ্টিমেয়—অশিক্ষিত—দুর্ব্বল হিন্দু।

(যমুনা ও রুদ্রদেবের প্রবেশ)

যমুনা। কে বলে দুর্ব্বল হিন্দু?
রামচন্দ্র, ভরত, লক্ষ্মণ,
কৃষ্ণার্জ্জুন, ভীম, দুর্য্যোধন,
অবতীর্ণ যে পবিত্র কুলে,
কে বলে দুর্ব্বল তারে?
হীন-বীর্য্য নহে হিন্দুসেনা!
যে দৃঢ়তা—একাগ্রতা —একতা-বন্ধন
পাঠানের উন্নতি-সোপান,
ক্ষত্রমাঝে একান্ত অভাব তার,
তাই আজ সুলতান মামুদ
ঐশ্বর্য্য-শিখরে অধিষ্ঠিত,
আর নতশিরে ক্ষত্রিয়-সমাজ
প্রসাদ-ভিখারী তার।

ব্রহ্মদেব। একি মূর্ত্তি বিশ্ব-বিজয়িনী!
ছদ্মবেশে মহামায়া এ'ল কি ধরায়!

যমুনা। পরস্পর দ্বন্দ্বে মত্ত হিন্দুরাজগণ,
সহোদর রাজ্যেশ্বরে করিতে ভিখারী—
অম্লানবদনে বিধর্ম্মীরে করে আলিঙ্গন।
স্বর্ণ-প্রসূ আর্য্যাবর্ত্তভূমি
একাদশবার ছিন্নভিন্ন তুর্ক-আক্রমণে,
তস্কর যবন—স্বর্ণাকর করিয়া লুণ্ঠন
সুসজ্জিত করে নিজপুরী,
আর নির্লজ্জ ক্ষত্রিয় যত
নির্লিপ্তনয়নে চেয়ে দেখে—
শ্মশান এ সোণার গুর্জ্জর।

নন্দরায়। কে এলি মা!
জাগাইতে লুপ্তশক্তি দুর্ব্বল হৃদয়ে—
নির্ব্বাপিত সুপ্ত চিত্তে
সঞ্চারিতে আশার আলোক—
বল-হারা নিষ্প্রভ-নয়নে
ফিরাইতে পূর্ব্বতীব্রজ্যোতিঃ—কে তুমি মা?
এ নিবিড় অন্ধকার অদৃষ্ট-গগন,
উজলিতে শক্তি-দাত্রীরূপে—
এতদিনে এলি কি পাষাণী!

জয়সিংহ। কে তুমি জননী?

যমুনা। কে জননী? হিন্দুনারী জননী তোমার।
অনাথিনী বিধবা রমণী কাঁদে,
পুত্রহারা জননীর দীর্ণকণ্ঠে
দিক-ব্যাপী আর্ত্ত শোকোচ্ছ্বাস—
ওই শোন চতুর্দ্দিকে মহারাজ!
কেঁদে কেঁদে বুক ভেঙ্গে গেছে,
উষ্ণশ্বাস গগন শুনেছে,
কিন্তু, নির্ম্মম সন্তান বিমুখ মায়ের প্রতি।
সুসন্তান সবে বর্ত্তমান,
ছিন্নবাসপরিধানা আকুল নয়না,
অভাগিনী হিন্দুরমণীর ব্যথা
মামুদের বক্ষ-রক্তে কর নির্ব্বাপিত।

ধীরসিংহ। প্রলাপ বচন!
কোথা হ'তে এ'ল ভিখারিণী।

যমুনা। সত্য ভিখারিণী।
দেবতার তরে আজ ভিখারিণী।
কিন্তু এই ভিখারিণী—
কাল ছিল আজমীর-মহারাণী।

ধীরসিংহ। সেকি! অসম্ভব!

নন্দরায়। আজমীর-মহারাণী!

ব্রহ্মদেব। তুমি মা আজমীর-লক্ষ্মী!

যমুনা। মহারাজ! হতভাগ্য আজমীর।

নহে মহারাণী আমি,
ভিক্ষাতরে এসেছি গুর্জ্জরে !
ওই দেখ কুমার আমার—
দীনহীন ভিখারীর মত
অতিথি তোমার পুরে।
অনাহুত আজমীর-যুবরাজ
আজি অভ্যাগত তোমার দুয়ারে ;
প্রত্যাখ্যান ক'বনা ধীমান।
রাজচক্রবর্ত্তিগণ ! ব্রাহ্মণের রাখ ধর্ম্ম,
ক্ষত্রিয়ের কর মুখোজ্জ্বল,
ভিখারিণী এই ভিক্ষা চায়।

(ইন্দুমুখীর প্রবেশ)

ইন্দু। পিতা ! আজীবন আদরে পালিতা
একমাত্র দুহিতা তোমার,
আজি চরণ ধরিয়া সাধে ;
রাখ এই জননীর মান,
রাখ পিতা ভারতের মান,
রণক্ষেত্রে হ'য়ে আগুয়ান
দূর ক'রে দাও সেই পাঠান-দস্যুরে।

নন্দরায়। যুদ্ধ—যুদ্ধ—
কেহ যদি না হয় সহায়—
একেশ্বর যাব রণে।

জয়সিংহ। মহারাণী! মামুদেরে ভেটিব সংগ্রামে।

ব্রহ্মদেব। জয় সোমনাথ।

স্থির এ মীমাংসা—যুদ্ধ।

রুদ্রদেব। মহারাজ! বীরনারী নন্দিনী তোমার।

ব্রাহ্মণের লহ কৃতজ্ঞতা ;

কায়মনে করি আশীর্ব্বাদ

অমঙ্গল স্পর্শিবেনা তব পুরে।

এব্রাহেম। (স্বগতঃ) অপরূপ নেহার নয়ন।

শতচন্দ্রসমদ্যুতি সুন্দর বদন,

মৃগআঁখিবিনিন্দিত আকর্ণ নয়ন,

শারদ কৌমুদী বিমলিন বরণ প্রভায়।

বুঝি সুনিপুণ চিত্রকর কেহ—

শত নিশি অনিদ্রায় করিয়া কল্পনা,

ব্যর্থ-শ্রম চিত্রিতে এ বিমোহিনী ছবি।

অপূর্ব্ব সুন্দরী!

ধীরসিংহ। (স্বগতঃ) এত চেষ্টা—এত পরিশ্রম

সকলই বিফল হ'ল।

ভাল—দেখা যাবে ;

প্রকৃত যে হ'বে বীর,

এ কাল সমরে সুনিশ্চয় মৃত্যু তার ;

শুধু অবশিষ্ট র'বে ধীরসিংহ

লভিতে ইন্দুর কর।

এব্রাহেম। তবে—যুদ্ধই কি স্থির মহারাজ ?

যমুনা। বাপ! তুমি যদি হ'তে হিন্দু,
কোন্ পথ করিতে গ্রহণ ?

এব্রাহেম। স্বধর্ম্ম-রক্ষণতরে—
বিনা তর্কে রণসাজে হ'তেম সজ্জিত।
প্রাণ যদি যে'ত
খোদার চরণ তলে পেতেম আশ্রয়।
মহারাণি! সেলাম।

[প্রস্থান।

রুদ্রদেব। শোন ধীরসিংহ—তুমি কোন পথে যাবে ?

ধীরসিংহ। আমি ? আমিও করিব যুদ্ধ।

রুদ্রদেব। উত্তম।

—:o:—

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

পাঠান-শিবির-সম্মুখস্থ পথ।

পাঠান-বেশী বীরচাঁদ।

বীরচাঁদ। বাপ মা নাম রাখলেন বীরচাঁদ। কিন্তু স্বনামঃ পুরুষোধন্য। তাই সেটা বদ্‌লে ক'রে নোওয়া গেল—"আফ্‌তার রহমৎউল্লা।" কি বিটকেল বাবা! যা হো'ক—ভোলটা ফিরিয়েছি মন্দ নয়। ইয়া দাড়ী—ইয়া গোফ্—ইয়া চেহারা। সুলতানেব শিবিরে মহারাজ তো ঘন ঘন যাতায়াত করতে লাগ্‌লেন, আমিও সেই তক্কে ফন্দি ক'রে এক পাঠানের সঙ্গে দোস্তি ক'রে ফেল্‌লুম। তারপর মেয়েমানুষের লোভ দেখিয়ে বোকাটাকে বনের মধ্যে না এনে ঝপাত ক'বে এক কোপ্ আর একদম্ কপাত্ ক'বে দোফাঁক্। মিঞা ভেবেছিলেন যে আলিঙ্গন দেবেন কোন সুন্দরী কিন্তু পরিবর্ত্তে পেলেন তরবারী। যাক্—ভদ্রলোক তো বিশেষ কোন আপত্তি জানালেন না। "মৌনং সম্মতি লক্ষণং"। দিব্যি চোদ্দপো হ'য়ে প্রেম-শয্যায় তো শয়ন করুন, আমিও তাঁর বস্ত্রহরণ ক'রে রহমৎউল্লা সেজে সটান দলে ভিড়ে গেলুম। বীরচাঁদের এই প্রথম বীরত্ব। এখন ধরা না পড়ি বাবা! নাঃ—প্রথম চোট্‌টা যখন সামলেছে, তখন ফাঁড়া কেটে গেছে—এখন নিস্পরোয়া। কুমারও পাঠানের সঙ্গে লড়্‌তে এসে-ছেন, আর শ্রীমান্ বীরচাঁদও এসেছেন। তবে তাঁব হ'ল তীক্ষ্ণ অস্ত্রবল, আর আমার প্রচুর বুদ্ধিবল। দেখি বাবা—ধারে কাটে কি ভারে কাটে!

(এব্রাহেমের প্রবেশ)

এব্রাহেম। অপূর্ব্ব সুন্দর মূর্ত্তি!
রূপ-মোহে বিমুগ্ধ অন্তর।
সেই স্নিগ্ধ প্রশান্ত বদন,
কাল দুটী সুনির্ম্মল নয়নের তারা,
আরক্তিম প্রফুল্ল অধর,
শয়নে স্বপনে হৃদি-পটে উদ্ভাসিত মম।
একি খেলা দয়াময়!
যে দুরাশা এ জীবনে হবে না পূরণ,
তা'র তরে কেন আকিঞ্চন!
কিন্তু লুব্ধ মন মানা নাহি মানে।
শত-বীণাবিনিন্দিত স্বর-স্রোত তার
নিশিদিন প্রবাহিত শ্রবণ-বিবরে।
কাফের-নন্দিনী সর্ব্বনাশ কবিল আমার।

বীরচাঁদ। ব্যাপারখানা কি! ভায়াতো একদম্ লোপাট্। সোমনাথ লুণ্ঠন করতে এসে প্রাণনাথের বড় বিপত্তি দেখ্ছি। এখন এই কাফের-নন্দিনীটি কে? সেত' কেওকেটা নয়? এই দুর্ম্মুখ জোয়ান পাঠান, এও কাত্? কাফেরের ফেরে পড়ে মিঞাসাহেব এখন ভোঁ ভোঁ পিরীত-চর্কি ঘুরচেন।

এব্রাহেম। ভিন্নধর্ম্মাশ্রিতা রাজবালা—
অসম্ভব দোঁহার মিলন।
রূপমুগ্ধ মন!

যেচে কেন পর এ বন্ধন,
আজীবন—
ছিছি ! অনুচিত চিন্তার প্রশ্রয়।

বীরচাঁদ। বাবা,পিরীতের কামড় যেন কচ্ছপের কামড়,একবার ধর্‌লে আর ছাড়ান নেই। কিন্তু এতক্ষণে এর জড় ধরা পড়ল। ছিল কাফের নন্দিনী, তার পর রাজবালা। হয়েছে—কর্ত্তা মুলুক সন্ধান জান্‌তে গুর্জ্জর-রাজ-সভায় দূত সেজে গেছ্‌লেন—বোধ হয় উঁকিটা ঝুঁকিটা মেরে রাজকুমারীকে দেখে গিন্নি কর্‌বার সখ্‌ হ'য়েছে। খাঁসাহেব সৌখীন বটেন। ও বাবা ! ওই বড় কর্ত্তা আস্‌ছেন, এখন তবে বীরচাঁদের—থুড়ি—রহমতউল্লার অন্তরালে অবস্থান।

[প্রস্থান।

(মামুদের প্রবেশ)

মামুদ। নিরুৎসাহ কেন এব্রাহেম ?
আসন্ন সংগ্রাম পরীক্ষার কাল,
তাই কি দুর্ব্বল চিত্ত পাঠান-যুবক ?
ভেবেছ কি তৃণের বন্ধনে,
নিবারিবে উন্মত্ত বারণ ?
একাদশবার হিন্দুস্থানে
ইস্‌লাম-গৌরব করিয়াছি প্রবর্ত্তিত,—
একাদশবার রণস্থলে নির্লজ্জ কাফের
শিকারের মৃগসম পলায়নপর,—
দ্বাদশ নহেক ভার।

এব্রাহেম। সুলতান! রণরঙ্গে উন্মত্ত পাঠান
হাসিমুখে প্রবেশে আহবে।
সম্মুখ সংগ্রামে বিসর্জ্জন দিতে এ জীবন
বিমুখ নহেত আফ্‌গান!
মামুদ-বিরোধী হিন্দুসেনা
কতক্ষণ যুঝিবে সংগ্রামে?
পূর্ণ জ্যোতিঃ প্রদীপ্ত তপন
কতক্ষণ ঘেরিবে আঁধার?
শরতের স্বচ্ছ মেঘ নিমেষে মিলায়ে যাবে,
দীপ্ত রবি ত্বরা দেবে দেখা।

মামুদ। হ্রদ-তটে সুসজ্জিত হেরি মম সেনা,
কাফের করেছে স্থির,—
কাল প্রাতে সেই পার্শ্ব হ'বে আক্রমিত,
তাই চতুরঙ্গে হিন্দুসেনা স্থাপিত উত্তরে।
কিন্তু দক্ষিণ আমার লক্ষ্য।
গভীর নিস্তব্ধ রাত্রে—
আঁধারের আবরণে লুকাইয়া কায়,—
যাও তুমি অর্দ্ধলক্ষ সেনা লয়ে।
অরক্ষিত দক্ষিণ-বিভাগ,
অকস্মাৎ আক্রমণে ছত্রভঙ্গ হবে হিন্দুসেনা।

এব্রাহেম। যথা আজ্ঞা সুলতান।

[প্রস্থান।

মামুদ। মৃত্তিকা গঠিত মূর্ত্তি
নানাবর্ণে করি সুরঞ্জিত,
মূর্খান্ধ কাফের দেবত্ব আরোপে তায়।
এই পৌত্তলিক ধর্ম্ম প্রচলিত সমগ্র ভারতে ;
এই ধর্ম্ম নাশ তরে মম আগমন—
এই ধর্ম্ম রক্ষা তরে কাফেরের পণ—
দেখি—ধর্ম্ম-যুদ্ধে কে জিনে কে হারে!

[প্রস্থান।

বীরচাঁদ। যাক্—ধর্ম্ম-ব্যাথার তো চূড়ান্ত শোনা গেল, কিন্তু এখন যে মহাবিভ্রাটে ফেল্‌লে। হিন্দুরা জানে যে উত্তর দিক থেকে শ্রীশ্রীমহা-প্রভুর আবির্ভাব হ'বে, তাই সেদিকে যথাসাধ্য চিনির নৈবিদ্দি খাড়া করে রেখেছে। কিন্তু এই যে দেবতার মতি পরিবর্ত্তন হ'ল— কর্ত্তা যে দক্ষিণ-দোরে যাচ্চেন, এটা তো তারা জান্‌তে পারলে না! রৌশনচৌকির বাজনা বাজিয়ে হটাৎ গিয়ে সে দোরে হাজির হ'লে বেচারারা ভেবা-চাকা মেরে যাবে। গজনীর সুলতান যাচ্চেন, একি যে সে? তাঁর উপযুক্ত খাতির হওয়াতো চাই। আরে মোল—এ ব্যাটারা আবার এসে উপস্থিত হ'ল যে! গা ঢাকা দিই।

(পাঠানদ্বয়ের প্রবেশ)

১ম পাঠান। কে হ্যা—ঝোপের ধারে ঘাপ্‌টি মেরে! তুমি কে হে?

বীরচাঁদ। আমি হে—সেখ রহমতউল্লা নিজে।

২য় পাঠান। আরে কেও রহমত! তুমি এখানে কি কর্‌ছ?

বীরচাঁদ। এই ভাই কাল লড়াই জিতে টাকা-কড়ি লুট ক'রব কিনা—তাই বিবির জন্যে কি কি গহনা গড়াতে দো'ব, নিরিবিলি তারই একটা ফর্দ্দ কর্‌ছিলুম। এই ধরনা কেন—গলায় কাঁকড়া বিছে এক—

১ম পাঠান। সে আবার কি গয়না হে?

বীরচাঁদ। আছে বাবা নতুন আমদানি। তারপর হ'লগে শ্রীচরণে নথ,—দুই—

২য় পাঠান। আরে ছেড়ে দাও ভাই ও সব কথা। ওতে মনটা বড় খারাপ ক'রে দেয়।

বীরচাঁদ। কেমন! করেনা দাদা?

২য় পাঠান। আর ভাই মন খারাপ হ'লেই বা কি কর্‌ছি! দেখা তো হ'বার যো নেই। আহা—আমার আসবার সময় কি কান্নারে দাদা, সে যদি দেখ্‌তে—

বীরচাঁদ। আহা—ডাকৃতে হয়।

২য় পাঠান। চোখের জলে দরিয়া হ'য়ে গেল।

১ম পাঠান। দেখ—এই কাফের ব্যাটাদের ওপর আমার এমনি রাগ হচ্চে! এদের জন্যেই তো এত গোল। নইলে মরুভূমির বালি ঠেলে এই বদগৎ জায়গায় কে আস্‌তো বাবা!

বীরচাঁদ। তা বইকি! আমাদের দেশ মেওয়ার আড়ত। আঙুর খাও, বেদানা খাও, খোবানি খাও, ওর নাম কি—হ্যাঁ তাই খাও, দু'দিনে শরীর তাজা হ'য়ে যাবে—আর এখানে খালি চালছোলা আর ভুট্টা।

২য় পাঠান। আরে কি সব বাজে মেওয়ার কথা বল্‌ছ? আসলের কথা কও দাদা। আহা—কি মুখখানি! হা আল্লা!

গীত।

বিরহিণী বঁধু আমার বাঁধেনাক চুল।
বুঝি পথের পাশে দাঁড়িয়ে আছে—নয়ন আকুল॥
আমি কত ক'রে বুঝিয়ে তারে এসেছি হেথায়,
সে যে নয়ন-জলে ভাসিয়ে গলা দিয়েছে বিদায়,
আবার ঘরে ফিরে দেখ্‌বো তারে যেন ফোটাফুল॥

বীরচাঁদ। বহুত আচ্ছা দাদা।

১ম পাঠান। কই হে রহমত, তোমার কাশ্মিরী ভাঙ্‌ আজ চল্‌বে না?

২য় পাঠান। না ভাই, কাল ভোরে লড়াই—শেষে কি ভাঙ্‌ খেয়ে কাত্‌ হ'য়ে থাক্‌বো!

বীরচাঁদ। আরে খোদা-খোদা-খোদা। কাফের আবার করবে লড়াই! তারা তো চড়াই—খালি মুখেই বড়াই—এক চড়ে হ'য়ে যাবে ফুটকড়াই।

১ম পাঠান। হাঁ-হাঁ চল। কাল সে যা হয় হ'বে, আজ তো মৌজ করা যাক্‌।

২য় পাঠান। আমি ভাব্‌ছি—

বীরচাঁদ। আবার ভাবনা কেন চাঁদ? ভেবে ভেবে কি সোণার অঙ্গ কালি কর্‌বে? যাও, আরও জনকতককে নিয়ে এস। বাবা, ভাঙ্‌ তৈরী কর্‌তে এই রহমতের এমন কেরামত্‌ যে দিল মেরামত্‌ হ'য়ে যাবে।

[পাঠানদ্বয়ের প্রস্থান।

ধুত্‌রোর বিচি মিশিয়ে এমন দোব ঠুসিয়ে যে কাল আর বাছাধনদের চক্ষু খুলতে হ'বে না। [প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

সোমনাথ মন্দির।

যমুনা ও ইন্দুমুখী।

গীত।

আশ্রিত-জন-পালন !
অভয় চরণে শরণ
দিওহে অনাথে অনাথ-ত্রাণ বিপদ-ভয়-বারণ।
হিন্দুমর্ম্ম করিতে চূর্ণ,
আগত শত্রু দম্ভপূর্ণ,
দীর্ণ ভারত জীর্ণ-শীর্ণ শতধারে বহে নয়ন।
সিক্ত চক্ষে ভীত বক্ষে আশাবারি কর সিঞ্চন ;—
হ'য়োনা কঠিন ভকত-প্রাণ সৃজন-লয়-কারণ॥

যমুনা। অনাথের সখা বিশ্বনাথ !
কি এত হয়েছে ত্রুটী কমল-চরণে—
মর্ম্মে দাও নিদারুণ ব্যথা !
ইষ্টদেব !
কোন অপরাধে বিমুখ আশ্রিত জনে ?
ধর্ম্মাশ্রয়ী একান্ত নিরীহ হিন্দু ;
দেবসেবা তরে জীবন করিতে সমর্পণ—
কাতর নহেত তা'রা !
কেন তবে প্রকাশ বিরূপ ছবি ?

সৌম্য শান্ত দেব-অবয়ব
স্পর্শে আসি দুর্ম্মদ যবন,
ভয়-নিবারণ !
সভয়ে অভয় কর দান—
তুমি বিনা কে আছে হিন্দুর আর ?
দুর্ব্বলের ধর্ম্মনাশ—
প্রবলেব নিষ্ঠুর পীড়ন—
ব্যথিতের মর্ম্মভরা আর্ত্ত দীর্ঘশ্বাস—
ভারতের প্রতিগৃহে নিত্য বিরাজিত।
বিশ্বরাজ্য অরাজক নহেত তোমার !
মেলি' প্রভু কমল-নয়ন
হিন্দুপ্রাণ কর নিরীক্ষণ ;—
দু'নয়নে বহে দশধারা,
শূন্যপ্রায় ধরা—
জ্ঞান-হারা ধর্ম্মনাশ ভয়ে।

(কুমারসিংহ ও রুদ্রদেবের প্রবেশ)

কুমার। মাতা ! পেয়েছি সংবাদ—
কালি প্রাতে সুলতান মামুদ
আক্রমিবে উত্তর-প্রাচীর ;
সুসজ্জিত ক্ষত্রিয়-বাহিনী।
দলে দলে রাজপুত-যুবা
অগ্রসর রক্ষিতে প্রাচীর।

জ্বলন্ত উৎসাহ-দীপ্তি পরিস্ফুট সবার বদনে,
জ্ঞান হয়—প্রাণ বর্ত্তমানে
ত্যজিবেনা রণস্থল কেহ।
কর আশীর্ব্বাদ মাতা—
হিন্দুবীর্য্য দেখিবে সুলতান,
মরণের সনে রহিবে জাগ্রত যাহা।

রুদ্রদেব। মহারাণী!
সমর-কৌশলে অদ্বিতীয় কুমার তোমার।
অপূর্ব্ব রচেছে ব্যূহ চতুরঙ্গ দলে।
সার্থক নন্দন,
আদর্শ এ দেব-প্রীতি দুর্লভ জগতে।

কুমার। ধর্ম্ম যদি গেল কি আর রহিল প্রভু?
ধর্ম্মতরে ছার প্রাণ দিয়ে বিসর্জ্জন
লভিব অতুল কীর্ত্তি নশ্বর ধরায়,—
ত্রিলোকে অক্ষয় স্বর্গ।

রুদ্রদেব। এই দৃঢ়পণ—ধর্ম্মতরে আত্ম-বলিদান
করে প্রতিধ্বনি যদি প্রতি হিন্দুবুকে,
কোথা তার পাঠান-বিজয়?

ইন্দু। শুনি মাতা—চতুর্গুণ মামুদ-বাহিনী।

যমুনা। এল গেল কিবা তায়?
ধর্ম্ম বলে বলীয়ান মুষ্টিমেয় সেনা,
কায়মনে ধর্ম্ম অনুসরি'—

প্রাণ-বিসর্জ্জন কল্পে
রণে যদি হয় অগ্রসর,
যবন-সাগর গোষ্পদ-সলীল তবে।
আর যদি চতুর্লক্ষ অর্থলুব্ধ সেনা,
রণস্থলে নাম মাত্র রহে উপস্থিত,—
জয় আশা মরীচিকা।

রুদ্রদেব। মাতা!
গুরুতর কার্য্যভার আছে বর্ত্তমান।
আজি সারানিশি সোমনাথে করিতে অর্চ্চনা,
র'ব আমি দেব-সন্নিধানে।
চন্দন-দুয়ারে বিলম্বিত ওই ঘৃত-দীপ
শক্তি-মন্ত্রে করি সমাহুত,
দেবস্থানে মহাশক্তি করিব কামনা।
কনক উদয়াচলে দৃশ্যমান রবিকর যবে,
তদবধি—
প্রজ্জলিত রহে যদি এ স্বর্ণ-প্রদীপ,
রণজয় অব্যর্থ-লিখন।
কিন্তু গ্রহবশে—
দীপ নির্ব্বাপিত যদি যামিনী-আঁধারে,
দেব-রোষে অনিবার্য্য পরাজয়।
তাই যাচি কুমারে তোমার,
একক প্রহরী র'বে মন্দির-দুয়ারে।

যমুনা। দেবকার্য্যে নিয়োজিত পুত্রের জীবন।
যেবা অভিরুচি—
অম্লানবদনে সাধিবে কিঙ্কর তব।

কুমার। প্রভু! দেব-দ্বারে হইব দুয়ারী,
এ সম্মান আশার অতীত মম।

ইন্দু। কিন্তু মাতা,
এই নিশি জাগরণে অবসন্ন তনু,
রণশ্রমপটু হ'বে কি প্রভাতে কাল?

কুমার। দেবি! সিংহ-শিশু মত্ত যবে মাতঙ্গ সমরে,
কণ্টকের ঘাতে নহেত চঞ্চল কভু!
দেব-অনুকম্পা যদি থাকে এ ললাটে,
দ্বিগুণ বাড়িবে বল রণস্থলে কাল।

যমুনা। বীরবালা তুমি—এ আশঙ্কা অকারণ তব।
যাও পুরীমাঝে,
অপেক্ষায় রয়েছেন মহারাজ।

ইন্দু। প্রসাদী এ বিল্বপত্র ধর যুবরাজ,
দেব-বরে রণজয়ী হ'য়ো কাল।
প্রণাম চরণে দেব।

[ইন্দুমুখীর প্রস্থান।

রুদ্রদেব। নিশা আগমনে পূজারত র'ব এ মন্দিরে,
সাবধান হে কুমার,
অর্চ্চনার ব্যাঘাত না ঘটে। [রুদ্রদেবের প্রস্থান।

কুমার। মাতা! চরণ প্রসাদে তব,
কৃতকার্য্য হই যেন মন্দির-রক্ষায়,—
এই আশীর্ব্বাদ কর দাসে।

(বীরচাঁদের প্রবেশ)

বীরচাঁদ। এই যে কুমার! পেয়েছি। জয় সোমনাথ!

যমুনা। একে! বীরচাঁদ!

কুমার। বীরচাঁদ! তুমি কোথা থেকে?

বীরচাঁদ। পাঠান-শিবির থেকে আস্‌ছি।

যমুনা। সেকি! তুমি পাঠান-শিবিরে কেন?

বীরচাঁদ। পাঠান-শিবিরে কেন? পাঠানের সর্ব্বনাশ কর্‌বার জন্য। মা! মনে পড়ে—যে দিন আমায় আততায়ী মামুদ বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতে ইঙ্গিত করেন! সে দিন মায়ের রণরঙ্গিণী মূর্ত্তি দেখে মনে হ'ল, লুপ্তপ্রায় সনাতন ধর্ম্মের পুনরুদ্ধারের জন্য মা ভবানী বুঝি কৈলাস পর্ব্বত হ'তে অবতীর্ণা। সে মূর্ত্তি—সে আকাশ-বাণী—এ সন্তানের যে মর্ম্মে মর্ম্মে বিঁধে রয়েছে মা! সেই মুহূর্ত্তেই আমার অন্ধ চোখের দৃষ্টি খুলে গেল। নতুন চোখে নতুন অবস্থা দেখলুম। দেখলুম—যে পবিত্র তীর্থ-মন্দিরে সনাতন দেব-বিগ্রহ বিচূর্ণিত—লক্ষ্মী-স্বরূপিণী হিন্দু-রমণীরা পথের কাঙালিনী—অন্নপূর্ণা আজ অন্নহীনা। সেই দিনই ছদ্মবেশে পাঠান-শিবিরে প্রবেশ করলুম। মা! ব্রাহ্মণ-সন্তানের পবিত্র দেহ আজ পাঠান-সংস্পর্শে কলুষিত। ব্রাহ্মণের গৌরব স্কন্ধের উপবীত পাষণ্ড আমি—এখন তা কটিদেশে লুক্কায়িত।

যমুনা। ছিছি! বীরচাঁদ, কেন এ কাজ কর্‌লে?

বীরচাঁদ। কেন করলুম? বোঝাচ্ছি। কুমার! জান কি মহা-বিপদ উপস্থিত! পাঠান কাল প্রাতে উত্তর-পার্শ্ব আক্রমণ করবে রটিয়েছিল, তাই উত্তর-প্রাচীর সতর্ক হিন্দুসেনা দ্বারা সুরক্ষিত করেছ, কিন্তু সেটা প্রলোভন মাত্র। আজ রাত্রের অন্ধকারে অসংখ্য পাঠান বনের ভেতর দিয়ে দক্ষিণ-পার্শ্বে যাবে। কাল প্রাতে সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তারা দক্ষিণ-প্রাচীর আক্রমণ করবে। তারা জানে সে পার্শ্ব সম্পূর্ণ অরক্ষিত—সহসা আক্রমণে হিন্দুসেনা ছত্রভঙ্গ হ'য়ে পড়বে।

যমুনা। কি সর্ব্বনাশ! এ সংবাদ না পেলে কাল তো বিনা-যুদ্ধেই পরাজয় হ'ত। সোমনাথ! তুমিই নিস্তার-কর্ত্তা।

কুমার। বীরচাঁদ! কাল যদি পাঠান-যুদ্ধে জয়ী হই, তবে—জগদীশ্বর জানেন—সে তোমার জন্য। সোমনাথ রক্ষার্থ যদি কেউ আত্মত্যাগে সফলতা লাভ করতে পারে, তবে সে তুমি। ভাই—ভাই—কি ভুল থেকেই বাঁচালে!

বীরচাঁদ। কুমার! আর সময় নেই—এখনি ফিরতে হবে—চললুম। (ফিরিয়া) মা, ভুলে গিয়েছিলুম, একটু পায়ের ধূলো—না, তা নে'বার অধিকার নেই—আমি ব্রাহ্মণ। কিসের ব্রাহ্মণ? ম্লেচ্ছের অন্নে যে পরিপুষ্ট,—বিধর্ম্মীর সংসর্গে যার বাস, সে আবার ব্রাহ্মণ কোথায়? হারিয়েছি—প্রতিহিংসার জন্য ব্রাহ্মণত্ব হারিয়েছি। বুঝি আমার আগমনে এ দেবস্থানও কলঙ্কিত। কিন্তু মা, তবু আমি তোর সন্তান। সন্তানকে এই আশীর্ব্বাদ কর—যেন এই যুগব্যাপী অত্যাচারের প্রতিশোধ নিতে পারি। সোমনাথ যায় যাক্, কিন্তু সুলতানকে দেখ্‌বো।

[বীরচাঁদের প্রস্থান।

যমুনা। আশ্চর্য্য! সোমনাথ, এ তোমারই কৃপা। নইলে কাল কি অনর্থই না ঘট্‌তো!

কুমার। বীরচাঁদ! অজ্ঞানে পদস্খলিত হ'য়ে আমরা অন্ধকারময় গহ্বরে চিরদিনের জন্য ডুবে যাচ্ছিলেম, তোমারই আলোকে পথ দেখ্‌তে পেলেম। কিন্তু তবু যদি উত্তীর্ণ হ'তে না পারি, তা হলে বুঝ্‌বো যে হিন্দুর ভাগ্য নিতান্তই প্রতিকূল। মা! আব এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব করতে পারি না। সৈন্যশ্রেণী পরিবর্ত্তিত ক'রে সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেই দক্ষিণ-প্রাচীর সুরক্ষিত করতে হ'বে। বিদায়—

যমুনা। বীরচাঁদের কথা গোপন ক'রো। আর রাত্রে পূজার যেন বিঘ্ন না ঘটে।

[কুমারের প্রস্থান।

সোমনাথ! আমার স্নেহের বন্ধন—নয়নের মণি তোমার চরণে অর্পণ করেছি; কিন্তু মার প্রাণ তবু কাতব হচ্ছে,—চোক ফেটে জল বেরুতে চাইছে, আমি প্রাণপণ বলে চেপে রেখেছি। দেখো প্রভু, সন্তান-হারা যেন—

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

মন্দিব-প্রাঙ্গণ।

কুমারীগণ।

গীত।

ধর্ম্ম তরে যে স'পিবে প্রাণ,
দেবতার তরে করিবে দান,
জীবন, গর্ব্ব, ত্যাগ, অভিমান,
সেই ত সন্তান জননীর।

মরম-দগ্ধ হিন্দু-বক্ষ,
নিভাতে বেদনা যাহার লক্ষ্য,
করগত তার পরম মোক্ষ,
পিয়েছে সত্য মাতৃ-ক্ষীর॥

সম কৃতান্ত আসিছে যবন,
দর্প তাহারই করিতে দমন,
দেবতার মান করিতে রক্ষণ,
ধরিবে পৃথ্বী যার রুধীর।

দীক্ষা তাহারই, শিক্ষা তাহারই,
ভক্তি তাহারই, মুক্তি তাহারই,
পুণ্য তাহারই, স্বর্গ তাহারই,
সেই তো ভারতে প্রকৃত বীর

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

সোমনাথের দক্ষিণ-প্রাচীর

ব্রহ্মদেব, জয়সিংহ ও নন্দরায়।

নন্দরায়। গতপ্রায় যামিনীর অন্ধকার,
কিন্তু কোথায় পাঠান ?
প্রতারিত নহেত কুমারসিংহ ?
বুঝিতে না পারি কেবা দিল গুপ্ত সমাচার
যদি অসত্য সংবাদ,
সর্ব্বনাশ উপস্থিত তবে।
অরক্ষিত উত্তর-প্রাচীর,
একমাত্র ধীরসিংহ তথা,—
করে আক্রমণ যদি সুলতান মামুদ,
ছারখার হবে সোমনাথ।

জয়সিংহ। উপায় করহ নির্দ্ধারণ,
পুনঃ কি ফিরিবে সবে উত্তর-প্রাচীরে ?

ব্রহ্মদেব। ঐ দেখ মহারাজ,
রবিকর-রেখা সমুদিত পূরব-গগনে,
ঐ দেখ বৃক্ষ-অন্তরালে
পাঠানের রৌপ্য শিরস্ত্রাণ—
ঝলসিত ভানুর কিরণে।
অসত্য নহেক সমাচার।

নন্দরায়। সত্য—ঐ তো পাঠান।
ক্ষত্রিয় যুবকগণ,
হও হে প্রস্তত সবে মরণের তরে।
হিন্দু ধর্ম্মে—হিন্দু মর্ম্মে,
করিবারে প্রচণ্ড আঘাত,
অগ্রসর দাম্ভিক যবন।
ভাই-বন্ধুগণ,
কোষমুক্ত করি প্রহরণ,
উল্কাবেগে পশ রণস্থলে,
দেখাও জগতে ভারত-বিক্রম আজ।

(কুমারসিংহের প্রবেশ)

কুমার। রাজগণ! মন্ত্রপূত স্বর্ণ-দীপ
এখনও রয়েছে প্রজ্বলিত,
দেব-আশীর্ব্বাদে অনিবার্য্য যুদ্ধ-জয়।

রাজগণ। জয় সোমনাথ।

জয়সিংহ। জ্ঞান হয়,
অগ্রসর পাঠান-বাহিনী;
যেন আক্রমণ তরে হতেছে প্রস্তত।

কুমার। এস অন্তরালে মহারাজ।
উপযুক্ত অবসরে,
নক্ষত্রের বেগে পশি অরাতি-মাঝারে,
ছিন্ন ভিন্ন করিব বাহিনী। [সকলের নীচে প্রস্থান।

(বীরচাঁদ ও পাঠানসৈন্যগণের প্রবেশ।)

বীরচাঁদ। ভাই সকল, এক কাট্টা হও। চেঁচিও না—হাল্লা কোর-না। এ পার্শ্বটা সম্পূর্ণ অরক্ষিত। হিন্দু বেটারা উত্তর-প্রাচীরে দল বেঁধে আছে। এই বেলা মই লাগিয়ে প্রাচীরে উঠে টপ্‌কে নীচে পড়ে দরজা খুলে দাও। যাও—যাও ভাই সব, ভয় কি—কেউ এদিকে নেই।

১ম সৈন্য। কিন্তু সেনাপতি না এলে—

বীরচাঁদ। আরে রেখে দাও—সেনাপতি না এলে। আমরা সব পাঠান-বীর, সেনাপতি আস্‌বার আগেই বীরত্ব দেখাব, তা হ'লে সুলতানের কাছে এনামের আশা আছে। আরও এক কথা—এইদিকে খালি পাণ্ডারা থাকে। দুধ ঘি খেয়ে বেটাদের সব ভুঁদো শরীর--গায়ে এক কড়ার বল নেই। এক এক বেটা ক্রোরপতি। সেনাপতি না আস্‌তে আস্‌তে যদি লুট কোরে, এক একজনে লাখো টাকার মালিক হ'তে পারি, মন্দ কি?

২য় সৈন্য। বল কি? আমি এখনি যাচ্ছি।

সৈন্যগণ। আমরাও যাব।

বীরচাঁদ। বিলোল খাঁ, গিয়েই দরজাটা খুলে দিও। তারপব আমরা সকলে ঢুকে আজ কাফেরের সোমনাথ জ্বালিয়ে দেব।

[কয়েকজন পাঠান-সৈন্যের মই দিয়া প্রাচীরাভ্যন্তরে গমন]

আর কি? ব্যাস—সোমনাথ ফতে। (দরজাব কাছে যাইয়া) খাঁ সাহেব! দরজাটা খুল্‌লে? খুল্‌ছে—খুল্‌ছে। হুঁসিয়ার আদ্‌মি কিনা—ধীরে সুস্থে কাজ করে।

১ম সৈন্য। ওরে কেউ যে বেরোয় না!

৪র্থ পাঠান। তাই ত! এ ব্যাপার কি?

বীরচাঁদ। দেখ্‌লে—বেইমানিটা দেখ্‌লে! নিজেরা গিয়েই লুটপাট সুরু করেছে। পাছে আমরা ভাগ নিই, তাই দরজা খুল্‌লে না। কি বেইমান! আচ্ছা বাবা—খোদা আছেন।

৪র্থ পাঠান। ওরে—সেনাপতি মহাশয় আস্‌ছেন।

বীরচাঁদ। চুপ্‌-চুপ্‌—কোন কথা বলিস্‌নি। খুব হুঁসিয়ার—আমি ঠিক বুঝিয়ে দিচ্চি।

(এব্রাহেম ও পাঠান সৈন্যগণের প্রবেশ)

এব্রাহেম। একি! আর সৈন্য সব কোথায়?

বীরচাঁদ। আজ্ঞে আস্‌ছে—তারা ঠিক আস্‌ছে, আপনি উদ্বিগ্ন হবেন না।

(তোরণ উন্মুক্ত করিয়া নন্দরায়, জয়সিংহ, কুমার ও হিন্দু সৈন্যগণের প্রবেশ)

হিন্দুগণ। জয় সোমনাথ।

এব্রাহেম। অসংখ্য কাফের সৈন্য! পাঠানগণ, সত্বর প্রস্তুত হও।

পাঠানগণ। আল্লা—আল্লা হো।

নন্দরায়। তস্কর পাঠান!
শৃগাল-কৌশলে—
বার বার জিনেছ সংগ্রাম,
কিন্তু আজ নয়।

কুমার। হিন্দুগণ! কর আক্রমণ;
দেব-কৃপা—অব্যর্থ বিজয় আজ!

হিন্দুগণ। জয় সোমনাথ।

(ইন্দুর প্রবেশ)

ইন্দু। সৈন্যগণ! রাজার নন্দিনী
আজ নতজানু সবার সম্মুখে।
ভিক্ষা-প্রার্থী—হিন্দুর গৌরব।
আজ যদি হয় পরাজয়,
জানিহ নিশ্চয়,—
কন্যা জননীর ধর্ম্ম হবে কলঙ্কিত,
পত্নী তব বিধর্ম্মীর সহচরী।
বীর অবতার জনে জনে,—
সোমনাথে স্মরি কায়মনে,
সিংহবলে প্রবেশ সংগ্রামে যদি,
কা'র সাধ্য নিবারে সে গতি?

হিন্দুগণ। জয় সোমনাথ।

এব্রাহেম। পাঠান সৈনিকগণ! করহ স্মরণ—
ধর্ম্মবীর মহম্মদের পবিত্র আদেশ।
দুনিয়ার সাব ধর্ম্ম ইস্‌লাম করিতে প্রচার—
যায় যদি নশ্বর জীবন,
খোদার কৃপায় লভিবে অক্ষয় স্বর্গ।
চূর্ণ কর কাফেরের প্রস্তর-বিগ্রহ,—
কলুষিত পৌত্তলিক ধর্ম্ম
লুপ্ত কর সমগ্র ভারতে।
শতবার পরীক্ষিত পাঠান-বিক্রম—

আল্লার দোহাই—
আর একবার দেখাও কাফেরে।

পাঠানগণ। আল্লা—আল্লা হো।

(যমুনার প্রবেশ)

যমুনা। সুপ্রসন্ন সোমনাথ—কি ভয় পাঠানে?
পুত্রগণ!
করহ স্মরণ পূর্ব্বপুরুষের জয়গাথা।
আর তো পাবেনা দিন,
ক্ষেত্র উপস্থিত,—
লুপ্ত বীর্য্য সিংহবলে করহ উদ্ধার।
সনাতন হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষিত তোমরা,
ধরণীর সেই ধর্ম্ম লুপ্তপ্রায় আজ,
দেবমূর্ত্তি যায়,—
কে আছ সন্তান হেথা,
হিন্দু-মনোব্যথা ঘুচাইতে অরাতি-শোণিতে,—
মুক্ত অসি ধর দৃঢ়করে,
বাম হস্তে চর্ম্ম-আবরণ,
বজ্রধর ইন্দ্র যথা প্রবেশ আহবে।

হিন্দুগণ। জয় সোমনাথ।

যমুনা। ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, ভীমার্জ্জুন
অলঙ্কৃত যেই হিন্দুমাঝে,
তাঁদের সন্তান,

মামুদের হ'বে ক্রীতদাস ?
নির্জ্জীব নহে ত হিন্দু!
একবার—একবার দেখাও বিক্রম,
জগত দেখেনি যাহা।
সুপ্ত ব্যাঘ্র একবার হউক জাগ্রত।
ধর্ম্ম'পরে শত অত্যাচার-ঋণ—
একদিনে কর পরিশোধ।

হিন্দুগণ। জয় মহারাণী।

(উভয় পক্ষেব যুদ্ধ)

বীরচাঁদ। (জনা) ভাই সব, আর না—পালাও—যে যার জান বাঁচাও।

[উভয় পক্ষের প্রস্থান।

যমুনা। ছত্রভঙ্গ পাঠান-বাহিনী।
জয় সোমনাথ !
হিন্দুবীরগণ!
সিংহতেজে কর আক্রমণ।

[যমুনা ও ইন্দুর প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

রণস্থলের অপর পার্শ্ব।

(পাঠান সৈন্যদ্বয়ের প্রবেশ)

১ম পাঠান। ইয়া আল্লা—আওরত কা কেয়া তেজ! আঁখোসে লহু গিরতা। ভাগো—ভাগো।

(বীরচাঁদের প্রবেশ)

বীরচাঁদ। আবে কাঁহা ভাগো? কাফের চড়াইসে লড়াই করো। ভাগতা কেঁও?

১ম পাঠান। নেহি ভাই—নেহি। জানতো একই ঠো হ্যায়। ফের চলা যানেসে কেয়া হোগা?

২য় পাঠান। হাম চলে। খানা পিনা করকে জলদি লেওট্‌তা। ও বখত্‌ কাফের লোগকো দেখ্‌ লেউঙ্গা। হাঁ—মেরা নাম বুদবুদ খাঁ।

(ইন্দুর প্রবেশ)

ইন্দু। ছিন্ন ভিন্ন পাঠান-বাহিনী
ফেরুসম পলায় প্রান্তরে।
মত্ত মাতঙ্গের বলে
বলীয়ান দৃপ্ত হিন্দুসেনা—
ভীমতেজে করে আক্রমণ।
ধন্য আজমীর-যুবরাজ!
অপূর্ব্ব এ বীর-গাথা তব
ধরণীর বুকে স্বর্ণাক্ষরে রহিবে খোদিত।

১ম পাঠান। শোভানাল্লা—কেয়া আওরত! জহরত্ মিল্ গিয়া।

বীরচাঁদ। (স্বগত) তাই ত—এ যে রাজ-কুমারী! কি করি? এখনি আরও পাঠান এসে পড়বে। একা তো কার্য্যোদ্ধার হ'বে না—বরং আমার উদ্দেশ্য পণ্ড হ'বে। তার চেয়ে কুমারকে সংবাদ দিই।

[প্রস্থান।

২য় পাঠান। ইস্কি ওয়াস্তে জান বি কবুল। পাক্‌ড়ো—পাক্‌ড়ো।

ইন্দু। একি—পাঠান সৈন্য! কি করি—অবলা রমণী—একা। মা দুর্গা!

১ম পাঠান। বহুৎ খোপ্‌সুরত। চলো বিবি।

ইন্দু। কোথা গো মা দুর্গতি-নাশিনী—
দুর্গমে রাখ মা পায়,
মহাদায়ে পতিতা নন্দিনী।
যমসম দুরন্ত পাঠান
কলঙ্কিত করে হিন্দু-কায়া,
মহামায়া! পদছায়া দাও মা সঙ্কটে।
তুমি বিনা কে তারে দুস্তরে তারা?
দৈত্য-মুণ্ড-বিঘাতিনী ভীমা প্রহরণ করে—
এস গো মা দানব-দলনী,
নিস্তারিণী! কর ত্রাণ বিপদ-সাগরে।

১ম পাঠান। হুঁসিয়ার ভাই—ভাগে মৎ। পাক্‌ড়ো।

ইন্দু। সাবধান দুর্ম্মতি পাঠান।
আর এক পদ হ'লে অগ্রসর,—

এই তীক্ষ্ণ ছুরিকার ঘায়,
যমালয়ে করিব প্রেরণ।

২য় পাঠান। ছোরি ছিন্ লেও—পাক্‌ড়কে লে চল।

(ছুরি কাড়িবার চেষ্টা)

ইন্দু। কে আছ কোথায়,—
রক্ষা কর অবলার মান।
দুরন্ত যবন কলঙ্কিত করে হিন্দু-নারী।

(এব্রাহেমের প্রবেশ)

এব্রাহেম। বামাকণ্ঠের আর্ত্তনাদ। কে রে পাষণ্ড? একি—
ঙ্গর রাজ-দুহিতা! খবরদার পাঠান! রমণীর অঙ্গ-স্পর্শ কোরনা।

১ম পাঠান। জনাব, আমি একে আগে দেখিছি।

এব্রাহেম। চুপ্ রও বেয়াদব্।
(স্বগত) সেই মুখ—সেই অপরূপ ছবি।
পদ্ম-আঁখি বিনিঃসৃত অবিরল ধারা
পরশে মেদিনীতল ;—
ব্যাধভয়ে ত্রস্তা হরিণীর মত
কম্পিতা—আকুল কলেবর ;
কিন্তু, তবু—কি সুন্দর!

ইন্দু। সেনাপতি,
রাজার দু'হিতা আমি,
অসম্মান ক'রনা আমার।
স্বেচ্ছায় দিতেছি ধরা,

যেন অঙ্গ-স্পর্শ,—
কেহ নাহি করে মম।

এব্রাহেম। রাজপুত্রী! মুক্ত তুমি।
বলবান সনে করেছি বিরোধ,
কিন্তু রমণীর অসম্মান—
এ পাঠান করেনি কখন।
যথা ইচ্ছা করহ গমন,
কেশ-স্পর্শ কেহ না করিবে তব।

ইন্দু। সে কি! বন্দী নই আমি?

এব্রাহেম। বিবি!
প্রেমে বন্দী করিবারে পারিতাম যদি,
সার্থক জীবন হবে।
এই অফুটন্ত ফুল—বেদনা-কাতর—
পশুবলে করি বৃন্তচ্যুত—
আঘ্রাণ করিতে গন্ধ তার,
এব্রাহেম জানেনা কেমন।

ইন্দু। মুক্ত আমি সেনাপতি?

এব্রাহেম। মুক্ত তুমি রাজবালা।

১ম পাঠান। হুজুর, বহুত কাফের আতা। ভাগো—ভাগো জান বাঁচাও।

[পাঠানদ্বয়ের প্রস্থান।

(কুমার ও হিন্দু সৈন্যগণের প্রবেশ)

কুমার। আরে হীনমতি দুরন্ত পাঠান,

রমণীর'পরে অত্যাচার !
বন্দী কর পাপিষ্ঠেরে।

এব্রাহেম। যতক্ষণ তরবারি করে—
কার সাধ্য করে বন্দী ?

(যুদ্ধ ও এব্রাহেমের নিরস্ত্র হওয়া)

কুমার। কেমন এব্রাহেম—এখন ?

এব্রাহেম। (শ্লেষে) একের বিপক্ষে শত—
অদ্ভুত বীরত্ব তব গর্ব্বিত কাফের।

ইন্দু। হে কুমার,
অতি সহৃদয় এই পাঠান-যুবক—
আমার উদ্ধার কর্ত্তা।
অনুরোধ মম—মুক্ত কর পাঠান-সর্দ্দারে।
ঋণ পরিশোধ অবশ্য কর্ত্তব্য।

কুমার। ইন্দু !
গুর্জ্জরের রাজপুত্রী তুমি।
এ তো নহে অনুরোধ—অনুমতি তব।
মুক্ত তুমি এব্রাহেম,
যাও ফিরে আপন শিবিরে।

এব্রাহেম। কাফেরের অনুগ্রহে জীবনধারণ !
তার চেয়ে মৃত্যু ভাল।
রাজপুত্র ! মৃত্যু দাও,
নহে মুক্তি—মৃত্যু-ভিক্ষা চাই।

কুমার। সত্য যদি মৃত্যুর প্রয়াসী,
কাল রণস্থলে,—
মিটাব আকাঙ্ক্ষা তব।

এব্রাহেম। বেশ।
আজ পরাজিত বটে পাঠান-বাহিনী,
কিন্তু—সাক্ষী মহম্মদ—
কালি রণে হ'ব অগ্রসর যবে,
এই অহঙ্কার বিচূর্ণিত করিব তোমার।
খোদার দোহাই—
এ অপমানের শতগুণ দিব প্রতিশোধ।

[প্রস্থান।

ইন্দু। রাজপুত্র!
আমি শত ঋণে ঋণী তব পাশে।

কুমার। নহে রাজবালা,—
ঋণী তুমি বন্ধুর সকাশে মোর।
সেই দিল এই সমাচার।

[সকলের প্রস্থান।

—:—

৬ষ্ঠ দৃশ্য।

গুর্জ্জর—কক্ষ।

নন্দরায়, জয়সিংহ, ধীরসিংহ ও রুদ্রদেব।

নন্দরায়। পরাজিত এব্রাহেম ভঙ্গ দিল রণে।
অনুমান দশ সহস্র আফগান
গতপ্রাণ রণস্থলে আজ।
জয় সোমনাথ!
কৃপায় তোমার,—
সুপ্ত হিন্দুবীর্য্য পুনঃ জাগ্রত আবার।
আর একদিন—একদিন সুলতান মামুদ
ভাগ্য-লক্ষ্মী রহে যদি অচঞ্চল,—
গজনীর রাজ-সিংহাসন,
অন্য সুলতান তরে হইবে প্রস্তুত।

জয়সিংহ। মহারাজ!
অপরূপ বীরপণা তব।
আর ধন্য সেই দৃপ্ত রাজপুত।
উন্মত্ত কেশরী যথা—
পশিল সংগ্রামে বীর;
আঁখি পালটিতে,
শত পাঠানের শির লুণ্ঠিত ভূতলে!
রাজপুত-গৌরব কুমার।

ধীরসিংহ। দুর্ভাগ্য আমার,—
স্থাপিলেন মহারাজ উত্তর-প্রাচীরে,
দর্শকের স্থান মাত্র করিলাম অধিকার।
এ বিগ্রহে—
বিজয়-গৌরব-মাল্য অর্পিত কুমারে,
হতভাগ্য আমি,—
অংশ তার নারিলাম নিতে।

জয়সিংহ। ক্ষুব্ধ কেন বীর?
বিজয়ী নহে ত একা আজমীর-যুবরাজ।
যথাযোগ্য অংশ তার,
প্রতি হিন্দু করেছে অর্জ্জন।
অনুচিত হেন ঈর্ষা তব।

রুদ্রদেব। আজ যদি সমগ্র আজমীর
সোমনাথে হ'ত সম্মিলিত,
ক্ষুদ্র পতঙ্গের মত এ পাঠান চমূ—
ভস্মীভূত হ'য়ে যেত প্রচণ্ড অনলে।
অপদার্থ আজমীর;—
পুত্র যার বীর-অগ্রগণ্য রণস্থলে,
প্রাণভয়ে পাঠানের হ'ল পদানত,
শৃগাল-ঔরসে কেশরীর অভ্যুত্থান।

নন্দরায়। বিফল আক্ষেপ দেব তব,
আজমীর হস্তচ্যুত এবে।

যাক্ আজমীর—
এই জয়োন্মত্ত সেনা প্রদীপ্ত উৎসাহে—
এক প্রাণে হয় সম্মুখীন যদি কাল,
সুনিশ্চয় হ'বে রণজয়।

(ব্রহ্মদেবের প্রবেশ)

ব্রহ্মদেব। দেব! সর্ব্বনাশ উপস্থিত—
নিরুদ্দিষ্টা তনয়া আমার।
দুর্ম্মতির বশে,
রণক্ষেত্রে হ'ল আগুয়ান—
সৈন্যগণে সমরে উৎসাহ দিতে,
এবে সন্ধান তাহার—কেহ নাহি জানে।
বুঝি ছত্রভঙ্গে,
বিপাকে পড়েছে কোথা পাঠান-সম্মুখে।
ধর্ম্ম গেল— কুল কলঙ্কিত হ'ল—
সোমনাথ! এত ছিল মনে দেব!

রুদ্রদেব। রাজকন্যা যবনের করে!

ধীরসিংহ। এই দণ্ডে—
কর আক্রমণ সবে পাঠান-শিবির,
প্রাণ যদি যায়—
সেও ভাল এ কলঙ্ক হ'তে।

অমরসিংহ। স্থির হও অধীর যুবক।
উন্মত্তের প্রায়

স্বেচ্ছায় অনলে দিলে ঝাঁপ,
ফল—মাত্র ভস্মীভূত হবে।
সপ্রমাণ নহেত এখনও—
বন্দী তিনি পাঠানের করে।
মহারাজ ! অনর্থক ব্যাকুলতা তব,
নন্দিনী তোমার সত্বর আসিবে ফিরে।

ব্রহ্মদেব। ইন্দু—ইন্দু—আর কি পাব মা তোরে ?
হারা হয়ে নয়নের মণি,
পূর্ব্বদৃষ্টি কেবা ফিরে পায় !
এস এস নয়নের তারা,
ফিরে এস একবার ;—
স্থবির জনক তোর,
দেখ চেয়ে কি দুর্দ্দশা তার !
কেঁদে কেঁদে উন্মত্তের পারা,
উচ্ছ্বসিত শত আঁখি-ধারা,
দৃষ্টি-হারা তোমার বিহনে আজ।

(কুমার ও ইন্দুর প্রবেশ)

কুমার। মহারাজ ! অনুকূল বিধি,—
হারানিধি ফিরে এল ঘরে।

ব্রহ্মদেব। মা—মা—কোথা ছিলি মা আমার ?
সত্য যদি—
পাঠান করিত বন্দী তোরে ?

ইন্দু। পিতা! মন অন্তর্যামী—
মিথ্যা নহে আশঙ্কা তোমার।
কিন্তু আদ্যা-শক্তি জগত-জননী,
অবলার রক্ষিতে সম্মান,—
পাঠালেন আজমীর-যুবরাজে।
পাঠানের কর-স্পর্শে
কলঙ্কিত হ'ত যদি দেহ,—
ছিল তীক্ষ্ণ অস্ত্র করে,
ছার প্রাণ তখনি দিতাম বিসর্জ্জন

নন্দরায়। এ সিংহীর উপযুক্ত স্থান—
আজমীর রাজ-সিংহাসন।

ব্রহ্মদেব। কুমার!
ঋণ তব কেমনে করিব পরিশোধ?
উপস্থিত পাঠান-বিগ্রহে
বাঁচে যদি বৃদ্ধের জীবন,—
আছে এই অমূল্য রতন,
অর্পিয়ে তোমার করে তীর্থবাসে করিব প্রস্থান

রুদ্রদেব। কালি প্রাতে বাধিবে সমর পুনঃ।
বাণ-বিদ্ধ কেশরী সমান,
উন্মত্ত পাঠান—প্রতিশোধে বদ্ধপরিকর—
ভীমতেজে পশিবে সংগ্রামে।
উপস্থিত বিশ্রামের কাল—

যাও সবে রাজগণ।
রেখ' মনে হে কুমার,
আজ(ও) রাত্রে প্রহরী মন্দির-দ্বারে তুমি।

[ধীরসিংহ ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

ধীরসিংহ। এই কি সংসার!
যেই বৃক্ষমূলে অকাতরে করিনু সেচন—
বুকভরা অপ্রমেয় স্নেহ-বারি-রাশি,
এবে পরিবর্দ্ধিত ফলবান তরু,—
কিন্তু, অধিকারী অন্য জন হ'ল তার।
যার প্রেম-আশে
শত অপমান অবহেলে করেছি গ্রহণ,
সেই ইন্দু অপরের হ'বে,
আর আমি দীন নেত্রে—
ভিক্ষুকের মত ব্যর্থ-মনোরথ—
ম্লানমুখে রিক্তহস্তে ফিরে যাব?
এ জীবনে নহে তাহা।
কুমারসিংহ অন্তরায় মম,
আজ হ'তে শত্রু আমি তার।
কাল ভুজঙ্গের শিরে করিলে আঘাত,
ঊর্দ্ধফণা ক্রুদ্ধ বিষধর,
প্রাণপণবলে দংশে আততায়ী জনে।
বিচূর্ণিত হোক্ সোমনাথ—

হিন্দুরাজ্য যাক্ রসাতলে,—
প্রতিহিংসা—একমাত্র লক্ষ্য মম।
দেখি বাজা ব্রহ্মদেব,
দুহিতার বিবাহ উৎসবে,
কত দীপ হয় প্রজ্জ্বলিত!

[প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য—উদ্যান।

চঞ্চলা।

গীত

আমি সকলি সঁপেছি, কুল মান কায়, এ ছার জীবন চরণে।
শিরে কলঙ্ক-পশরা, তোমা' তরে সখা, দিও না গো ব্যথা মরমে॥
বিরহে তোমার আকুল পরাণ, বুক বাহি বহে নয়ন-ধার,
মাথারই শপথ, ওগো প্রাণবঁধু, জানিনা কিছু তো তোমা' বিনা আর,
ও মুখ হেরিলে আপনা হারাই, ভাবি মধুময় এ পোড়া প্রাণে
মম ধরম করম সকলই গো তুমি—পায়ে ধরি রেখো স্মরণে॥

চঞ্চলা। আভরণ লাঞ্ছনা আমার,
যত করে প্রত্যাখ্যান—ততই আবেগে ধায় প্রাণ

ভাসে তরী অকুল পাথারে,
স্থল কোথা নির্ণয় না হয়,
তবু কুহকিনী আশা করে প্রতারণা,
পুরিবে কামনা,—
ভেলায় হইব পার দুস্তর সাগর।
আমি সরমের আবরণ দিয়ে বিসর্জ্জন,—
সকাতরে বারবার উপহার অর্পিনু চরণে,
তুমি উপেক্ষার পদাঘাতে
শতখণ্ডে করে দিলে চূর,
নির্ম্মম নিষ্ঠুর! প্রাণ তব প্রস্তরে গঠিত।
বুঝেও বোঝ না—
কি মর্ম্ম বেদনা অবিরত দহিছে অন্তর

(ধীরসিংহের প্রবেশ)

ধীরসিংহ। সত্য তুমি বলেছ চঞ্চলা।
জেনেছি এখন—
কুমারসিংহ ইন্দুর প্রণয়ে অধিকারী।

চঞ্চলা। এতদিনে হ'য়েছে প্রত্যয় ধীর?

ধীরসিংহ। আমি শত অপরাধে—
অপরাধী তোমার সকাশে।
এবে মার্জ্জনার যাচি অবসর।

চঞ্চলা। ছিছি! ওকি কথা ধীর?
দাসী আমি চরণে তোমার।

ধীরসিংহ। মূর্খ আমি— তোমা' সম অমূল্য রতন
অবহেলে দিয়ে বিসর্জ্জন,—
মরীচিকা অন্বেষণে ফিরেছি প্রান্তরে।

চঞ্চলা। (স্বগত) স্থির হও চঞ্চল হৃদয়।
সোমনাথ! দুখিনীর কাতর প্রার্থনা
করেছ গ্রহণ দেব!
শত শত প্রণিপাত চরণে তোমার।

ধীরসিংহ। গর্ব্বিতা সে ইন্দুমুখী চক্ষুঃশূল মম।
নহি আর প্রেমাকাঙ্ক্ষী তার,
প্রাণ মম তব অনুগামী।
কিন্তু—প্রতিশ্রুত আছি আমি মহারাজ পাশে
গ্রহণ করিতে কন্যা তাঁর।
এবে উপযুক্ত কারণ অভাবে,
প্রত্যাখ্যান করি তারে—
চঞ্চলার কর যদি করি আকিঞ্চন,
লোকময় কলঙ্ক-ভাজন হ'ব।
আছে এক সদুপায়।
তুমি যদি হও অনুকূল,
শুষ্ক ইন্দুমুখী হ'তে
চিরতরে লভিয়া বিদায়,
প্রেমপূর্ণ চঞ্চলার হই অনুগত।

চঞ্চলা। সজল নীর

অসাধ্য না হয় যদি,
প্রাণদানে সাধিব বাসনা তব।

ধীরসিংহ। আজমীর-রাজপুত্র
ভালবাসে সখীরে তোমার ?

চঞ্চলা। প্রাণের অধিক ভালবাসে।
তোমা'তরে চঞ্চলার যত ভালবাসা,
বুঝি এও তার অনুরূপ।

ধীরসিংহ। বেশ।
আজ রাত্রে ইন্দু সনে সাক্ষাতে তাহার,
অভিপ্রায় সিদ্ধ হবে মম।
রহিবে সে মন্দির-প্রাঙ্গনে ;
সুকৌশলে কহিও তাহারে,
ইন্দুরে করিতে বন্দী—
পাঠানের গুপ্তচর পশেছে উদ্যানে।
যথার্থ সে ভালবাসে যদি,
রক্ষিতে ইন্দুরে অবিলম্বে আসিবে তথায়।
উপযুক্ত অবসরে,—
মহারাজে লয়ে সাথে আমিও ভেটিব তথা।
প্রত্যক্ষ দেখায়ে তাঁরে কুমারীর নিশীথ-মিলন,
বিবাহ-বন্ধন সেই দণ্ডে করিব ছেদন।
কুমারের হ'বে ইন্দু,

আয় চঞ্চলা—
অচলা হ'য়ে মম হৃদে করিবে বিরাজ।

চঞ্চলা। কিন্তু, নিন্দুকে কুকথা ক'বে,
কুমারীর রটিবে দুর্নাম তাহে।

ধীরসিংহ। এ নহে দুর্নাম—
উদ্বাহ-বন্ধনে যদি বদ্ধ হয় তারা।
রাজপুত্রী কৃতজ্ঞ রহিবে তব পাশে,
আর—সুকৌশলে কার্য্য-সিদ্ধি হ'বে দোঁহাকার

চঞ্চলা। সুচতুর তুমি ধীব।
বাক্য তব করিব পালন,
আজ রাত্রে কুমারে আনিব হেথা।

ধীরসিংহ। কি আব কহিব—
ঋণ-পণে আজীবন রহিনু বিক্রীত।
যাই তবে চঞ্চলা এখন ?

চঞ্চলা। এস ধীর।

[ধীরসিংহের প্রস্থান।

রাজবালা উতলা কুমার তরে।
চির-আকাঙ্ক্ষিত মিলনের বেগে,
প্রতি অঙ্গে ঝরিবে মাধুর্য্য-ধারা ;
চঞ্চল নয়ন-কোণে সলজ্জ মধুর হাসি
শত দলে হ'বে বিকশিত।
আব—এই মিলনের ফলে,

পূর্ণ হবে তুজনাবই মনস্কাম।

ধীরসিংহ! এতদিনে পাইব তোমায়।

গীত।

দেখো সখা মনে রেখো ভুলনা অধিনী জনে।
অবসরে দিও দেখা—চেয়ে আছি পথপানে।
মরমের যত কথা সরমে ঢাকিয়া রাখি,
চাও ফিরে মুখপানে সকলি বলিবে আঁখি,
ফুটে শুধু বলি বঁধু—দাসী আমি শ্রীচরণে।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য—মন্দির।

রুদ্রদেব ও কুমার।

রুদ্রদেব। সাবধানে রক্ষা কর মন্দির-প্রদীপ,
ধ্যান-মগ্ন র'ব পুরী মাঝে।
পূজায় ব্যাঘাত যদি ঘটে,
কিম্বা নির্ব্বাপিত মন্ত্রঃপূত দীপ,
রুষ্ট দেবদেব তবে—জানিও নিশ্চয়;
অসংশয় পরাজয় কাল।
কিন্তু—
সুশৃঙ্খলে কাটে যদি আজিকার নিশা,

সুপ্রসন্ন দৈববল ;
মহাভাগ্যবান এ ভারত।
(মন্দির মধ্যে গমন)

কুমার। আজি শেষ আরাধনা।
সারানিশি প্রজ্জ্বলিত রহে যদি দীপ,—
অর্চ্চনায় তুষ্ট সোমনাথ
যদি বিল্ব অর্ঘ্য করেন গ্রহণ,—
নিষ্ঠুর যবন !
অন্তিম শয়ন তব কাল রণস্থলে।
রক্তবর্ণ উড্ডীন পতাকা—
হিমাচল হ'তে কুমারিকা,
হিন্দুর বিজয়-বার্ত্তা করিবে প্রচার।
আর—আর রণ অবসানে,
এ হৃদি-গগনে—
চির-পূর্ণিমার ইন্দু হইবে উদয়।
উজ্জ্বলে মধুরে মেশা অপূর্ব্ব মাধুরী,
পলে পলে নবীন সৌন্দর্য্য বিকশিত ;
অতৃপ্ত নয়ন—রূপ-সুধা যত করে পান,
পিপাসার নহে অবসান,
নব-আকাঙ্ক্ষার বেগে উচ্ছ্বসিত হৃদি।
দেখি দেখি সাধ নাহি মিটে,
পুনঃ আঁখি নিরখিতে ধায়।

ইন্দু—ইন্দু—প্রাণেশ্বরী,
পা'ব কি তোমারে আমি!
সংশয়ের এ তীব্র যাতনা—
বিশ্বাসে কি হ'বে পরিণত?

(চঞ্চলার প্রবেশ)

একে—চঞ্চলা!

চঞ্চলা। শীঘ্র এস হে কুমার,
বিষম সঙ্কট আজি।
সহচরী-পরিবৃতা রাজার নন্দিনী
গীত-মুগ্ধা ছিলেন উদ্যানে,
অকস্মাৎ বৃক্ষ-শাখা হ'তে
অবতীর্ণ পাঠান সৈনিকদ্বয়—
ইন্দুবে করিতে বন্দী দ্রুতপদে হ'ল অগ্রসর।
বুঝি এতক্ষণে ঘটেছে বিভ্রাট।

কুমার। পুরীমাঝে পশেছে পাঠান!
কাপুরুষ এব্রাহেম! এই বুঝি প্রতিশোধ তব!
শীঘ্র চল—দেখি কোথা দুর্ম্মতি পাঠান।
না—না চঞ্চলা,
আমা হ'তে হ'লনা উদ্ধার।
অন্য কারে পাঠাও সংবাদ।

চঞ্চলা। সে কি! ইন্দু পাঠানের করে,

তুমি অসম্মত উদ্ধাবে তাহার !
অনুচিত হেন কথা বোলনা কুমার।

কুমার। কি কহিব—হতভাগ্য আমি,
এ সঙ্কটে হস্ত পদ বদ্ধ মোর আজি।

চঞ্চলা। তবে দুর্ব্বলা রমণী
ধর্ম্মচ্যুতা হয় আজি বিধর্ম্মীর করে,
এই অভিলাষ তব !
এই বীরপণা তব গায় জনে জনে !
রাজপুত ! ইন্দু যদি ধর্ম্মপত্নী হ'ত তব,
কি কবিতে এতক্ষণ ?
বুঝি—পর জ্ঞানে অনিচ্ছুক সন্ধানে তাহার ?

কুমার। চঞ্চলা ! ইন্দু পর মম ?
কণ্টক ফুটিলে যার পায়—
শেল সম ব্যথা লাগে হৃদয়ে আমার,
সেই ইন্দু—জীবন-সর্ব্বস্ব—পর যদি মম,
আপনার কে তবে আমার ?
যত তুমি ব্যাকুলা সখীর তরে,—
দেব-স্থানে মিথ্যা নাহি কহি—
তার চেয়ে লক্ষগুণ অধিক উদ্বিগ্ন আমি।
কিন্তু হায়—নিরুপায় ;
অনুচিত—অসঙ্গত—অসম্ভব পুরী-পরিত্যাগ।

চঞ্চলা। এত প্রেম ফিরিত যা কথায় কথায় তব,

মূল্য তার এই কি কুমার ?
সেথা বন্দী অনাথিনী বালা,
কম্পিত-কাতর-কণ্ঠে পরিত্রাহি করে আর্ত্তনাদ,
আর তুমি রাজপুতবীর,—
নীরব নিশ্চল হেথা—
স্থিরনেত্রে অবলার দেখ ধর্ম্মনাশ !
জাননা কি এক রমণীর ধর্ম্ম-রক্ষা,
লক্ষবার পাঠান-বিজয় হ'তে বড় ?

কুমার। বোলনা—বোলনা চঞ্চলা আর।

চঞ্চলা। কাল প্রাতে রাজ্যময় পড়িবে ঘোষণা যবে,—
রাজকন্যা অপহৃতা—বন্দীকৃতা মামুদ-শিবিরে.
দুর্ব্বিসহ কলঙ্কের ভারে,—
শব-তুল্য রাজা ব্রহ্মদেব
জ্ঞান-হারা—উন্মাদ হইবে কাল।
ম্রিয়মান—নিরুৎসাহ যদি হিন্দু-সেনা,
কে বারিবে সুলতান মামুদে !
কোন লাজে—
দেখাইবে মুখ তুমি রাজপুতবীর ?

কুমার। (স্বগত) মাত্র দুই জন গুপ্তচর।
ইন্দুরে করিয়া মুক্ত,
এখনি ফিরিতে পারি মন্দিরে আবার।

চঞ্চলা। হে কুমার, রক্ষা কর রাজ-দুহিতারে।
অধিক বিলম্বে শ্রম মাত্র হ'বে সার।

কুমার। (স্বগত) সোমনাথ! তোমাতে উৎসর্গীকৃত দীপ,
রক্ষা ভার তার নিজ করে লহ তুমি দেব,
ক্ষণতরে বিদাও কিঙ্করে।

চঞ্চলা। শীঘ্র এস যুবরাজ।

কুমার। (স্বগত) রুদ্রদেব! বাক্য তব করিলাম হেলা।
দুর্ব্বল মানব'পরে দিয়েছিলে যে দুরূহ ভার,
আজি সোমনাথে সমর্পিয়ে লইনু বিদায়।
যাঁর ধন তিনিই রক্ষক।
(প্রকাশ্যে) চল চঞ্চলা।

[চঞ্চলা ও কুমারের প্রস্থান।

(ধীরসিংহের প্রবেশ)

ধীরসিংহ। পূর্ব্বে নাহি জানি—
চঞ্চলার জিহ্বা হ'তে
হেন তীব্র বাক্‌শক্তি ঝরে।
কুমারসিংহ! এই বার হস্তগত তুমি।
বিজয়-গৌরবে মত্ত বীর,
দেখি কোন শক্তি বলে—
জয়-মাল্য করহ অর্জ্জন।

[দীপ নিভাইয়া দিয়া প্রস্থান।

রুদ্রদেব। (মন্দিরাভ্যন্তর হইতে) অন্তর্হিত দেব-মূর্ত্তি কেন হৃদি হ'তে!
অর্চ্চনার হ'য়েছে কি ত্রুটী!
(প্রবেশ করিয়া) একি! নির্ব্বাপিত দীপ!
তাই ভক্ত্যর্পিত পুষ্প নিক্ষিপ্ত ভূতলে!
কুমারসিংহ! কোথায় সে বিশ্বাস-ঘাতক!
শক্তির কামনা করি—
শক্তি-মন্ত্রে আরাধিতে সর্ব্বশক্তিধরে,
দীপ্যমান শক্তি-দীপ-ছটা
কোন পাপে—কার দোষে মিশে গেল
নিবিড় তমসাবৃত পর্ব্বত গুহায়!
অভাগ্য ভারত!
সঙ্গে সঙ্গে তোমার' গৌরব-দীপ—
অন্ধতম সাগরের বুকে
চিরতরে হ'ল নিমজ্জিত।
অন্ধকার—বর্ষব্যাপী—যুগব্যাপী অন্ধকার।
যতদুব দৃষ্টি চলে—
অন্ধকার ভারতের অদৃষ্ট-গগন।
তার পরে,—
অতি ক্ষীণ—অস্পষ্ট আলোক-রেখা,
নিমেষে জাগিয়া ওঠে নিমেষে মিলায়;
মহামার—রুধির-পাথারে ভাসে ধরা—
তার মাঝে—একি মূর্ত্তি তব দেব!

বদনমণ্ডল উগারে গরলরাশি,
ভীম রক্তবর্ণ আঁখি—কুটিল ভ্রূকুটী,
বিচূর্ণিত দেবঅঙ্গ নির্দ্দয় প্রহারে।
শক্তি-হারা সেবক তোমার ;
অশক্ত সন্তান,—
তাই আজ শক্তির ভিখারী তব দ্বারে।
শক্তি দাও—শক্তি দাও শক্তি-সনাতন।

[প্রস্থান।

—:—

তৃতীয় দৃশ্য—উদ্যান।

(সখীগণ ও ইন্দুর প্রবেশ)

সখীগণের গীত।

রেখেছি হৃদয় পাতিয়া, অগাধ সোহাগে ভরিয়া,
এস হে পরাণ বঁধুয়া, এস নয়নেরি তারা।
কোকিল-কুজিত কাননে, মৃদুবিহসিত আননে,
আধনিমিলিত নয়নে, এস গো আদর-ভরা॥
সযতনে গাঁথি এনেছি মালতী, আছি তোমা' তরে অঞ্চল পাতি,
এস হে স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না-ভাতি—আঁধার-উজল-করা॥

ইন্দু। নৃত্য গীত আমোদপ্রমোদ,
আজ যেন বিষ সম হয় অনুমান।

যেন ঝঙ্কারিছে হৃদিমাঝে
বেদনার সুরে অস্ফুট রাগিনী এক,
তার প্রতি মূর্চ্ছনায়—
প্রতি গ্রামে গ্রামে আকুল আহ্বান,
অভিভূত করিয়াছে হৃদয় আমার।
আনন্দের প্রস্রবণ উচ্ছ্বসিত যবে হৃদিমাঝে,
সঙ্গীতের বিমোহন সাজে,
আনে সত্য নব উন্মাদনা ;
কিন্তু মন ক্লিষ্ট যবে,—
নন্দন-কানন মাঝে অপ্সরার সুস্বর-লহরী,
গরলের ধারা বর্ষে শ্রবণ-বিবরে।

১ম সখী। কি হেতু ভাবনা সই ?
দৈব অনুকূল যার 'পরে
পাঠান-সমরে,
অবহেলে লভিবে সে বিজয়-কেতন।

২য় সখী। আর তার পরে—
এ স্বর্ণ-মাধবী তমালে বেড়িতা হ'য়ে—
দুঁহু প্রাণ এক হ'য়ে যাবে,
সুধাভরা সঙ্গীত-নির্ঝর,
সবে মিলি করিব সিঞ্চন তলে তার।

ইন্দু। রাখ সই পরিহাস—
সুস্থির নহেক চিত্ত আজ।

থেকে থেকে স্পন্দিত নয়ন,
অমঙ্গল করি নিরীক্ষণ,
অশুভ আশঙ্কা জাগে হৃদে।
কি যেন কি মর্ম্মব্যাকুলতা—
আশ্রয় করেছে মোরে আজ!
সখি! কর আয়োজন,
আজি সারানিশি মঙ্গলার করিব অর্চ্চনা।

[সখীগণের প্রস্থান।

হৃদিমাঝে অধিষ্ঠান হও মা ঈশানী,
আলো কর অন্তরের কালো।
দুস্তর সমরে তারা,
কে আছে ত্রিতাপ-হরা—
দুর্ব্বলে দানিতে মহাবল?
সার মাত্র তুমি রমা,
দেখো মা দেখো মা উমা,
ঘোর দায়ে কর মা নিস্তার।

(চঞ্চলা ও কুমারের প্রবেশ)

চঞ্চলা। (জনান্তিকে) আত্মহারা কেন বো'ন আর?
যার তরে ঝরে আঁখি-ধার,
হৃদয়ের হার সে কুমার—
সেধে এসে অঞ্চলে দিয়েছে ধরা।

এবে কঠিন বাঁধনে তারে বাঁধ চন্দ্রমুখী,
যেন দুষ্ট-পাখী আর না পলাতে পারে।

[প্রস্থান

কুমার। (স্বগত) কই—কোথায় পাঠান ?
হেরি নিরাপদ রাজার কুমারী ;
তবে কেন বৃথা এ আহ্বান !
বুঝি বালা নাহি জানে সমাচার—
আজ আমি প্রহরী মন্দির-দ্বারে,
তাই ছল করি নিমন্ত্রণ।
ইন্দু—ইন্দু—তুমি তো জাননা,
অজ্ঞানে তোমার—
কি বিষম ভ্রমে লিপ্ত করিয়াছ মোরে !
যদি প্রজ্জ্বলিত রহে দীপ,
তবেই মঙ্গল,
নহে প্রায়শ্চিত্ত তুষানল মম।

ইন্দু। (স্বগত) অকস্মাৎ কেন আজি কুমার হেথায় !
জানিতাম দেব-কার্য্যে নিয়োজিত তিনি,
তবে কি অপর কেহ প্রদীপ-রক্ষক আজি !
এমনই কি সুপ্রসন্ন গ্রহ,—
দেখা দিতে আশ্রিতা নারীরে,
স্বয়ং আগত হেথা চঞ্চলার সনে !
কিন্তু অনুচিত হেন কার্য্য।

এ নিশীথে গোপনে উদ্যানে—
কুমারীর সনে সম্মিলন
হইলে প্রচার—অপযশ রটিবে সংসারে।

কুমার। ইন্দু! দেব-আশীর্ব্বাদে নিরাপদ তুমি,
এসো যাই ফিরে মন্দিরে আবার।

(রুদ্রদেব ও ধীরসিংহের প্রবেশ)

রুদ্রদেব। কুমারসিংহ! আছে কি স্মরণ—
মম পাশে উৎসর্গ করেছ নিজ প্রাণ ?
এবে কেন সে প্রতিজ্ঞা করি অবহেলা,
প্রেম-কথা কহিতে তৎপর!

কুমার। (স্বগত) কি ভীষণ ষড়যন্ত্র!
সোমনাথ! তুমি জান দেব
অন্তরের নিগূঢ় রহস্য-কথা।
এ লজ্জা কে ঘুচাবে আমার!

রুদ্রদেব। নিরুত্তর কেন যুবরাজ ?
কি উদ্দেশ্যে আগমন হেথা ?

ধীরসিংহ। বুঝি রাজকন্যা সনে
গুপ্ত প্রয়োজন কিছু ছিল কুমারের,
তাই এই সঙ্গোপনে নিশীথ-মিলন।

কুমার। (স্বগত) তীব্র পরিহাস।
কিন্তু যদি ব্যক্ত হয় সমাচার,
কুমারীর রটিবে দুর্নাম,

লোক-চক্ষে কলঙ্কিনী হবে ইন্দু,
তার চেয়ে নিরুত্তর ভাল।

বীরসিংহ। নহে অসম্ভব —
রাজ-কন্যা অবগত প্রয়োজন-কথা,
যার তরে দেবকার্য্য—দেশের কল্যাণ হ'তে,
উচ্চতর কুমারের গুপ্ত সম্মিলন।

ইন্দু। ধর্ম্মপ্রাণ ক্ষত্রিয়-যুবক
তুচ্ছ রমণীর তরে উচ্চকার্য্য দিবে বলিদান,
এ নহে সম্ভব কভু!

রুদ্রদেব। কিন্তু রাজবালা,
প্রত্যক্ষ প্রমাণ তার রয়েছে মন্দিরে—
নির্ব্বাপিত মন্ত্রঃপূত দীপ।

কুমার। দীপ নির্ব্বাপিত?

রুদ্রদেব। বিশ্বাসঘাতক'পরে অর্পেছিনু গুরুতর ভার,
ফল তার ফলেছে উত্তম।
মূর্খ আমি বীরসিংহ—তাই অনন্ত বিশ্বাস
স্থাপিলাম মূর্ত্তিমান ছলনার 'পরে।
জান তুমি আজমীর বংশধর,
এই লুপ্ত দীপ-শিখা সনে,
প্রায়োজ্জ্বল হিন্দুর ভাগ্য-রবি
যুগতরে পুনর্লুপ্ত অনন্ত আঁধারে?

এ পাপের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত,
হিন্দুর বিধান বহির্ভূত।

ইন্দু। আজমীর-রাজপুত্র বিশ্বাসঘাতক—
অসম্ভব হেন কথা।

কুমার। দেব ! কি আর কহিব—অপরাধী আমি।
কিন্তু, কর্ম্মফলে মম ভ্রম-কূপে হয়েছি পতিত।
প্রায়শ্চিত্ত তরে—এ জীবন বিসর্জ্জন দিব রণে।

রুদ্রদেব। কিন্তু কালি রণে বাঁচে যদি জীবন তোমার,
উপযুক্ত করিয়া বিচার,
শাস্তি তার দিব সমুচিত।

কুমার। প্রভু ! জ্ঞানে বা অজ্ঞানে—মহাপাপে লিপ্ত আমি,
ফল-ভোগ তার বিনাবাক্যে করিব গ্রহণ।

রুদ্রদেব। (স্বগত) সারল্যের অবতার হেরি মুখছবি।
বীর-অবতার যে কুমার,
পিতৃ-আজ্ঞা অবহেলি—
স্ব-ইচ্ছায় ঝম্প দিল সমর-সাগরে,
অবিশ্বাসী সেই জন,
সহসা এ কথা মনে হয় না প্রত্যয়।
অবশ্য নিহিত তলে গোপন রহস্য কিছু।
(প্রকাশ্যে) রাজপুত্র ! এস এবে মন্দিরে আমার সনে,
প্রশ্ন আছে মম।

[রুদ্রদেব ও কুমারের প্রস্থান।

ধীরসিংহ। দেখ রাজবালা,
এই নীচ স্বার্থপর বিশ্বাসঘাতক—
বীর নামে খ্যাত লোক মাঝে,
হেন হীন জন প্রণয়ের পাত্র তব।
ইন্দু। বুঝিয়াছি আমি—
কুচক্রীর ষড়যন্ত্রে পতিত কুমার।
কিন্তু, জেনো ধীরসিংহ, সত্য কভু রহেনা গোপন
চঞ্চলার মুখে সত্য মিথ্যা প্রচার হইবে কাল।
ধীরসিংহ। ইন্দু! যেই আশা-বৃক্ষ-বীজ
সযতনে করেছি রোপণ হৃদি 'পরে,
এ জীবনে হ'বে না কি অঙ্কুরিত তাহা?
একান্ত কি অযোগ্য তোমার আমি?
ইন্দু। শতবার বলেছি তোমায়—
এ দুরাশা হৃদি-মাঝে ক'রনা পোষণ,
তবু তুমি উত্ত্যক্ত করহ মোরে!
জেনো স্থির—অগ্নিকুণ্ডে হাসিমুখে করিব শয়ন,
কিন্তু কাপুরুষে হৃদয়-অর্পণ,
ক্ষত্রনারী করেনা কখন।

[প্রস্থান।

ধীরসিংহ। বারবার হেন অপমান—কত আর সয় প্রাণ?
আর কেন? এইবার শেষ মুষ্টিযোগ।
কঠিন যে ব্যাধি—তার চিকিৎসার তরে

তীব্র বিষ হয় প্রয়োজন।
স্বর্গ মর্ত্ত্য হয় যদি বিপক্ষ আমার,
ইন্দুর প্রণয়-আশা এ জনমে করিবনা ত্যাগ।
যত বালা করে প্রত্যাখ্যান,
আকাঙ্ক্ষার স্রোত ততই প্রবলতর।
ন্যায় বা অন্যায়—
যে উপায়ে পারি হস্তগত করিব তাহায়।
[প্রস্থান।

৪র্থ দৃশ্য।

পাঠান-শিবির।

মামুদ ও এব্রাহেম।

মামুদ। দিগ্বিজয়ী পাঠান-বাহিনী ছত্রভঙ্গ কাফের-বিক্রমে,
কে কোথা শুনেছে এব্রাহেম?
উচ্চশির মম মৃত্তিকায় হ'ল অবনত।
কোন লাজে ফিরে যাব আফগান-সমাজে?
সেথা—অটল বিশ্বাসে তা'রা
উপযুক্ত করে আয়োজন—প্রদানিতে অভ্যর্থনা
প্রত্যাগত বিজয়ী সুলতানে,
আর হেথা গুর্জ্জর-প্রান্তরে—বিগ্রহ করিতে ধ্বংস,

ধ্বংস পায় দুর্দ্ধর্ষ মামুদ।
ছিছি! হেন অপমান-রেখা
আজন্ম হৃদয়'পরে রহিবে মুদ্রিত।

এব্রাহেম। জাঁহাপনা! যোদ্ধা বটে কাফের সেনানী।
মূর্ত্তি-রক্ষা তরে—
মরণ সঙ্কল্প করি জনে জনে প্রবেশিল রণে।
সিংহনাদে কাঁপায়ে গগন,
উল্কাবেগে করে আক্রমণ;
যেন এক কাফেরের প্রাণে বিংশ পাঠানের বল।
কিন্তু, আর নাহি সেই দিন.
বুদ্ধি ভ্রংশে পতিত কাফের।
পরস্পর ঘটিয়াছে ঘোর মনান্তর,
ফলে তার—সমাগত রাজপুত্র ধীরসিংহ
সুলতান সৈন্য সহ হ'তে সম্মিলিত।

মামুদ। শীঘ্র তারে আন এব্রাহেম।

[এব্রাহেমের প্রস্থান।

এই গৃহ-বিসম্বাদ ঘোর শত্রু উন্নতির পথে।
অ্যায় আল্লা! কৃপার আধার তুমি।
যবে সূচিভেদ্য অন্ধকারে
অশক্ত চলিতে পথ সেবক তোমার,
কোন অনির্দ্দিষ্ট ছায়ালোক হ'তে
সঞ্চারিত আলোকের ছটা,

সেই দণ্ডে উপনীত আঁধার করিতে দূর।
শক্তি, বল, সাহস, গৌরব,
সকলই তোমার প্রভু।
ধর্ম্ম'পরে অনন্ত বিশ্বাস, তাই এত দর্প মামুদের।
(এব্রাহেম ও ধীরসিংহের প্রবেশ)
কোন প্রয়োজনে—
বিপক্ষ-শিবির মাঝে আগত যুবক ?
কেমনে প্রত্যয় করি,
নাহি কোন মন্দ অভিসন্ধি তব ?

ধীরসিংহ। সুলতান! শত্রু আমি স্বদেশের করহ বিশ্বাস।
দিশা-হারা উন্মাদের মত
নিজ গৃহে প্রজ্বলিত করি অগ্নি-শিখা,
সাথ দেখিবারে—
উজ্জ্বলো তাহার কতদিক হয় উদ্ভাসিত।
হয় হোক্ ভস্মীভূত সমুদয়;
শুধু একমাত্র আছে পরিজন—
সর্ব্বগ্রাসী দাবানল হ'তে
যার উদ্ধারের তরে এখনও সচেষ্ট আমি।

মামুদ। একি—উদ্ভ্রান্ত প্রলাপ!

ধীরসিংহ। নহে জাঁহাপনা।
নৈরাশ্যের মর্ম্মভেদী অন্তর্দাহ বর্ত্তমান হৃদে,
এ কেবল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কণিকা তার।

আজীবন কাপুরুষ নহে ধীবসিংহ।
আছিল অজেয় শক্তি এ দুর্ব্বল হৃদে,
কিন্তু, এক আকর্ষণ সব বল করেছে হরণ।
কুক্ষণে কুমারসিংহ এল সোমনাথে,
কুক্ষণে ইন্দুর সনে দেখা হ'ল তার,
কুক্ষণে সে প্রণয়ের হ'ল প্রতিদান।
সুলতান!
বিনা রক্তপাতে সোমনাথ হইবে বিজয়।
গৃহ-শত্রু বর্ত্তমান যার,
বিনাশে তাহার অল্পমাত্র বল প্রয়োজন।

মামুদ। প্রস্তাব তোমার কিবা কহ মহারাজ,
পরে কর্ত্তব্য করিব নির্দ্ধারণ।

ধীবসিংহ। সার্দ্ধ দ্বিসহস্র সৈন্য আছে অনুগত মোর।
ইঙ্গিতে আমার,
রণস্থল ত্যজিবে প্রভাতে কাল।
আর—ছত্রভঙ্গ হয় যাহে সমগ্র বাহিনী,
সে ভার আমার র'বে।
কিন্তু, নিষ্কাম নহেক মম আত্ম-বিসর্জ্জন,
পুরস্কার-প্রার্থী আমি।

মামুদ। ভাল, কিবা চাহ পুরস্কার?

ধীরসিংহ। চাহি রাজকন্যা ইন্দুমুখী।
এই পুরস্কার তরে—

নাম, ধর্ম্ম, দেশের গৌরব, ইহকাল, পরকাল,
সমস্ত দিয়েছি বিসর্জ্জন।
জীবনের আকাঙ্ক্ষা-সমষ্ঠি,
এই একসূত্রে রয়েছে গ্রথিত।
সুলতান! এই মাত্র কামনা আমার।

এব্রাহেম। অসঙ্গত হেন উপরোধ।
রমণীর হৃদয়ের 'পরে
বিজয়ীর নাহি অধিকার।
রাজপুত্রী অনিচ্ছুক যদি
বরিতে তোমারে যুবরাজ,
সুলতানের আধিপত্য কোথা?

বীরসিংহ। যদি স্বেচ্ছায় সে নারী ধরা দিত প্রেমের বন্ধনে,
তা হ'লে কি— ক্ষত্রিয় সন্তান আমি,
বীরধর্ম্মে দিয়ে জলাঞ্জলী--
পাঠানের অনুগ্রহে করিতাম ভর?

এব্রাহেম। তবে হৃদয় তোমার প্রেমের মাধুর্য্য বিরহিত,
পশুভাব বিদ্যমান তাহে।
রাজপুত্র! বলে আকর্ষিতে চাও নারীর হৃদয়?

মামুদ। যাও তুমি এব্রাহেম আপন শিবিরে,
রণসাজে হও সুসজ্জিত।

এব্রাহেম। কিন্তু খুল্লতাত,
অনুচিত হেন কার্য্যে প্রশ্রয়-প্রদান।

মামুদ। পাঠান যুবক! আজ্ঞা মম করহ পালন।

[এব্রাহেমের প্রস্থান।

ধীরসিংহ। তবে ভিক্ষা দানে প্রতিশ্রুত সুলতান?

মামুদ। প্রতিশ্রুত আমি,

যদি আপন প্রতিজ্ঞা তুমি করহ পালন।

ধীরসিংহ। কাল রণস্থলে—

অক্ষরে অক্ষরে তাহা হবে পরীক্ষিত।

আদাব সুলতান।

[প্রস্থান।

মামুদ। সুপ্রসন্ন ভাগ্য যবে,

মহাশত্রু মিত্রভাবে করে আলিঙ্গন।

অকূল পাথারে আসে তরী উদ্ধারের তরে।

খোদার কৃপায়,

ধীরসিংহ করে যদি সহায়তা কাল,

স্বল্পায়াসে কার্য্য-সিদ্ধি হবে।

আর যদি প্রতারণা করে এ যুবক!

কি বিশ্বাস কাফেরের'পরে?

সত্য যদি করে প্রবঞ্চনা—ক্ষতি বৃদ্ধি নাহি তায়।

পাঠান-বিজয় অবশ্যম্ভাবী রণে কাল।

[প্রস্থান।

(বীরচাঁদের প্রবেশ)

বীরচাঁদ। ব্যাস্—এইবারেই ঠাকুর সোমনাথ, হ'য়ে গেলেন

কুপোকাৎ। ও ঘরের শত্রু বিভীষণ যখন লেগেছে, তখন দেবতার মাথা না চিবিয়ে আর ছাড়ছে না। তবে কুমারসিংহটা গোঁয়ার—খানিকটা মারমার্ কাট্‌কাট্ করে সটান্ ইষ্টি দেবতার কাছে রওনা হ'বে। এখন করা যায় কি? কোন রকমে যদি কুমারকে এই ষড়যন্ত্রের কথা জানাতে পারা যেত, তা হ'লেও কতকটা ভরসা ছিল। কিন্তু, পুব্‌দিক্ তো প্রায় ফরসা হ'য়ে এল,—পাঠানসৈন্য রণসজ্জায় সজ্জিত, হিন্দুরাও প্রাচীরে আক্রমণের অপেক্ষা করছে। এখন তো প্রাচীরমধ্যে গিয়ে কুমারের সঙ্গে দেখা কর্‌বার কোন উপায়ই দেখ্‌ছি না। বীরচাঁদের বুদ্ধি-বল এইবারে অতল জলে ডুব্‌লো। হায় হায়! ঐ চক্‌চকে ছুঁড়ীটাই সর্ব্বনাশ বাধালে। ওটার খপ্পরে আমাদের খাঁসাহেবও পড়েছেন, কুমারসিংহও ঝট্‌পট্ আর ধীরসিংহ তো লট্‌পট্—একেবারে পায়রা লুট্‌চেন। তিন বগেল এক গাই, সাবাস্ দাদারা বলিহারী যাই। এখন যদি কষ্ট ক'রে হয়ে যাবার আগে কুমারের সঙ্গে দেখা করতে পারি, তা হ'লে খবরটা দেব, কিন্তু অবস্থা যে রকম কাহিল হ'য়ে এসেছে, তাতে বুঝি স্বয়ং সোমনাথকে শিলে বেটে খাওয়ালেও নিস্তার নেই।

[প্রস্থান।

৫ম দৃশ্য।

রণস্থল।

ব্রহ্মদেব ও নন্দরায়।

নন্দরায়। আক্রমিতে দক্ষিণ-প্রাচীর ধায় দ্রুত এব্রাহেম,
অনুমান বিশ সহস্র পাঠান,
ফিরিছে সংহতি তার।
উচ্চরোলে ছাড়ে সিংহনাদ,
স্থির প্রতিজ্ঞার চিহ্ন অঙ্কিত বদনে সব।
অশ্ব-ক্ষুরোত্থিত ধূলি মিশে বায়ু সনে
অন্ধকারে ছাইল গগন,
আহত যবন প্রতিশোধে বদ্ধ-পরিকর আজ।

ব্রহ্মদেব। চেয়ে দেখ বীরবর উত্তর প্রাকারে,
অশ্ব'পরে স্বয়ং মামুদ
চলিতেছে বিরাট বাহিনী
অগণন তুর্ক-অসি ভানু-করে করে ঝলমল,
যেন শত দামিনীর প্রভা
ঝলকিত প্রান্তর মাঝারে।
ধনুকরে তীরন্দাজগণ—
জনে জনে অব্যর্থ সন্ধানী—
অগ্রসর চতুরঙ্গ দলে দিতে হানা,

কুমার-চালিত হিন্দুসেনা,
সিংহবলে নিবারে পাঠানে।

নন্দরায়। ধন্য আজমীর!
অপূর্ব্ব কৌশলে রুদ্ধ পাঠানের গতি।
ভীম প্রভঞ্জন বেগ,
প্রতিহত অটল প্রস্তর 'পরে যথা,
ছিন্নভিন্ন তুর্ক-চমূ শতধারে বিক্ষিপ্ত প্রান্তরে।
রথী-শ্রেষ্ঠ এ কুমারসিংহ।

(নেপথ্যে পাঠান কোলাহল)

নন্দরায়। পাঠানের জয়ধ্বনি দক্ষিণ-প্রচীরে।
উন্মত্ত মাতঙ্গ সম এব্রাহেম পশিছে সংগ্রামে,
নিবারিতে কোথা ধীবসিংহ?
কোথায় বা কর্ণাট-ঈশ্বর?
নিরুৎসাহ হিন্দু—সেনা নায়ক-বিহীন—
স্থিরনেত্রে করে নিরীক্ষণ
দর্পোদ্ধত পাঠানের অসির চালনা।
মুহুর্ত্তেক পরে আর—ছত্রভঙ্গে
দক্ষিণ-বাহিনী পৃষ্ঠদান করিবে পাঠানে।
মহারাজ!
অগ্রসর আমি রক্ষিবারে দক্ষিণ-প্রাচীর।

[প্রস্থান।

(নেপথ্যে পাঠানের কোলাহল)

ব্রহ্মদেব। ঘনঘন সিংহনাদ সনে সঞ্চালিত মামুদ-পতাকা
পাঠানের জয়ধ্বনি করিছে প্রচার।
বৃদ্ধ আমি—অশক্ত চালিতে অস্ত্র,
তবু যেন—
উষ্ণতর শোণিত-প্রবাহ বহিছে ধমনীমাঝে।
কাপুরুষ ভীরু ধীরসিংহ
প্রাণভয়ে পৃষ্ঠ দিল রণে।
নিরুপায়—অসহায় দেবমূর্ত্তি আজ।

(যমুনার প্রবেশ)

যমুনা। গেল—গেল সোমনাথ।
কুলাঙ্গার ধীরসিংহ
চক্রান্তে আছিল লিপ্ত পাঠানের সনে,
অবাধে উন্মুক্ত করি প্রাচীর-তোরণ
এব্রাহেমে দিল অধিকার।
মুক্তভাবে নির্ব্বিরোধে পশিল পাঠান।
উত্তর-প্রাচীর তলে
বারবার পরাজিত হয়ে সুলতান মামুদ,
এবে শান্ত [illegible],
এব্রাহেম মুসলমান হয়ে সম্মিলিত।
আর ওই দেখ দেবনাথ- নির্লিপ্ত সমরে,
দলে দলে কত হিন্দুসেনা,

তরী আরোহণে সমুদ্রে করিছে পলায়ন,
হতাশ্বাসে ছত্রভঙ্গ ভারত-বাহিনী।

ব্রহ্মদেব। দেব-দ্রোহী ষড়যন্ত্রী সর্ব্বনাশ করিল হিন্দুর।
ধর্ম্ম গেল—দেব-মূর্ত্তি কলঙ্কিত হ'ল—
রুদ্রেশ্বর! এ কি পাপের প্রায়শ্চিত্ত দেব!

(রক্তাক্ত কলেবরে কুমারের প্রবেশ)

কুমার। মহারাজ! প্রভাহীন হিন্দু-রবি-কর।
আততায়ী পাঠান করিছে আক্রমণ,
আর বিশ্বাসঘাতক হিন্দু
উর্দ্ধশ্বাসে করে পলায়ন।
বীর-অবতার নন্দরায়—
বীরদর্পে আক্রমণ করি এব্রাহেমে,
বীরসাজে শায়িত সংগ্রামে।
মহারাজ জয়সিংহ অন্তর্হিত রণস্থল হ'তে,
আর বুঝি রক্ষা নাহি হয়।

যমুনা। ত্যজিয়া সংগ্রামস্থল—
কোন প্রয়োজনে হেথা রাজপুত-যুবা?

কুমার। মাতা! অকারণ তীব্র তিরস্কার,
কাপুরুষ নহেক সন্তান তব।
কিন্তু অসাধ্য-সাধনে মানবের বল কোথা?
যাহা একের ক্ষমতা—প্রাণপণে করেছি সাধন।
তবে ক্ষত্রিয়ের প্রাণ-বিসর্জ্জন,

এইবার দেখাব স্থলতানে।
মহারাজ !
উত্তর প্রাচীর ভার ক্ষণতরে করহ গ্রহণ,
অবশিষ্ট সেনা লয়ে দক্ষিণ করিব আক্রমণ।
আর—যদি ফিরাইতে পারি ভগ্ন-সেনা,
ভাগ্য-লক্ষ্মী এখনও প্রসন্না তবে।

(প্রস্থানোদ্যত)

ব্রহ্মদেব। কোথা যাও উন্মত্ত যুবক ?
শতগুণ বিপক্ষ বাহিনী ;
অনর্থক প্রাণ বিসর্জ্জনে,
কোন কার্য্য হইবে সাধন ?

কুমার। তবু—তবু একবার শেষ চেষ্টা মহারাজ,
আক্ষেপ ঘুচাব জীবনের।
জননী !
এ জন্মের মত সন্তান বিদায় মাগে,
শেষ আশীর্ব্বাদ কর মাতা।

[প্রস্থান।

যমুনা। এই তো রাজপুত কথা !
যাও বীর পুত্র,
অদম্য উৎসাহে কর অসাধ্য সাধন।
মাতৃ-আশীর্ব্বাদ-বর্ম্ম,
অক্ষয় কবচ সম রক্ষুক তোমায় রণে।

ব্রহ্মদেব। মহারাণী ! চলিলাম উত্তর প্রাচীরে,
কিন্তু কুমারের সনে—
বুঝি এই দেখা শেষ দেখা তব।

[প্রস্থান।

যমুনা। থাকে যদি ললাট লিখন তাই,
কা'র সাধ্য খণ্ডন করিবে মহারাজ ?
(কয়েকজন ভগ্ন হিন্দুসৈন্যের প্রবেশ)

১ম সৈন্য। ওরে পালা—পালা। ধীরসিংহ বলেছেন—রুষ্ট দেবতার কোপে প্রদীপ নিভে গেছে। কোনমতেই যুদ্ধ-জয় হ'বে না। অকারণ প্রাণ খোয়াবি কেন ?

২য় সৈন্য। যখন জাগ্রত দেবতা বিরূপ, তখন যুদ্ধ ক'রে লাভ কি ? জয় আশাতো নেই, পালানই উচিত। পালা—পালা—

যমুনা। কোথা যাও সন্তান সকল ?
অসহায়া জননীরে অরাতির করে সমর্পিয়ে—
এই কি উচিত তব বীরপুত্রগণ ?
আশৈশব নতশিরে পূজিয়াছ যেই দেবদেবে,
সেই মূর্ত্তি চূর্ণ হয় নির্দ্দয় প্রহারে,
আর—ভক্ত তোরা ব্যতিব্যস্ত প্রাণরক্ষা তরে ?
যাঁর পুণ্য কৃপাবলে আজন্ম বর্দ্ধিত সবে,—
যে অভয় কোলে নির্ভয়ে করেছ কত খেলা,—
পাঠান-তাড়নে কম্পমান সে আরাধ্য পিতা,
লাগে না কি ব্যথা সন্তান তোদের গায় ?

ফের সবে—-এখনও সময় আছে—
উৎসাহে বাঁধিয়া বুক প্রবেশ আহবে,
অতুল রহিবে কীর্ত্তি জিনিলে পাঠানে।

২য় সৈন্য। ওরে—আজমীর-মহারাণী।

সকলে। জয় মহারাণী মা।

যমুনা। চল পুত্রগণ—সবে মাত রণোল্লাসে ;
কোষমুক্ত খর অসি ধরি দৃঢ় করে—
অগ্রসর হও রণমাঝে।
প্রচণ্ড ভৈরব বলে প্রদানি হুঙ্কার—
দক্ষিণ প্রাচীরে দাও হানা,
অরাতির থানা থান্ থান্ কর অস্ত্রাঘাতে।

১ম সৈন্য। ফির্বো মা—জীবন বলিদান দো'ব।

১ম সৈন্য। জয় মহারাণী মা।

যমুনা। একদিন—একদিন আছেত মরণ !
আজ নয় কাল,
অমর নহেত কেহ কবে !
হিন্দুর বিজয় কিম্বা মরণ নিশ্চয়,
চল—চল সবে হিন্দুবীরগণ।

[সকলের প্রস্থান।

(অশ্ব'পরে মামুদ ও পাঠানগণের প্রবেশ)

মামুদ। সুরক্ষিত উত্তরে স্থাপিত হিন্দু-ব্যূহ,
তিনবার আক্রমণে অচল অটল ;

অনর্থক সৈন্যনাশ পুনঃ আয়োজনে।
হেরি—দক্ষিণ প্রাচীর হস্তগত করিয়াছে এব্রাহেম।
ছিন্নভিন্ন কাফের পদাতি—
চতুর্দ্দিকে করে পলায়ন,
মুক্ত দ্বারে প্রবেশ মন্দিরে সিংহবলে।
ধরণীর শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম ইস্‌লাম রক্ষক সবে,
ধর্ম্ম-মান করহ বিস্তার—
ভূলুণ্ঠিত করি অগ্রে সোমনাথ সমুচ্চ প্রাচীর—
ধ্বংস কর প্রস্তর-বিগ্রহ।
এস ভক্তগণ—
আল্লার কৃপায় পূর্ণ মনস্কাম এতদিনে।

[সকলের প্রস্থান।

(বীরচাঁদের প্রবেশ)

বীরচাঁদ। আর কি—ডুবে গেল। এ চক্রান্তের কথা যদি আগে কুমারকে জানাতে পার্‌তুম, তা হ'লে কি পাঠান এত সহজে পুরী দখল কর্‌তে পারত? কি করবো—দেখা পেলুম না। পাগলের মত ছুটে ছুটে বেড়িয়েছি—নিঃশ্বাস ফেল্‌বার অবকাশ ছিল না, কিন্তু কুমারকে তো ধরতে পারলুম না—প্রতিহিংসার পরিতৃপ্তি তো হলো না—হিন্দু-রমণীর চোখের জল তো মুছলো না। কাঙালিনীর মলিন বসনের শতছিদ্র সহস্রে পরিণত হলো। সোমনাথ! মানুষ হয়ে যারা দেবতাকে রক্ষা কর্‌বার জন্য সর্ব্বস্ব অর্পণ ক'রে তোমার চরণে আত্ম-নিবেদন কর্‌লে, একবিন্দু দৈববলে তাদের অনুপ্রাণিত ক'রে নিজের উদ্ধার-

কার্য্য নিজে সাধন করতেও তোমার আলস্য হ'ল? পাঠানের আদর কি এতই মর্ম্মস্পর্শী? পাথরে গড়া বটে,—তাই এ পাথুবে প্রাণ পেয়েছ! শাস্ত্র বলেন—"কর্ম্মফল"। অবিশ্রান্ত কর্ম্মফলের স্রোতে হিন্দুর যে মর্ম্ম-ভেদ হ'য়ে যায় ঠাকুর! এ আবৃত্তির কি নিবৃত্তি নেই? যামিনীর ঘনান্ধকারের পর কি হাস্যময়ী উষার আলোক-ছটা নেই? অকূল মহাসাগরের কি কূল নেই? আছে বই কি। কিন্তু দেখায় কে? দরিদ্র হিন্দু কবে দেখ্‌তে পাবে? কুমার! দেব মূর্ত্তি রক্ষা করবে পণ করেছিলে, বীরত্ব দেখিয়ে পাঠানকেও চমৎকৃত করেছ, কিন্তু পারলে কই রাজপুত? আর, এই বীরচাঁদের পণ মামুদকে জব্দ ক'র্‌বো। যমের বাড়ী যেতে হয়—তাও স্বীকার, কিন্তু ক'র্‌বো।

[প্রস্থান।

৬ষ্ঠ দৃশ্য।

সমুদ্রোপকূলস্থ প্রাচীর-পার্শ্ব।

ধীরসিংহ, জয়সিংহ ও হিন্দুসেনাগণ।

ধীরসিংহ। বিরূপ দেবতা হিন্দু'পরে,
জাজ্জ্বল্য প্রমাণ তার নির্ব্বাপিত দীপে।
বিজয় কামনা করি—ভক্তিভরে রুদ্রদেব
নিবেদিল চন্দন-চর্চ্চিত উপহার,
দেবার্পিত বিল্বপত্র—

বারবার বিলুণ্ঠিত হ'ল ধরাপরে।
দৈব প্রতিকূল যবে—পাঠান-আহবে,
অনর্থক আত্ম-নাশে কি ফল রাজন ?

জয়সিংহ। সত্য বটে রুষ্ট দেবদেব,
কিন্তু উচিত আছিল যথাসাধ্য বাধিতে পাঠানে
এবে জ্বালাময়ী আত্ম-গ্লানি দহিছে অন্তর।
ছিছি ! কাপুরুষ সম পলাইনু রণস্থল হ'তে,
এর চেয়ে মরণ আছিল শুভ।

ধীরসিংহ। বৃথা অনুতাপ মহারাজ।
গতপ্রাণ নন্দরায় শায়িত প্রান্তরে,
পলাতক রাজা ব্রহ্মদেব,
আর—উদ্ধত কুমারসিংহ
এতক্ষণে পাঠান-শৃঙ্খলে বদ্ধ ;
আর কেন আত্ম-বিসর্জ্জন ?

(নেপথ্যে পাঠানের কোলাহল)

১ম সৈন্য। মহারাজ! অনুচিত অধিক বিলম্ব আর।

ধীরসিংহ। সজ্জিত তরণী ওই আছে অপেক্ষায় ;
যাও ত্বরা—রক্ষা কর অমূল্য জীবন।
পশ্চাতে যাইব আমি।

(জয়সিংহ ও সৈন্যগণের তরী-আরোহণ)

জয়সিংহ। দুর্ভাগিনী ভারত-জননী !
নরাধম সন্তান তোমার

প্রাণভয়ে করে পলায়ন।
জল-মগ্ন হয় যদি তরী,
এ পাপের উপযুক্ত হয় প্রতিকার।
[তরী আরোহণে জয়সিংহ ও সৈন্যগণের প্রস্থান।

ধীরসিংহ। মুষ্টিমেয় সেনা লয়ে একক কুমারসিংহ—
কতক্ষণ যুঝিবে সংগ্রামে ?
সন্নিকট মরণ তাহার।
হতভাগ্য যুবা !
কাল ভুজঙ্গের শিরে করেছ আঘাত,
দেখ এবে প্রত্যাঘাত তার।
[প্রস্থান।

(কুমারের প্রবেশ)

কুমার। কোথা গেল ছত্রভঙ্গ হিন্দু-কুলাঙ্গার যত !
এখনও হইলে প্রত্যাগত,
ফিরে আসে ভারতের দিন।
মাত্র পঞ্চশত সেনা বিরোধীতে বিরাট-বাহিনী,
তবু—প্রাণপণ করি আক্রমি' পাঠানে,
লভিল অক্ষয় স্বর্গ বীর জনে জনে।
অবশিষ্ট মাত্র আমি।
ইষ্টদেব ! ক্ষমা কর অশক্ত সন্তানে।
জীবনের আসঞ্চিত সমস্ত উদ্যম—
সব বল—সব একাগ্রতা—

আজি ব্যর্থ হ'ল রক্ষিতে বিগ্রহ তব,
চির-ভাগ্যহীন এ ভারত।
রক্তক্ষয়ে অবসন্ন তনু—চরণ চলেনা আর।
(উপবেশন)
(নেপথ্যে) আল্লা-আল্লাহো। খোঁজ—তল্লাস কর।

কুমার। (উঠিয়া) আগত পাঠান, আব কেন—শেষ এইবার।
ইন্দু! ইন্দু! দেখা তো হ'লনা আর!
ঊর্দ্ধে নিয়ে—
নীলিমার অনন্ত সাগর সাক্ষী রেখে,
প্রিয়তমে! চিরতরে লইনু বিদায় আজ।
জন্মভূমি, জনক, জননী,
চরণ-উদ্দেশে সন্তানের শেষ প্রণিপাত।
(এব্রাহেম ও পাঠানগণের প্রবেশ)

১ম পাঠান। এই দিকে এসেছে—পালাবে কোথায়?

২য় পাঠান। এই যে—এই যে রাজপুত।

এব্রাহেম। বন্দী তুমি রাজপুত্র সুলতান-আদেশে।

কুমার। অসম্ভব কথা—কোথা বন্দী আমি?
যে মুক্ত পাখী—
মুক্ত আকাশের তলে, মুক্ত সিন্ধু-তীরে,
জন্মভূমি-জননীর মুক্ত স্নেহময় বক্ষে—
চিরমুক্তিলাভ তরে হ'য়েছে প্রস্তুত,
বন্দী সে'ত নয় এব্রাহেম?

যথার্থ ক্ষত্রিয় যেই জন,
আত্ম-সমর্পণ—সে'ত কভু নাহি করে!

এব্রাহেম। শত্রুমাঝে একা তুমি রাজপুত-যুবা,
নিঃসহায়—তবু এত আস্ফালন!
সৈন্যগণ, বন্দী কর বিদ্রোহী যুবায়।

কুমার। পার যদি কর বন্দী।

(যুদ্ধ—দুইজন পাঠানের পতন ও কুমারের তরবারি ভগ্ন)

এব্রাহেম। ভগ্ন তরবার তব,
আর কেন রাজপুত-বীর?
রক্ষিতে আপন মান,
আত্ম-সমর্পণ কর ত্বরা।

কুমার। পাতকের প্রায়শ্চিত্ত লহ রুদ্রদেব।
কর আশীর্ব্বাদ—যেন জীবনের মুক্তি সনে
কলঙ্ক-কালিমা-রেখা হয় প্রক্ষালিত।
সোমনাথ—

(সমুদ্রে ঝম্প প্রদান)

এব্রাহেম। একি—যথার্থই ঝাঁপ দিলে!

১ম পাঠান। ইয়া আল্লা—কম্‌বক্ত দরিয়ায় জান্ দিলে!

এব্রাহেম। কি কঠিন প্রাণ!
বেগবান ভীষণ তরঙ্গ'পরে
অবহেলে ঝম্প দিল বীর!

সর্ব্বোজ্জ্বল ভারত-নক্ষত্র—
ডুবে গেল অতলসাগরতলে।

(পট-পরিবর্ত্তন—সমুদ্র-বক্ষে মজ্জমান কুমারসিংহ)

১ম পাঠান। ওই উঠেছে—ওই ভাস্‌ছে—আবার তলিয়ে গেল।

২য় পাঠান। না—না—ওই যে—আবার উঠেছে।

এব্রাহেম। পাঠান কেউ পার? ওই জলমগ্নকে উদ্ধার কর্‌তে পার? প্রচুর পারিতোষিক দোব। কেউ সাহস কচ্ছ না! কুমার! পার যদি— ফিরে এস। খোদার দোহাই, তুমি মুক্ত। কুমার—কুমার—

(ইন্দুর প্রবেশ)

ইন্দু। কই—কোথায় কুমার?
সেনাপতি! দয়ার আধার তুমি,
কর মুক্ত কুমারে আমার।

এব্রাহেম। রাজবালা!
কা'র শক্তি হেন কুমারে করিতে বন্দী?
ওই—ওই দেখ কুমার তোমার।
উন্মত্ত তরঙ্গ'পরে ভাসমান তৃণ সম—
ওই দেখ কুমারের অচেতন দেহ।

ইন্দু। কুমার—কুমার—

কুমার। ইন্দু—বিদায়।

ইন্দু। তবে আমিও যাইব সাথে।

(ঝম্পদানোদ্যতা)

এব্রাহেম। (বাধা দিয়া) স্থির হও রাজপুত্রী।
হুঁসিয়ার পাঠানগণ।

ইন্দু। কে আছ মহৎ প্রাণ—রক্ষা কর রাজার তনয়ে।
ধন, রত্ন, মণি, মুক্তা, রাজার বৈভব,—
যাহা পুরস্কার চাহ দিব।

এব্রাহেম। দেবে ? শীঘ্র বল—সত্য বল—
যাহা পুরস্কার চা'ব দেবে !

ইন্দু। সত্য কহি—
প্রতিশ্রুত পুরাইতে মনোরথ তব।
উদ্ধার কুমারে।

এব্রাহেম। বেশ। তবে পুরস্কার লোভে—
সাক্ষাৎ মৃত্যুর সনে করিব সমর।
কিন্তু—কৃতকার্য্য হই যদি,
রাজপুত্রী ! পণ রক্ষা করিও তোমার।
মুক্তিয়ার, সেলাম আমার জানায়ো সুলতানে।

(অঙ্গরাখা-উন্মোচন)

১ম পাঠান। সেকি ! জনাব কি দরিয়ায়—

এব্রাহেম। দুনিয়ার রাজরাজেশ্বর খোদা,
সন্তানে আশ্রয় দিও চরণ-সরোজে।

(ঝম্প প্রদান)

১ম পাঠান। সর্ব্বনাশ—জাঁহাপনাকে কি বল্‌বো ! কি ক'রে মুখ দেখাব !

ইন্দু।　　সর্ব্বার্থসাধিকে চণ্ডী—অভয়ে বরদে মাতা।
ত্রিতাপ-হারিনী তারা কাতরা তব দুহিতা॥
মহিষ-মর্দ্দিনী শ্যামা এলোকেশী ভয়ঙ্করী!
এস মা—শরণাগতে দাও রাঙা পদতরী।

২য় পাঠান। খোদা জনাবকে দীর্ঘজীবি করুন। অচেতন রাজপুত্তকে নিয়ে প্রাণপণবলে তীরের দিকে আসছেন।

১ম পাঠান। সোভানাল্লা—অদ্ভুত বীরত্ব।

(এব্রাহেমের কুমারকে লইয়া কূলে আগমন)

এব্রাহেম। রাজপুত্রী! নিরাপদ কুমার তোমার। (মূর্চ্ছা)

ইন্দু।　　নিস্তারিণী—　　(মূর্চ্ছা)

চতুর্থ অঙ্ক।

—✻—

প্রথম দৃশ্য।

দেব-মন্দির।

রুদ্রদেব।

রুদ্রদেব। কোথায় তুমি আরাধ্য দেব! নিষ্ঠুর আকর্ষণে বিংশ কোটী ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুর মর্ম্মতন্ত্রী বিচ্ছিন্ন ক'রে কোন দেবলোকে প্রস্থান করলে? অন্তঃসারশূন্য প্রস্তর-মূর্ত্তি বিদ্যমান, কিন্তু যে অলৌকিক জ্যোতিঃ সমুদ্ভাসিত বিগ্রহে দেবচ্ছায়া সুস্পষ্ট প্রত্যক্ষীভূত হ'তো,—যে দিব্যোজ্জ্বল কিরণ-সম্পাতে প্রস্তরখণ্ডে দেব-মূর্ত্তির অধিষ্ঠান দেখে কোটী কোটী হিন্দুনরনারী বিগ্রহ-চরণে মস্তক অবনত করত, সে প্রদীপ্ত বর্ণচ্ছটা কোথায়—কোন অন্ধতমসাচ্ছন্ন পর্ব্বতকন্দরে বিলীন হ'ল? যুগযুগান্ত—কল্পান্ত কাল ধরে যে সকল ভক্ত দেবচরণে পুষ্পাঞ্জলী দেবার জন্য অম্লানবদনে সহস্রাধিক ক্রোশ পর্য্যটন ক'রে তোমার মন্দিরে এসে একনিষ্ঠ দেব-অনুরক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন ক'র্‌ত, পরিত্যক্ত সে সেবকমণ্ডলী—তাদের সন্তানগণ—নির্ব্বাণ-কামনায় আর কা'র মুখপানে চাইবে? কি গুরু অপরাধে মমতার এ কঠিন-বন্ধন ছেদন করলে প্রভু? প্রাবৃটের জলদমালাপরিবেষ্টিত ঘোরান্ধকার ভারতগগন আজ নিষ্ঠুর মূর্ত্তির তাণ্ডব লীলাক্ষেত্রে পরিণত, তাই কি তোমার সৌম্য শান্ত পাষাণ-মূর্ত্তিতে ভয়ের সঞ্চার হ'য়েছে? কিন্তু,

মা তো আমার দানব-দলনী! মা—মা—আর্ত্ত সন্তান তারস্বরে চিৎকার কর্‌ছে, রুধিরাক্ত ভীমা খড়্গাকরে সিংহ-বাহিনী উগ্রচণ্ডা মূর্ত্তি ধারণ ক'রে পাঠান-উৎপীড়িত হিন্দুকে অভয় দে'মা—মরণোন্মুখ বিপন্নের উদ্ধার সাধন কর্ মা—দরবিগলিতধার দরিদ্র ভারতসন্তানের জ্যোতিঃ হারা অন্ধকার নয়নে আশার আলোক ফুটিয়ে দে'মা। বিধিলিপি! নিষ্ঠুর—মর্ম্মান্তিক—অখণ্ড্য বিধিলিপি।

(অসিহস্তে যমুনা ও পাণ্ডাগণের প্রবেশ)

যমুনা। ধর্ম্মপ্রাণ ব্রাহ্মণগণ! মরণে কৃত-সংকল্প হও। ভারতের এ ঘোর দুঃসময়ে একা ক্ষত্রিয় যখন দেবধর্ম্ম রক্ষা ক'র্‌তে অশক্ত,—পাঠানের অসহনীয় অত্যাচার দিন দিন প্রবলতর, তখন আর কেন? মঙ্গলারতির আয়োজনকারী কর-পল্লবে বীরযোগ্য শাণিত অসি ধারণ কর। ব্রাহ্মণের পবিত্র বাহুতে তো বলের অভাব নেই! ব্রাহ্মণ পরশুরাম হস্তে একবিংশতিবার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়া হ'য়েছিল, তাঁরই তো সন্তান তোমরা! অসিহস্তে সহস্রগুণ বিপক্ষবিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হ'য়ে দেব-কার্য্যে জীবন উৎসর্গ কর—পূর্ব্বপুরুষের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখ।

রুদ্রদেব। আর কেন মা রণরঙ্গিণী মূর্ত্তি ধরে প্রচণ্ড পাবকশিখায় এই ক'টি অভাগ্য ব্রাহ্মণসন্তানকে নিক্ষেপ কর? গ্রহ অপ্রসন্ন—দেবতা বিমুখ—তাই শক্তি আজ অশক্ত। আর প্রাণীহত্যা নিষ্প্রয়োজন। শুনেছ কি সন্তান তোমার শত্রু-শিবিরে বন্দী?

যমুনা। আমার এক সন্তান গেছে, কিন্তু এখনও তো শত সন্তান বর্ত্তমান! কেন পিতা এরূপ বিসদৃশ আদেশ কর্‌ছেন? পাঠান নির্ব্বিরোধে দেব-বিগ্রহ বিচূর্ণিত কর্‌বে?

রুদ্রদেব। দেখ্‌ছ না মা বিগ্রহ শূন্য? দেবমূর্ত্তি অন্তর্হিত হয়েছে। অভাগ্য হিন্দুর কোন্ অপরাধে—বিধাতার কোন কঠোর লিপিস্পর্শে সে শান্ত-সুন্দর দেব-প্রভা কোন্ মানবের অজ্ঞাত দেশে প্রস্থান করেছে। আর কাকে রক্ষা কর্‌তে চলেছ মা? এ বিগ্রহ তো এখন প্রস্তর-স্থানীয়। আধার আছে আধেয় নেই, নয়ন আছে দৃষ্টি নেই, দেহ আছে প্রাণ নেই, মূর্ত্তি আছে কিন্তু দেবতা নেই।

যমুনা। কিন্তু পিতা, স্মৃতি যে হৃদয়ে বদ্ধমূল! পবিত্র দেব-স্মৃতির অবমাননা ভক্তের বক্ষঃস্থলে যে বজ্রেরও অধিক বাজে!

রুদ্রদেব। বাজ্‌বে বই কি মা! ত্রেতায় পুত্রশোকাতুর প্রতিহিংসা-প্রদীপ্ত দশাননের হস্তচ্যুত ভীম শক্তিশেল চতুর্দ্দশবর্ষ অনাহারী ঠাকুর লক্ষ্মণের বুকে বুঝি এমনই নির্দ্দয়ভাবে বেজেছিল। দেখাবার নয়, নইলে দেখ্‌তে মর্ম্মান্তিক ক্ষোভে এই ব্রাহ্মণের বক্ষঃ শতধা বিদীর্ণ। কিন্তু মা, এই পুণ্যবিমণ্ডিত সহস্রব্রাহ্মণসেবিত স্মৃতি-মন্দির আর কা'র জন্যে ব্রাহ্মণ-রক্তে প্লাবিত করতে উদ্যত হ'য়েছ? জননি! সন্তানকে তোমার তরবারি ভিক্ষা দাও।

যমুনা। তবে দেব বিগ্রহ পরিত্যাগ কর্‌লেন? (অসি প্রদান)

রুদ্রদেব। বিগ্রহে তো আর দেবতা নেই মা! বাস্তব পদার্থ মিলিয়ে গেছে, মাত্র জড়দেহ পড়ে আছে।

[প্রস্থান।

যমুনা। ইষ্টদেব! কোন অপরাধে ভক্তের প্রতি বিমুখ হ'লে? স্বামী, পুত্র, সংসার সমস্ত তোমার কার্য্যে বিসর্জ্জন দিলুম, একবিন্দু চোখের জল ফেলিনি—কিন্তু মনস্কামনা কই পূর্ণ হ'ল প্রভু! বাপ

সকল, আর কেন—অস্ত্র পরিত্যাগ কর। এ বিধাতার বন্ধন, কা'র সাধ্য ছেদন করে ?

(মামুদ, এব্রাহেম ও পাঠানগণের প্রবেশ)

মামুদ। অসংখ্যমণিমুক্তাঝলসিত—বিপুলঅর্থব্যয়েনির্ম্মিত এই মন্দির কাফেরের প্রস্তররক্ষার জন্য ?

যমুনা। হাঁ সুলতান। এই পবিত্র প্রস্তরচরণে মস্তক অবনত করে কৃতার্থ হ'বার জন্য প্রতি পূর্ণিমায় লক্ষ লক্ষ হিন্দুযাত্রীর সমাগম হ'তো—এই প্রস্তর-মূর্ত্তির স্নানের জন্য প্রত্যহ পাঁচশত ক্রোশ অন্তর হ'তে জাহ্নবীজল আনীত হ'তো—আর এই মূর্ত্তির ধ্বংসের জন্য সহস্র ক্রোশ ব্যবধান হ'তে গজনীর সুলতান আজ কাফেরের তীর্থে উপস্থিত। হিন্দুর পরমসোভাগ্য !

মামুদ। কে আপনি ?

এব্রাহেম। মা—আজমীর-মহারাণী ! সেলাম।

মামুদ। আজমীর-মহারাণী ! এই বীররমণী—অমানুষিক জ্যোতির্ম্ময়ী নারী—আজমীর-মহারাণী ! কুমারসিংহের জননী বটে !

যমুনা। সুলতান ! হিন্দু মুসলমান কি এক সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরের সন্তান নয় ? মুসলমানরমণী কি হিন্দুনারীর সহোদরাসদৃশা নয় ? আল্লা, বিষ্ণু, খোদা, মহেশ্বর কি একমূর্ত্তির রূপান্তরমাত্র নয় ? ভ্রাতার মধ্যে এ চিরশত্রুতা—এ বিসদৃশভাব কেন বর্দ্ধিত কচ্চেন জাঁহাপনা ?

মামুদ। মহারাণী ! আমি মুসলমান। আস্থাবান সরল মুসলমান। কোরাণ-লিখিত উপদেশ আমার কাছে আল্লার মুখনিঃসৃত অনুজ্ঞা। সেই কোরাণ শরিফের অভিমত—যে পৌত্তলিক ধর্ম্ম লুপ্ত ক'রে সনাতন

মহম্মদীয় ধর্ম্মের প্রচলন খোদার অভিপ্রেত। এই দৃঢ়বিশ্বাসের বলে বলীয়ান আমি মহাপুণ্য অর্জ্জন কর্‌বার অভিপ্রায়ে সুদূর গজনী হ'তে যাত্রা করেছি। হিন্দুধর্ম্মাশ্রয়ী ভারত যেমন বিগ্রহরক্ষার্থ প্রাণপণে যত্নবান ছিল, আমি মুসলমানধর্ম্মাবলম্বী,—পবিত্র কোরাণের উক্তি মান্য করা আমারও তো সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য!

যমুনা। সুলতান! দুর্ব্বলের প্রতি প্রবলের পীড়ন জগতে বিরল নয়। আজ আপনি পরাক্রান্ত গজনীর সুলতান, তাই পরাজিত নিরীহ হিন্দুর ধর্ম্মের প্রতি হস্তক্ষেপ কর্‌তে কুণ্ঠিত হ'চ্চেন না, কিন্তু মনে রাখ্‌বেন, মহাপরাক্রান্ত দুনিয়ার সুলতানের কাছে হিন্দু মুসলমানে প্রভেদ নেই। দরিদ্র হিন্দুর ধর্ম্মের প্রতি আঘাত ক'রে মহাপুণ্য অর্জ্জিত হবে—যদি এ বিশ্বাস আপনার হৃদয়ে বদ্ধমূল থাকে, তা হ'লে আর আপনাকে নিরস্ত হ'তে অনুরোধ করা বৃথা, কিন্তু ওই প্রস্তরমাত্র চূর্ণ কর্‌তে আপনি সক্ষম হ'বেন। দেবতা হিন্দুর রক্তমজ্জার সঙ্গে জড়িত।

[প্রস্থান।

১ম পাণ্ডা। সুলতান! আমরা সাতকোটী মুদ্রা আপনাকে অর্পণ কর্‌তে প্রস্তুত, বিগ্রহ ধ্বংস কর্‌বেন না—কেবল এই ভিক্ষা।

২য় পাণ্ডা। আমাদের যথাসর্ব্বস্ব গ্রহণ করুন—দেব-অঙ্গে আঘাত কর্‌বেন না।

এব্রাহেম। খুল্লতাত, জীবনে কখনও কোন প্রার্থনা করিনি। আজ অনুরোধ কর্‌ছি—পায়ে ধর্‌ছি—এই প্রচুর অর্থ গ্রহণ ক'রে হিন্দুকে অব্যাহতি দিন।

মামুদ। এব্রাহেম! আমি মূল্য গ্রহণ ক'রে মূর্ত্তি বিক্রয় কর্‌বার

জন্য এই অর্থব্যয়—প্রাণপাত পরিশ্রম—অসংখ্য অনুরক্ত পাঠানসৈন্য বিনষ্ট করতে হিন্দুস্থানে আসিনি। মূর্ত্তিবিক্রেতা মামুদ অপেক্ষা মূর্ত্তি-ধ্বংসকারী মামুদ উপাধি আমার বাঞ্ছনীয়। তোমার অনুরোধ রক্ষা করতে অসমর্থ। পাঠানগণ! মূর্ত্তি চূর্ণ কর। এই চন্দন-নির্ম্মিত সুবৃহৎ কবাট গজনীতে রক্ষিত হবে। সৈন্যগণ! আগে দ্বার ভঙ্গ কর, আমি নিজেই প্রস্তর বিচূর্ণিত করবো।

(বিগ্রহ ভগ্ন করিতে মন্দিরমধ্যে প্রবেশ)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

মন্দির-প্রাঙ্গণ।

রুদ্রদেব।

রুদ্রদেব। নিদ্রিত কি হিন্দুদেবদেবী!
কোথা আছ রুদ্রেশ্বর—যোগনিদ্রা করি' সম্বরণ
অগ্নিবর্ষী রুদ্রমূর্ত্তি দেখাও পাঠানে।
কখন কি চরণে তোমার—
ঢালেনিক ভক্ত তব ভক্তি-অশ্রুধার?
মর্ম্মাহত সন্তান তোমার,
এত ভোলা কেন ভোলানাথ?
প্রতি লোমকূপ হ'তে
বহির্গত কোটী কোটী অগ্নিস্ফুলিঙ্গ—

দেবঅঙ্গ হ'ক মত্ত পৈশাচিক রণে।
গভীর গর্জ্জনে প্রলয়ের বিষাণবাদনে
সৃষ্টিনাশী দাবানল কর প্রজ্জ্বলিত।
শূলপাণি! শূল কি হে অকর্ম্মণ্য তব!
আর—তুমি কোথা চামুণ্ডারূপিণী
নরকরকঙ্কালমালিনী!
তুমি তো নিষ্ঠুর নহ শ্যামা!
লকলকি লোলজিহ্বা রুধিরদশনা—
এসো মাগো এস রণাঙ্গনা।
শুনি মা শ্মশানে নাচ—
দেখ চেয়ে শ্মশান গুর্জ্জর আজ।
কোথা তব রক্তআঁখি রুধিরপ্রয়াসী!
বিভীষণা রণমুখী ডাকিনী যোগিনী কোথা
রোষে তব বজ্রানল কই চণ্ডী?
দগ্ধ কর—ভস্ম কর সুলতান মামুদে।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

পাঠান-শিবির সম্মুখ।

পুরুষবেশে চঞ্চলা।

গীত।

মরি এমন মোহন নয়নের ছল—কোথা হ'তে বঁধু আন।
বল কে শিখালে তোমা' হাসির বাঁধনি—হরে যা'গো মনপ্রাণ॥
কেন বা পাতিয়া প্রণয়ের ফাঁদ,
দিলে করে তুলে আকাশের চাঁদ,
তবে কেন গো বাঁধিলে বেসুরো এ বীণা—যদি না বাজাবে মনেতে জান॥
জোছনাভাসিত বসন্ত-নিশীথে,
কেন এসেছিলে প্রেম ঢেলে দিতে,
যদি বসন্ত ফুরালে মোহ টুটে যাবে—পড়ে র'ব আমি ঝরা ফুল যেন॥

চঞ্চলা। কি দৃঢ় বন্ধন-পাশে বাঁধিয়াছে ধীর!
প্রতিকূল প্রতি হিন্দু তারে,
কিন্তু—অনুকূল হৃদি মম সমবেগে ধায় তার পানে;
বুঝি—যমের বন্ধন সনে এ বাঁধন হইবে মোচন।
ছিল দিন—ভাবিতাম অযোগ্যা তাহার আমি,
এবে দেখি—
যোগ্যতার অধিকার শতগুণে প্রবল আমার।
যে দেবদ্রোহী প্রতারক

ছলনার ফাঁদে সর্ব্বনাশ করিল হিন্দুর—
আপনার নীচ স্বার্থলোভে,
জাতির গৌরব—উচ্চতর দেশের কল্যাণ—
অবহেলে দিয়া জলাঞ্জলি,
পাঠানের পদধূলি করিল গ্রহণ,
লাজহীন মন! এততেও তার আকিঞ্চন!
শেষে তারই অন্বেষণে—
ছদ্মবেশে ফিরিতেছ পাঠান-শিবিরে,
যদি ভাগ্য-বশে একবার মেলে দেখা!
ছি ছি! আশার কুহকে ভুলে,
রমণীর কোমলতা দিলে বিসর্জ্জন,
নির্লজ্জ এমন—কে আর দেখেছে কোথা!
শুনি—রাজকন্যা বিপক্ষ-শিবিরে বন্দী,
কেমনে বা লই সমাচার?
আসে ওই জয়োন্মত্ত পাঠানসৈনিকগণ;
দেখি যদি কথায় কথায়—
ব্যক্ত হয় সন্ধান তাঁহার।

(বীরচাঁদ ও পাঠানগণের প্রবেশ)

(গীত)

লড়াই ফতে—
হরদম্ পিও ভাঙ দেল্ ভর্‌কে।
খোসী হ্যায় স্থলতান, মুঝে মিলা এনাম,

জানিকো দেওয়েঙ্গে ঘরমে চল্‌কে ॥
কাফের বেইমান, অ্যায়সা নিমকহারাম,
দুষমন্‌কো ছোড়্‌ দিয়া আপ্‌নে মোকাম,
আবি উড়াও মজা, হিঁয়া হামলোক রাজা,
ফুর্ত্তিসে নাচো ভাই ঘুম্‌কে ফিব্‌কে ॥

১ম পাঠান। চালাও ফূর্ত্তি—হরদম্‌। সুলতানের দিল আজ খুলে গেছে। যা বখ্‌সিস্‌ পেয়েছি, আমার পাঁচ পুরুষে এত রোজকার করেনি। কি আর বোল্‌বো? খোদাতালা সুলতানকে—হাঁ বল্‌তো সুলতানের চেয়ে ভারি পদ কার?

বীরচাঁদ। যার দু পায়ে গোদ।

১ম পাঠান। আহা—তা নয়। এই খুব ভাবি পায়া কার?

বীরচাঁদ। ওঃ তাই বল। সে পাটাতানের।

২য় পাঠান। সে আবার কি বাবা? কই শুনিনি তো!

বীরচাঁদ। শোননি? এ যেমন সুলতান। সেও তেমনি পাটাতান্‌। খুব জাঁদ্‌রেল পায়া।

১ম পাঠান। তাই নাকি! আচ্ছা—তবে বল সকলে, খোদাতালা সুলতানকে পাটাতান্‌ করে দিন।

(সকলের তদ্রূপ করণ)

২য় পাঠান। আচ্ছা ভাই, সত্যি কি কাফেরের পাতরের ভেতর মণি মুক্তোর ঝরণা ছিল?

১ম পাঠান। ছিল বলে ছিল। যেমন তেড়ে গে ঘা মারা, আর

অমনি হুড় হুড় ক'রে জহরতের ফোয়ারা। সে লাল নীল রঙ বেরঙের বাহারই বা কি!

৩য় পাঠান। ভাগ্যিস্ চাচার কাছে তলোয়ার ঘোরাবার কায়দাটা মেবে নিয়েছিলুম, তা নইলে কি এ লড়াই ফতে হয়? চাচা আমার বড় লড়ন্তিয়া ছিল গো।

৪র্থ পাঠান। তবে বলি—এ লড়াই ফতে কে কল্লে? এই আস্মান সেথ। ও তোমার পেটগজন্দার বুদ্‌বুদ্‌খাঁও নয় -আর রুটীউল্লাও নয়।

বীরচাঁদ। আচ্ছা, ভাই সব, ঠিক ক'রে বলত, এ লড়াই ফতে কল্লে কে?

১ম পাঠান। কেন—সুলতান?

বীরচাঁদ। উঁহু।

২য় পাঠান। সেনাপতি এব্রাহেম খাঁ।

বীরচাঁদ। তাও নয়।

৪র্থ পাঠান। উঁরা দুজন নয়—আমি নয়-- তবে কি তুমি নাকি?

চঞ্চলা। আমি বোল্‌বো? ধীরসিংহ।

বীরচাঁদ। বহুৎ ঠিক

৩য় পাঠান। হাঁ—লোকটা মতলববাজ বটে। কিন্তু চাচার মত তলোয়ার ঘোরাবার কায়দা তো জানে না!

বীরচাঁদ। তুমি কে হে ফুট্‌ফুটে ছোক্‌রাটি—জরিওলা চাদর বুকে বেঁধে দলে ভিড়ে গেছ? (স্বগত) চাউনিটা যেন কেমন কেমন ঠেক্‌ছে।

চঞ্চলা। আমি নাচ গানের মজ্‌রো করি।

১ম পাঠান। আরে—তবে লাগিয়ে দাও না। এতক্ষণ বল্‌তে হয়—বিলক্ষণ।

চঞ্চলা। কিন্তু বখসিস্‌?

২য় পাঠান। আল্‌বৎ পাবে। তান্‌ ওড়াও—ভাও বাত্‌লাও—মুটো মুটো প্যালা কুড়িয়ে নাও।

(চঞ্চলার গীত)

সেঁইয়া যাওয়ে যাওয়ে ফিরি চাওয়ে।
সুন্দর আঁখ্‌ লালি সারি রাত রোওয়ে॥
মিঠি মিঠি বাতিয়া কতহি বোলল,
অঞ্চল ধরি পিয়া মুখ 'পরি চাহল,
সাধল—কাঁদল—চরণমে গিরল—
কঠিন মান মোরি তবহি না যাওয়ে॥

১ম পাঠান। সোভানাল্লা—বাহোবা।

২য় পাঠান। জিতা রহো বেটা।

৩য় পাঠান। হাঁ—গাইলে মন্দ নয়, কিন্তু চাচার মতন গলার করতব নেই। আহা! চাচা আমার ধর্‌লে তেড়ে ভৈরবী তো ছাড়্‌লে বেহাগে। ফিরে ধরলে কানেড়া, কিন্তু পৌছল গিয়ে খাম্বাজে। এস দিকি বাবা।

চঞ্চলা। এখন আমার বখ্‌সিস!

১ম পাঠান। তা—তা—আচ্ছা হ'বে এখন। আমি শিবিরটা তদারক ক'রে ফিরে এসে দিচ্ছি। [প্রস্থান।

চঞ্চলা। কি গো সর্দ্দার! আমার কি কর্‌লে?

২য় পাঠান। আহা—তুমি ততক্ষণ সুর জমাও না। আমি এই তাঁবু থেকে বখ্‌সিস আন্‌তে চল্লুম। [প্রস্থান।

৩য় পাঠান। দেখ, আমার ফির্‌তে বড় বেশী দেরী হ'বে না। এই এলুম বলে। [প্রস্থান।

৪র্থ পাঠান। ওরে ইজের ছিঁড়ে গেছে—সেলাই কর্‌তে হবে যে! [প্রস্থান

বীরচাঁদ। তার পর সুন্দরী, বখ্‌সিস চাই?

চঞ্চলা। কি রকম কথা হ'ল। ভদ্রলোকের ছেলেকে ঠাট্টা?

বীরচাঁদ। আহা—ব্যাকরণ ভুল ক'রছ কেন? "ছেলে" শব্দটার স্ত্রীলিঙ্গ প্রয়োগ করাটা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য ছিল। ভাষায় গোঁজামিল কাণে বড় বেসুরো ঠেকে।

চঞ্চলা। আমি তোমার কথা ভাল বুঝ্‌তে পারচিনি।

বীরচাঁদ। যদি ওই টুপিটি খুলে পরচুল ধরে একটি হ্যাঁচ্‌কা মারি, তা হ'লে এখনি তোমায় জলের মত বুঝিয়ে দিতে পারি। কি বল—বুঝ্‌তে চাও?

চঞ্চলা। তুমি কি ভেবেছ?

বীরচাঁদ। হাতি ঘোড়া কিছু নয়। তুমি যা তাই ভেবেছি। এখন মতলবখানা কি বল দেখি? হিন্দুস্ত্রী হ'য়ে এ ব্যাঘ্র-বিবরে কেন প্রবেশ করেছ? বল্‌তে দ্বিধা ক'রনা। যদি অকপটে সমস্ত স্বীকার কর, আমা হ'তে তোমার অনিষ্টের আশঙ্কা নাই।

চঞ্চলা। তুমি পাঠান হ'লেও কথার ভাবে বোধ হচ্ছে সহৃদয়। আমি তোমায় বিশ্বাস ক'র্‌বো। তুমি কি জান্‌তে চাও?

বীরচাঁদ। প্রথমতঃ, তুমি কে? কেন এখানে এসেছ?

চঞ্চলা। আমি রাজকন্যা ইন্দুমুখীর সহচরী। তিনি এক্ষণে পাঠান-শিবিরে বন্দিনী। তাই ছদ্মবেশে তাঁব সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্‌তে এসেছি।

বীরচাঁদ। এই—এইবার ব্যাকবণশুদ্ধ প্রাঞ্জল ভাষায় কথা কইচ। ভাষায় ব্যুৎপত্তি তোমাবও তো কম নেই দেখ্‌ছি!

চঞ্চলা। যদি পারি—রাজকন্যা ও আব একজনের সন্ধান নোব।

বীরচাঁদ। সে একজন কে?

চঞ্চলা। ধীরসিংহ।

বীরচাঁদ। ধীরসিংহ! তবে কি তুমি ধীরসিংহের গুপ্তচর? তুমিও কি তাঁব সঙ্গে এই চক্রান্তে লিপ্ত ছিলে? সত্য বোলো!

চঞ্চলা। সত্যই বোলবো। হিন্দুনারী এখনও এত অধঃপতিতা হয়নি যে পবিত্র দেব-মূর্ত্তি ধ্বংস কর্‌বার জন্য শত্রুকে পথ দেখিয়ে দেবে।

বীরচাঁদ। তবে ধীরসিংহ তোমার কে?

চঞ্চলা। সে কথা বলবার নয়। লোকমুখে শুনেছি—সুলতান ধীরসিংহের হস্তে রাজ-কন্যাকে অর্পণ কর্‌বেন, এ কথা কি সত্য?

বীরচাঁদ। (স্বগত) এতক্ষণে ধরেছি। এরও ভেতর মদনদেবের কারিকুরী আছে। প্রাণের তারে ঘা না পড়্‌লে স্ত্রীলোক কি এত মরিয়া হয়! যা হোক্, এর দ্বারা আমার অনেক কার্য্য-সিদ্ধি হ'বে।

চঞ্চলা। আমার প্রশ্নের এখনও উত্তর পাই নি।

বীরচাঁদ। দেখ, রাজকন্যা এখন মহাবিপদে পতিতা। সেনাপতি এব্রাহেম খাঁ স্বয়ং তাঁর প্রণয়াভিলাষী। এ রত্ন মুটোর ভেতর পেয়ে তিনি যে ধীরসিংহকে বিলিয়ে দেবেন, এ তো আমার বিশ্বাস হয় না। তুমি রাজ-কন্যার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, আর বিশ্বাস কর—আমিও তাই। আমার

সঙ্গে এস, রাজকন্যা ও কুমারসিংহকে মুক্ত কর্‌বার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা ক'রে দেখ্‌ব। যদি সফল হই, তুমি তাঁদের সঙ্গে ক'রে নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দেবে। তা হ'লেই ধীরসিংহের রাজকন্যাকে পা'বার আশা নিষ্ফল হ'ল। কি বল—এই তো তোমার অভিপ্রায়?

চঞ্চলা। এ কি অন্তর্যামী! তুমি—আপনি কে?

বীরচাঁদ। আমি হিন্দু।

চঞ্চলা। হিন্দু!!!

বীরচাঁদ। ব্যস্—আর প্রশ্ন ক'র না। আমার সঙ্গে এস।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

পাঠান-শিবিরাভ্যন্তর।

মামুদ, এব্রাহেম, ধীরসিংহ, ইন্দুমুখী, বন্দীবেশে কুমারসিংহ ও রক্ষীদ্বয়।

মামুদ। সুচতুর ধীরসিংহ,
তীক্ষ্ণ বুদ্ধি প্রভাবে তোমার,
অল্পশ্রমে হইয়াছে কাফের-বিজয়।
পাঠান সুলতান কৃতজ্ঞ তোমার পাশে।

ধীরসিংহ। কিন্তু জাঁহাপনা,
সমগ্র ভারত একবাক্যে গাইছে দুর্নাম মম।

মামুদ। দুর্নামের ছিল যদি ভয়,
কেন তবে ঝাঁপ দিলে কলঙ্ক-সাগরে ?
বুদ্ধিমান জন লোক-নিন্দা করেনা গ্রহণ।
পরিণামদর্শী তুমি,
তাই মুক্ত আজ রণ-অবসানে।
আর মূঢ়তাব ফলে,
ওই দেখ মূর্খ রাজপুত-যুবা—
শৃঙ্খলে আবদ্ধ এবে বিপক্ষ-শিবিরে।

কুমাব। পাঠান-সর্দ্দার !
কি কহিব একান্ত বিরূপ ভাগ্য মম।
নহে আজ—
কুমারসিংহ বন্দীবেশে পাঠান-শিবিরে !
জগদীশ—

এব্রাহেম। রাজপুত্র ! অসম্মান ক'রনা মানীর।

কুমার। এব্রাহেম ! সুলতান তোমার।
উচ্চ সম্বোধনে তুমি তারে কর বিভূষিত।
আছে ওই বিশ্বাসঘাতক রাজপুত,
ভূলুণ্ঠিত হোক্ সুলতান-পদে,
কিন্তু বীর রাজপুত,
বীরদর্পে যায় স্বর্গপুরে,
প্রাধান্য-অর্পণ তস্কর পাঠানে নাহি করে।

মামুদ। তস্কর পাঠান!

কুমার। পুনঃ কহি তস্কর পাঠান।
যদি প্রকৃত বীরত্ব তব থাকিত সুলতান,
প্রতারকে কেন অর্পেছিলে ভার
কূটচক্রে ছত্রভঙ্গ করিতে বাহিনী?
কেন ওই নীচ কাপুরুষ,
সর্পসম শোভন আকারে
বিষ-দন্ত বসাইল ভারতের বুকে?
বীর নামে সম্বোধন
আকিঞ্চন ছিল যদি তব,
উচিত আছিল ন্যায়-যুদ্ধে জিনিতে কাফেরে

মামুদ। জান তুমি উদ্ধত যুবক,
এই পাঠানের এক অঙ্গুলী চালন'পরে
জীবন মরণ তব করিছে নির্ভর?

কুমার। মরণের বাকি কোথা আর?
উচ্চশির ক্ষত্রিয়-সন্তান,
অপমানে নতশির যবন-সম্মুখে,
সে মরণ যে
লক্ষগুণে বাঞ্ছনীয় এ মরণ হ'তে।

ধীরসিংহ। আর কেন সুলতান?
এ মূর্খ যুবক ঝাঁপ দিতে উদ্যত অনলে

দণ্ডাজ্ঞা তব করুন প্রদান ;
তার পরে মম পুরস্কার।

মামুদ। এব্রাহেম !
ঘৃণিত এ কাফেরের বিচারের ভার,
তোমা'পরে করিনু অর্পণ।
ধীরসিংহ ! তার পরে তব পুরস্কার।

[মামুদের প্রস্থান।

এব্রাহেম। কি বক্তব্য আছে তব বন্দী রাজপুত ?

কুমার। আর কেন এব্রাহেম—
পাশবদ্ধ কেশরীরে কর হতমান ?
করহ প্রদান প্রাণবধ-আজ্ঞা ত্বরা।

এব্রাহেম। ভাল।
সত্বর মিটাব আমি আকাঙ্ক্ষা তোমার।
রাজপুত্রী ! আছে কি স্মরণ—
প্রতিশ্রুতা আছ তুমি পুরাইতে মনোরথ মম ?

ইন্দু। যদি সাধ্যায়ত্ত হয়—অবশ্য পুরাব তাহা।
রাজপুতনারী—
অসম্মত কবে কোথা প্রতিজ্ঞা-পালনে ?

এব্রাহেম। অনুরোধে তব—
মৃত্যুমুখে নিজ প্রাণ দিয়ে বলিদান,
রক্ষিয়াছি কুমারের প্রাণ।

পুরস্কার তরে—
তব প্রাণ করহ অর্পণ মোরে।

ধীরসিংহ। একি অনুচিত কথা এব্রাহেম!
প্রতিশ্রুত স্বয়ং সুলতান—
অর্পিতে ইন্দুরে মোর করে।

এব্রাহেম। আবেদন তব জানায়ো সুলতান-পাশে,
অকারণ বাক্য-ব্যয় হেথা।
নিরুত্তর কেন রাজবালা?

ইন্দু। সত্য কি এ—কিম্বা পরিহাস!
সেনাপতি! উচ্চ উপাদানে গঠিত অন্তর তব,
এ নহে সম্ভব—হেন নীচ আকাঙ্ক্ষা তোমার।

এব্রাহেম। যেই দিন রাজসভামাঝে—
হেরিল নয়ন তোমার ও সুন্দর বদন,
সেই দিন হলাহল করিলাম পান।
পরে—ভীষণ তরঙ্গাকুল সিন্ধু-বক্ষ'পরে
মজ্জমান কুমারের অচেতন দেহ,
তুমি জ্ঞান-হারা কুরঙ্গীর মত—
আকুল নয়নে চেয়েছিলে
সেই মৃত্যু-বাণাহত মুখপানে;
সেই মুখ—সেই আঁখি তব—
এখনও জাগ্রত হৃদিমাঝে।
কাতর নয়ন ব'য়ে যেই উচ্ছ্বসিত ধারা—

শতধারে নিষিক্ত করিল ধরাতল,
তার এক এক বিন্দু,
পাঠানের বক্ষঃস্থলে সমুদ্রের করিল সৃজন
রাজবালা !
[illegible] আশে ঝাঁপ দিছি অগাধ সাগরে,
যদি মিটে আকিঞ্চন,
জীবন জনম সার্থক মানিব তবে,
নহে বালি-মাখা হ'বে সার।

কুমার। এব্রাহেম ! জ্ঞান ছিল মহৎ হৃদয় তব,
কিন্তু ভ্রম মম।
বিশ্ব-কর্ত্তা—
একই উপাদানে গঠিয়াছে সমস্ত পাঠান।
স্বার্থপর—প্রবঞ্চক—নির্ম্মম পাঠান।

এব্রাহেম। রাজপুত্রী ! কি উত্তর প্রশ্নের আমার ?

ইন্দু। অসম্ভব প্রস্তাব তোমার।
কুমারের সনে আমারও বধাজ্ঞা দেহ—
এই ভিক্ষা মাগি।

এব্রাহেম। অসম্মত তুমি !

ইন্দু। অসমর্থা আমি।
যেই প্রাণ কুমারে করেছ দান,
লহ সেই প্রাণ,

আর তার সাথে—

লহ এই পণ-হন্ত্রী রমণীর প্রাণ।

এব্রাহেম। তবে শৃঙ্খল-বন্ধনে

অগ্রে এক সঙ্গে বাঁধি দুই জনে।

(কুমারের হস্ত শৃঙ্খল-চ্যুত কবিয়া ইন্দুর হস্তে দিয়া)

বীব বাজপুত ! এই সোণার শৃঙ্খলে

বদ্ধ করিলান তোমা' জীবণে মবণে।

খোদার আশীষ বর্ষুক দোঁহার'পরে,

অটুট এ প্রণয়-বন্ধন।

আমার বিচাবে—

কুমারের সনে মুক্ত তুমি রাজপুত্রী।

ইন্দু। এও কি সম্ভব !

কুমার—

কুমাব। কি নিষ্ঠুর পরিহাস এব্রাহেম !

ধীরসিংহ। বিশ্বাসঘাতক পাঠান !

এই কি প্রতিজ্ঞা তব ?

এব্রাহেম। রাজপুতনাবী অসমর্থা প্রতিজ্ঞাপূরণে যবে,

নহে অসম্ভব পণ-ভঙ্গ করিবে পাঠান !

ইন্দু ! চুম্বুক যেমন লৌহে করে আকর্ষণ,

ওই স্বর্ণ-কান্তি তব—

. প্রকৃতই বিমোহিত করেছিল প্রাণ।

কিন্তু মুক্তকণ্ঠে কহি—

আজ হ'তে ভগ্নী তুমি মম,
হিন্দু-নারী পাঠান-ভগিনী।
যবে দূরদেশে ফিরিব আফ্‌গান মাঝে,
বোন ! মনে রেখো অপদার্থ ভ্রাতারে তোমার।

ইন্দু। ভাই, তোমার অসীম দয়া—এ উচ্চ-হৃদয়—
আজীবন জাগরূক রহিবে স্মরণে।

কুমার। এব্রাহেম ! পাঠান-দেবতা !
চমৎকৃত করিয়াছ গর্ব্বীত কুমারে।
ইন্দ্রিয়-সংগ্রামে—
অপূর্ব্ব বীরত্ব তব তুলনারহিত।

এব্রাহেম। কুমার ! রণক্ষেত্রে একদিন
আছিলাম প্রতিশ্রুত আমি—
পাঠানের প্রতিশোধ দেখাব তোমায়,
এই পাঠানের প্রতিশোধ।

কুমার। সেনাপতি !
প্রতিহিংসা-গরলের এ মধুর আস্বাদ—
জগত দেখেনি কভু।
অপূর্ব্ব তোমার সৃষ্টি।

এব্রাহেম। ইন্দু বিদায় এখন।
(স্বগত) আর নয়—এখনও চঞ্চল হৃদি।
সেই আঁখি তেমনই সুন্দর।
উচিত ত্যজিতে এই স্থান। [প্রস্থান।

কুমার। আশ্চর্য্য এ পাঠান-চরিত্র !

(মামুদের পুনঃ প্রবেশ)

মামুদ। কেমন কুমার,
অভিধানে তব বীর নাম ধরে কি পাঠান ?

কুমার। সুলতান ! একান্ত লজ্জিত আমি।

ধীরসিংহ। পাঠান-প্রতিজ্ঞা তব এই কি সুলতান ?
এই তব সুবিচার ?

মামুদ। বিচারের বাকি আছে কিছু !
রক্ষিগণ, এই নীচ বিশ্বাসঘাতকে
এই দণ্ডে দূর কর পাঠান-শিবির হ'তে।
কাপুরুষ জন পরিত্যাক্ত বীর-সভা মাঝে।

ধীরসিংহ। দুর্বৃত্ত পাঠান ! বিশ্বাস-ঘাতক শুধু আমি !
ছলনার ফাঁদে উদ্ধারিত নিজ কার্য্য-ভার,
এবে ছিন্ন অঙ্গ-রাখা সম—
পরিত্যাগ করি মোরে মহত্বের দাও পরিচয় ?
জান তুমি প্রতারক পাঠান-কলঙ্ক,
ধীরসিংহ আছিল সহায় তব,
তাই আসন্ন মৃত্যুর হস্তে পেয়েছ নিস্তার ?
তাই ওই পাঠানের বিজয়-পতাকা
উড়িছে ভারত-বক্ষে আজ ?
প্রাণ-রক্ষকের প্রতি এই কৃতজ্ঞতা !
এবে অসহায়—আপন শিবির মধ্যে পেয়ে,

ধূর্ত্ত প্রবঞ্চক ! মহা-সাধুতার ভাণে,
বীর-উপদেশ-নীতি শিখাও আমায় ?
কিন্তু পাই যদি দিন—”

[ধীরসিংহকে লইয়া রক্ষিগণের প্রস্থান।

মামুদ। হে কুমার, মুক্ত দোঁহে।
যথা ইচ্ছা করহ গমন।

কুমার। কিন্তু সুলতান, এক আবেদন আছে মম।
মুক্ত যদি কর মোরে—
যতদিন হিন্দুস্থানে রহিবে পাঠান,
প্রাণপণে সাধিব শত্রুতা তার।

মামুদ। রাজপুত্র ! হীনবীর্য্য নহেক পাঠান।
যথাশক্তি কর আয়োজন,
সমর-প্রাঙ্গণে দেখা হ'বে পুনঃ ত্বরা।

কুমার। তাই হবে সুলতান।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রান্তর।

ধীরসিংহ।

ধীরসিংহ। কোথা যাব আর!

ঘৃণিত কুক্কুর সম বিতাড়িত মানব-সমাজে,

আর কোন লাজে দেখাব এ কালিমা-বদন!

পাঠানের পদলেহী বিশ্বাসঘাতকে,

কে দেবে আশ্রয় আর?

নিরাশ্রয়—নিঃসম্বল—নির্ব্বন্ধু সংসারে।

আজ তবে—

শ্যামলা মেদিনী বক্ষে শয়ন আমার,

আচ্ছাদন দিগন্ত-বিস্তৃত নীলাম্বর,

রাজ-অট্টালিকা বৃক্ষতল,

হিংস্র পশু সহচর মম।

কাপুরুষ যেই জন—এই তার পরিণাম।

উড়াও প্রান্তর ঘন ধূলি,

মেঘমালা বরিষ প্রবল ধারা,

হাঁক বজ্র কঠোর গর্জ্জনে,

অন্ধ নিশীথিনী—চির-আঁধারের আবরণে

আচ্ছাদিত কর কলেবর,
যেন দীপ্ত সূর্য্যকর আর নাহি হেরে মোরে।
কি জানি কি মোহ-ঘোরে
আচ্ছন্ন করিল জ্ঞান মম,
দিক্-ভ্রষ্ট—অন্ধ-পথে হইনু চালিত।
ঈর্ষায় উন্মত্ত হ'য়ে ছার স্বার্থ-লোভে—
দেব-মূর্ত্তি বিধর্ম্মিরে করিনু বিক্রয়,
অপযশ গাইছে সমগ্র ধরা।
তাপ-হরা! বহিতে এ কলঙ্ক-পশরা—
ছিলনা কি অন্য কেহ আর!
অভাগার শিরে—
অকাতরে বরষিলি দুর্নামের ধারা ;
কলঙ্ক রটিল মম,
কিন্তু মূল তার তুমি তো জননী!

(চঞ্চলার প্রবেশ)

চঞ্চলা। ধীরসিংহ! জ্ঞান-চক্ষু খুলেছে কি তব?
বুকভাঙ্গা মর্ম্মভেদী অত্যুষ্ণ নিঃশ্বাস—
সমুত্থিত হিন্দু-বক্ষ হ'তে,
মন্দভাগ্য! কোথায় পাইবে পরিত্রাণ?
এ উত্তপ্ত বাষ্প-অভিযোগে
ভস্ম হ'বে ইহকাল পরকাল তব।

ধীরসিংহ। চঞ্চলা!

সৌভাগ্য আমার দেখা হ'ল তোমা'সনে
কর ক্ষমা মহাপাতকীরে।

চঞ্চলা। সত্য তুমি অনুতপ্ত ধীর ?

ধীরসিংহ। জীবনের শেষদিনে মিথ্যা নাহি কহি।
তীব্র অনুশোচনার তাপে—
মরুভূমি হৃদয় আমার।
গেল ইহকাল—
পরকালে অনন্ত নরকে স্থান মম।
এক অনুরোধ,—
হয় যদি কুমারের সনে দেখা,
বোলো তারে ক্ষমা-প্রার্থী আমি।

চঞ্চলা। কিন্তু রাজপুত, প্রতিহিংসা কোথা তব ?
কহে সবে—মহাপাপ আত্ম-হত্যা।
তার চেয়ে কুমারের হও অনুগত,
তরবারি কর ভিক্ষা।
পরে সেই অসি করে, সম্মুখ-সমরে,
রাজপুত-প্রতিহিংসা দেখাও পাঠানে,—
ধৌত কর কলঙ্ক-কালিমা।

ধীরসিংহ। বারবার করেছি শত্রুতা তার,
আর কি কুমার প্রত্যয় করিবে মোরে ?
কে বিশ্বাস করে কাপুরুষে!

চঞ্চলা। বীরধর্ম্ম—পদানত অরাতিরে ক্ষমা।

অবশ্য কুমার ক্ষমিবে তোমায় ধীর।
শুনি গজনীতে প্রত্যাবর্ত্তনের তরে—
সুলতান হ'তেছে প্রস্তুত।
অনুতপ্ত আজমীর-মহারাজ
তনয়ের সাহায্যার্থ অগ্রসর এবে।
যাও তুমি—রাজপুত সৈন্য সনে হ'য়ে সম্মিলিত
রুদ্ধ কর পাঠানের গতি।
পার যদি—লুপ্ত নাম কবহ উদ্ধার।

ধীরসিংহ। এ যদি সম্ভব হয়—এখনি প্রস্তুত আমি।
কিন্তু কুমার কি আর—

চঞ্চলা। এস মোর সাথে।
আমি মিলাইব তোমা' কুমারের সনে।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

পাঠান-শিবির।

মামুদ ও এব্রাহেম।

মামুদ। আজমীর-মহারাজ খ্যাতিসিংহ সন্ধি লঙ্ঘন ক'রে পাঠান বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত—এ সমাচার কি সত্য ?

এব্রাহেম। সংবাদ পেয়েছি—মহারাজ খ্যাতিসিংহ ব্রহ্মদেবের সঙ্গে

মিলিত হয়েছেন। আর,—কর্ণাট-রাজ জয়সিংহ, যিনি সোমনাথ যুদ্ধের প্রারম্ভেই পলায়ন করেছিলেন, চরমুখে অবগত হলেম,—তিনিও পুনরাগত। এই সম্মিলিত রাজপুতসেনা কুমারসিংহের নেতৃত্বে সুলতানের অগ্রসর প্রতীক্ষায় আজমীরে শিবির স্থাপনা করেছে। অভিপ্রায়—গজনীর সরল পথ অবরুদ্ধ করা।

মামুদ। কাফেরের সৈন্যবল কত ?

এব্রাহেম। আনুমানিক ৬০ হাজার। শীঘ্রই বলবৃদ্ধির সম্ভাবনা।

মামুদ। মাত্র বিংশতি সহস্র পাঠান আমার হস্তগত।

এব্রাহেম। আবার তার মধ্যে অধিকাংশই ভগ্ন-স্বাস্থ্য।

মামুদ। তাই তো এব্রাহেম! এ মুষ্টিমেয় সেনার সাহায্যে কাফের-সৈন্য-সাগর উত্তীর্ণ হ'বার আশা আকাশ-কুসুম। কিন্তু—ফির্‌তে তো হ'বে ? একমাত্র সরল পথ বিপক্ষ কর্তৃক রুদ্ধ। কুমারসিংহ রণকুশল বটে! যদি বিপক্ষ বল দ্বিগুণ হ'তো, তা' হলেও চিন্তার কারণ ছিল না, কিন্তু এই নিরুৎসাহ রণক্লান্ত পীড়িত পাঠান-সৈন্য আর কি এখন চতুর্গুণ রাজপুতবিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হ'তে সক্ষম হ'বে ?

এব্রাহেম। কিন্তু সুলতান, উপায় তো নেই।

মামুদ। উপায় আছে, কিন্তু বিপদ-সঙ্কুল।

এব্রাহেম। কি উপায় জাঁহাপনা ?

মামুদ। যদি আমরা সিন্ধুর মধ্য দিয়ে মরুভূমির পথ অবলম্বন করি ?

এব্রাহেম। তা হ'লে দিগ্বিজয়ী মামুদের জগদ্ব্যাপী অক্ষুণ্ণ যশঃসৌরভে ভীরুতা অপবাদ স্পর্শ করবে। সুলতান! এ সঙ্কল্প পরিত্যাগ করুন।

মামুদ। কিন্তু, এই মামুদ আবার যখন গজনী হ'তে উপযুক্ত সৈন্যবল নিয়ে ত্রয়োদশবার হিন্দুস্থান আক্রমণ ক'রে ভারত হ'তে রাজপুত নাম লুপ্ত করে দেবে, তখন এ ক্ষীণ কলঙ্কের রেখা কোথায় থাক্‌বে এব্রাহেম?

(বীরচাঁদের প্রবেশ ও অভিবাদন)

এব্রাহেম। কি সংবাদ বহমত ?

বীরচাঁদ। রাজপুত্র ধীরসিংহ ক্ষমা প্রার্থনা করে কুমারসিংহের সহিত যোগদান করেছেন।

এব্রাহেম। ধীরসিংহ! কুমার তাঁকে আবার গ্রহণ করলে!

মামুদ। যাক্—সে বিশ্বাসঘাতকের মিলনে পাঠানের ইষ্ট বই অনিষ্ট নেই।

এব্রাহেম। কিন্তু জাঁহাপনা, সিন্ধু মরুভূমির মধ্য দিয়া যাত্রা অসম্ভব। তা' হলে এই বিংশ সহস্র সৈন্যের অতি অল্প সংখ্যকই রাজধানীতে উপস্থিত হ'বে।

বীরচাঁদ। জনাব! খোদার কৃপায় মরুভূমির গুপ্তপথ এ দাস সম্যক অবগত। ইতিঃপূর্ব্বে আরও একবার এই পথ অবলম্বন করে গোলাম হিরাটে গিয়েছিল।

এব্রাহেম। কিন্তু পানীয় অভাবে বহুসংখ্যক পাঠান মৃত্যুমুখে পতিত হ'বে। জাঁহাপনা! ক্ষান্ত হ'ন।

বীরচাঁদ। জনাব! যে পথ আমি নির্দ্দেশ ক'রবো, তার মধ্যে মধ্যে প্রচুর জলাশয় আছে। আমার স্থির বিশ্বাস—অল্পদিনেই সসৈন্য সুলতানকে নিরাপদে গজনীতে নিয়ে যেতে পার্‌বো।

মামুদ। খোদা! তোমার করুণা সহস্রধারে সেবকের প্রতি বর্ষণ করছ। পাঠান, তোমার পুরস্কারের কথা সুলতানের স্মরণ থাক্‌বে। মরু-যাত্রার আয়োজন কর এব্রাহেম। তা'র পর—এব প্রতিফল দেবার জন্য মামুদ আবার হিন্দুস্থানে আস্‌বে, তখন দেখ্‌বো—কুমারসিংহ কত সৈন্যবল নিয়ে পাঠানের গতি প্রতিরোধ করে!

[মামুদ ও এব্রাহেমের প্রস্থান।

বীরচাঁদ। হিন্দুসৈন্যসমষ্টি মাত্র ২৫ হাজার। এ কথা জান্‌লে কি সুলতান মরুভূমির পথ গ্রহণ ক'র্‌ত? সেই জন্যেই মিথ্যা সংবাদ দিয়েছি যে ৬০ হাজার রাজপুত কুমারের অধীনে জড় হয়েছে। এইবার পাঠানকে হাতে পেয়েছি। মা—আজমীর-মহারাণী! এত দিনে আমার মনস্কামনা সিদ্ধির উপায় উপস্থিত। যে মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে গৃহ-ত্যাগ করেছি, মরুভূমির উত্তপ্ত বালুকারাশির মধ্যে তার পূর্ণাহুতি প্রদান ক'র্‌বো। বীরচাঁদ একলা যাবে, কিন্তু তার সঙ্গে বিশ হাজার পাঠানকেও ধ্বংস হ'তে হবে। [প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

আজমীর—কক্ষ।

রুদ্রদেব, কুমারসিংহ ও ধীরসিংহ।

কুমার। এমনই কি কাপুরুষ সুলতান মামুদ,
প্রাণভয়ে দুস্তর মরুর পথ করিল গ্রহণ!

দর্পোদ্ধত পাঠানের এই কি পৌরুষ!
এ কলঙ্ক মাখিয়া বদনে—আফ্‌গানিস্থানে,
কোন লাজে ফিরে যাবে গজনী-ঈশ্বর?
ব্যর্থ হ'ল সব আয়োজন—
দেবদ্রোহী পাঠানেরে নারিলাম দিতে প্রতিশোধ।

রুদ্রদেব। শাস্তির বিধান-কর্ত্তা দেবলোক যবে বর্ত্তমান,
পরিত্রাণ কোথা পাঠানের?
বিংশ কোটী হিন্দুর মরমে,
যে দারুণ শেলাঘাত করেছে যবন,—
বিংশ কোটী হিন্দু-বক্ষ,
যত নয়নের ধারে হয়েছে প্লাবিত,—
অজানিত নহে তো তাঁহার!
গুরুতর অপরাধ—তাই গুরুতর দিতে সাজা,
জগতের রাজা,
নিজকরে লয়েছেন বিচারের ভার।

ধীরসিংহ। নির্ব্বোধ পাঠান—
স্বেচ্ছায় মরণ মুখে হ'ল অগ্রসর।
দীপ্ত সূর্য্যকর যবে মরুভূমি'পরে,—
অগ্নি-বর্ষি উত্তপ্ত বালুকাকণা
প্রবল পবনবেগে হবে সঞ্চালিত,—
শুষ্ক হ'বে দেহের শোণিত,
পিপাসার্ত্ত পাঠান-সৈনিক প্রাণ দেবে জনে জনে।

(যমুনা, ইন্দু ও চঞ্চলার প্রবেশ)

যমুনা। পিতা কি তীর্থ ভ্রমণে চলেছেন?

রুদ্রদেব। যাঁর আশ্রয়ে বাল্যাবধি প্রতিপালিত, তিনি যখন নির্ম্মম হ'য়ে পরিত্যাগ ক'রে গেলেন, তখন আর সংসারে কেন মা? একবার হিমালয় পর্য্যটনে যাব সঙ্কল্প করেছি।

কুমার। আজ যদি আমরা দেবমূর্ত্তি রক্ষা করতে কৃতকার্য্য হ'তেম, তা হ'লে আপনাকে এ ভাবে বিদায় দিতে হ'তো না। হতভাগ্য সন্তান আমরা!

রুদ্রদেব। কুমার! ক্ষুণ্ণ হ'য়োনা। দেবদেবের ইচ্ছাই এ সংসারে একমাত্র কার্য্যকরী। কিন্তু দেবতা যে হিন্দুর প্রাণ,—অহেতুকী দেব-ভক্তি যে হিন্দু-জীবনে প্রধান কর্ত্তব্য, তা তুমি ক্ষত্রিয়-সন্তান হ'য়ে যতদূর মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করেছ, আমার ব্রাহ্মণ-হৃদয় এখনো তা গ্রহণ করতে অসমর্থ। আর মা, সমস্ত হিন্দুনারী যখন দেব-কার্য্যে নিঃস্বার্থ হ'য়ে তোমার মত অবিচলিত চিত্তে সন্তান বিসর্জ্জন দিতে সক্ষমা হ'বে—দেব-দ্রোহীর বিরুদ্ধে সন্তানকে তোমার মত উৎসাহিত করতে পারবে—তখন বুঝবে হিন্দুর দেবতা আবার জাগ্রত। মহারাণী! ব্রাহ্মণের এক ভিক্ষা আছে—এই শেষ ভিক্ষা।

যমুনা। অনুমতি করুন, আপনার আজ্ঞা পালন ক'রে আমি কৃতার্থ হই।

রুদ্রদেব। গুর্জ্জর-রাজ ব্রহ্মদেবের একান্ত বাসনা, আর এ ব্রাহ্মণেরও অনুরোধ—রাজকুমারী ইন্দুমুখীকে তুমি পুত্রবধূরূপে বরণ কর।

যমুনা। পিতা! এ অমূল্য উপহার গ্রহণ ক'রে আজন্মীব চরিতার্থ হ'ল।

রুদ্রদেব। কুমার! এ দুর্লভ রত্ন তোমার অযোগ্য নয়। আশীর্ব্বাদ করি—উভয়ে চির-সুখী হও। মা! মহারাজ কোথায়?

যমুনা। তিনি আর কোন মুখে আপনার সম্মুখে উপস্থিত হ'তে সাহসী হ'বেন?

রুদ্রদেব। গুরুর কাছে শিষ্যের অপরাধ কঠিন হলেও অমার্জ্জনীয় নয়। চল আমি তাঁকে আশীর্ব্বাদ করে তীর্থযাত্রা ক'রবো।

ধীরসিংহ। দেব! কৃপা ক'রে এ পাষণ্ডকেও সঙ্গে নিন, যদি আপনার পবিত্র সংস্পর্শে আমার পাপ-কলঙ্ক-কালিমা কতকাংশেও প্রক্ষালিত হয়, নচেৎ আমার অদৃষ্টে ভীষণ নরক।

রুদ্রদেব। অনুতপ্ত ধীরসিংহ! গৃহীর প্রধান তীর্থ সংসার। দেবতা ব্রাহ্মণে ভক্তি, বিপন্নকে রক্ষা, আর্ত্তকে অভয় দান, পীড়িতের শুশ্রূষা, অভুক্তকে আহার্য্য প্রদান,—সংসারে কার্য্যের অভাব নেই। অগ্নি-সংস্পর্শে স্বর্ণ যেমন বিশুদ্ধ ও উজ্জ্বলতর হয়, আশীর্ব্বাদ করি—তোমার তাপ-দগ্ধ অন্তর হ'তে কলুষ-মলিনত্ব দূরীভূত হ'ক—পূর্ব্বকৃত পাপ-গ্লানি হ'তে মুক্ত হ'য়ে লোক-সমাজে আবার যশস্বী হ'ও। আমি জানি—চঞ্চলা তোমার অনুরাগিনী। তুমি এঁকে পত্নীরূপে গ্রহণ কর।

ধীরসিংহ। কিন্তু প্রভু—

রুদ্রদেব। রাজপুত্র! দ্বিধা ক'রনা—চঞ্চলাও রাজকুলোদ্ভবা।

ধীরসিংহ। না প্রভু—সে জন্য নয়। আমি পত্নী গ্রহণের সম্পূর্ণ অযোগ্য লোকচক্ষে ঘৃণ্য—কাপুরুষ।

রুদ্রদেব। (চঞ্চলার হস্ত ধরিয়া) এই প্রকৃতির মিলনে আবার প্রকৃত পুরুষে রূপান্তরিত হ'বে। চল মা।

[রুদ্রদেব ও যমুনার প্রস্থান।

ধীরসিংহ। ইন্দু! আমার অপরাধ এতই গুরুতর যে তুমি আমায় সর্ব্বান্তঃকরণে ক্ষমা কর্‌বে, এ ভরসা আমার নেই। যেমন পাঠ্যান এব্রাহেমকে ভ্রাতৃসম্বোধন করেছ, পার যদি বোন—এ দুষ্কৃতকেও সে সম্মান হ'তে বঞ্চিত ক'রনা।

ইন্দু। রাজপুত্র! তোমার অপরাধের ক্ষমা নেই। তবে যদি আমার চঞ্চলাকে আদরের অজস্র ধারায় উচ্ছ্বসিত করে দিতে পার, তা হ'লে তুমি ক্ষমার্হ বটে। কিলো! হাসি যে ধরেনা।

চঞ্চলা। তোমায় আর ঘটকালী কর্‌তে হ'বে না।

কুমার। এত চেষ্টা করেও বীরচাঁদের কোন সংবাদ পেলেম না। ব্রাহ্মণ কি এখনও পাঠানের সঙ্গ ত্যাগ করেনি!

ইন্দু। চঞ্চলার মুখে শুনলেম—তিনি দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ। দেশে আর ফির্‌বেন না।

কুমার। কি কঠিন পণ এই ব্রাহ্মণের! দুঃসাহসিক—মরণে কৃত-সঙ্কল্প, আর আমরা ক্ষত্রিয়-কলঙ্ক।

[কুমার ও ইন্দুর প্রস্থান।

ধীরসিংহ। চঞ্চলা! কি বলে তোমার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা কর্‌বো? আমার কলঙ্ক যে মরণেও যাবার নয়!

চঞ্চলা। গায়ে ধূল লেগেছিল, ঝেড়ে ফেল—আবার মানুষ হও। এমন পরিবর্ত্তন দেখাও, যেন তোমার সৌরভ দিগদিগন্তে প্রবাহিত হয়।

(গীত)

কত দিন পরে, পেয়েছি তোমারে, এসহে —এসহে—এসহে বুকে।
রহিব বেড়িয়া—লতিকা যেমন তমাল-অঙ্গে নির্ভর-সুখে ॥
চিরপূর্ণিমা বদন-জ্যোতি,
জনম ভরি' করিব আরতি,
স্নিগ্ধ শান্ত উজ্জ্বল প্রীতি উছলিবে আঁখি পলকে।
এসহে হৃদয়ে— এসহে মরমে —ভুজ বন্ধনে —চোখে চোখে ॥

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

মরুভূমি।

মামুদ।

মামুদ। জল—জল—কোথায় পাওয়া যায়? একবিন্দু জলের দাম লক্ষ মুদ্রা দিতে প্রস্তুত। যা আছে সর্ব্বস্ব দো'ব, কিন্তু দেয় কে? কি ভীষণ মরু-ছবি! যতদূর দৃষ্টি চলে, কেবল বালুকার মহাসাগর। সীমা-শূন্য—বৃক্ষ-পাদপাদির লেশ বিবর্জ্জিত। রৌদ্রতপ্ত বালুকণাবাহী প্রচণ্ড বাতাস চতুর্দ্দিক্ হ'তে অনলশিখা বর্ষণ কর্‌ছে—দারুণ পিপাসায় বক্ষঃ বিদীর্ণ-প্রায়—ক্ষীণতর নয়নের দৃষ্টি—শরীর ক্রমেই অবশ। কোথায় তুমি দয়ার সাগর—বিপন্নের আশ্রয় দাতা পয়গম্বর! এ যন্ত্রণা যে আর সহ্য হয় না! পাঠান রাজপুত-তরবারির আঘাত যে এর কাছে পুষ্প-বরিষণ তুল্য। পাঠান

মৃত্যুকে ভয় করবেনা, কিন্তু একি পাশবিক মৃত্যু! উষ্ণশ্বাসে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সঞ্চালিত হ'য়ে অন্তঃস্থল দগ্ধ করছে—পলে পলে দেহের শোণিত গাঢতর- নিঃশ্বাস অবরুদ্ধ হয়ে এল। বুঝি এই বালুকা-শয়নই পাঠানের শেষ শয়ন।

(জনৈক পাঠানের প্রবেশ)

পাঠান। সুলতান— (অভিবাদন)

মামুদ। কই? জল কই? বল—শীঘ্র বল—জলের সন্ধান পেয়েছ?

পাঠান। জনাব, চারিদিক তন্ন তন্ন করে তল্লাস করেছি, জলাশয়ের চিহ্নমাত্র নেই।

মামুদ। নেই বটে! তবে কোথায় সে পথ-প্রদর্শক বজ্জাত! পথের মধ্যে প্রচুর জলাশয় আছে, এই স্তোক-বাক্যে যে আমাদের পূর্ব্বাহ্নে জল-সঞ্চয় করতে নিষেধ করেছিল,—যার মন্ত্রণায় আমরা ২০ সহস্র পাঠান আজ মরুভূমিতে প্রাণ হারাতে বসেছি, কোথায় সে প্রতারক? তাকে ধর—নিয়ে এস—মুণ্ডচ্ছেদ কোরে তার তরল শোণিতে এ পিপাসার্ত্ত শুষ্ক কণ্ঠের তৃপ্তিসাধন কোরবো।

[পাঠানের প্রস্থান।

কি করলুম! আমার নির্ব্বুদ্ধিতায় একে একে দশ সহস্র অনুগত পাঠান মৃত্যু শয্যায় শয়ন ক'রেছে। বাকি দশ সহস্রও যায়! প্রাণতুল্য এব্রাহেম যাবে—আমি যাব—কি করলে। কি করলে দয়াময়!

(আর্ত্ত পাঠানগণের প্রবেশ)

১ম পাঠান। জল—জল—ছাতি ফেটে গেল—জান্ গেল। (মৃত্যু)

২য় পাঠান। বাপ্—আর শক্তি নেই। (মৃত্যু)

মামুদ। খোঁড়—বালি খুঁড়ে দেখ—রসাতল থেকে জল নিয়ে

এস। জল চাই—যে ক'রে হোক্ জল চাই। গজনীর সিংহাসন নাও—জলের সন্ধান বলে দাও।

[মামুদ ও পাঠানগণের প্রস্থান।

(বীরচাঁদের প্রবেশ)

বীরচাঁদ। খোঁড়—পাতাল খুঁড়ে দেখ—অন্তর্নিম্নবাহিনী ভোগবতী পর্য্যন্ত যাও জল নেই—কেবল বালির ফোয়ারা উঠবে। কোটী হিন্দুসন্তানের চোখ ফেটে জল বেরিয়েছে, মনে নেই? এখন জল কোথায় পাবে পাঠান? অমানুষিক অত্যাচার করেছিলে, ভীষণ শাস্তি পাবেনা! উঃ—বিকারের তৃষ্ণা! আর পারি না। (পাত্র বাহির করিয়া কিঞ্চিৎ জল পান) আঃ—আর এই টুকুই শেষ—তার পরে বীরচাঁদেরও শেষ। পাঠানের সঙ্গে এক শয্যায় শয়ন ক'রবো। তবে এক দুঃখ, যে মহদন্তঃকরণ এব্রাহেম খাঁর মৃত্যুর কারণ হলেম। কিন্তু উপায় কি! প্রবল বন্যা যখন সংহার-মূর্ত্তি ধারণ ক'রে আসে, তখন পাপের অট্টালিকার সঙ্গে প্রতিবেশী পুণ্যাত্মার কুটীরটিও ভেসে যায়।

(এব্রাহেমের প্রবেশ)

এব্রাহেম। আর তো পা চলেনা! এ কোথায় এলেম? সূর্য্য-কিরণে অগ্নি—বাতাসে অগ্নি—বালুকায় অগ্নি—নিঃশ্বাসে অগ্নি—সব অগ্নিময়। তৃষ্ণায় এ মরণ যন্ত্রণা আছে, আগে জানতেম না। দলে দলে অনুরক্ত পাঠান মহানিদ্রায় নিদ্রিত হ'চ্চে—অবশিষ্টেরও এই পরিণাম। ওঃ—একটু জল পেলে বুঝি এখনও দু'দিন বাঁচতে পারি!

বীরচাঁদ। সেনাপতি! এই অল্পমাত্র জল আমার সঞ্চিত আছে। পান ক'রে তৃষ্ণা দূর করুন।

এব্রাহেম। তুমি? তোমার কি হ'বে রহমত?

বীরচাঁদ। আমাপেক্ষা আপনি অধিক তৃষ্ণার্ত্ত। আর—আপাততঃ আমি তৃষ্ণা নিবারণ করেছি।

এব্রা[illegible] রহমত—ভাই—তুমি জল দান কর্‌লে না, আমার প্রাণ দান কর্‌লে। আমার গ্রহণ করা উচিত নয়, কিন্তু এ জীবন-সঞ্চারিণী অমৃতের লোভ আমি সংবরণ কর্‌তে পার্‌লুম না। দাও রহমত—খোদা তোমার মঙ্গল করুন।

(পাত্র গ্রহণ করিয়া পান করিতে উদ্যত)

(মামুদ ও পাঠানগণের পুনঃ প্রবেশ)

মামুদ। এ কি এব্রাহেম! জল কোথায় পেলে? ইয়া আল্লা! শীঘ্র দাও—সুলতানের প্রাণরক্ষা কর।

এব্রাহেম। (দীর্ঘ নিঃশ্বাসের সহিত) এই নিন জাঁহাপনা।

বীরচাঁদ। (এব্রাহেমের হস্ত ধরিয়া) খবরদার—এ জল আপনার জন্যে দিয়েছি খাঁ সাহেব। সুলতানের জন্যে নয়।

এব্রাহেম। রহমত! তোমার বা আমার প্রাণ অপেক্ষা সুলতানের প্রাণ সহস্রগুণে মূল্যবান।

বীরচাঁদ। তবে আপনি পান করবেন না!

এব্রাহেম খুল্লতাত পিপাসার যন্ত্রণায় মৃত্যুমুখে, আর আমি পান ক'রে সুস্থ হ'বো? হাত ছাড় রহমত।

বীরচাঁদ। কখনও না। আমার জল আমায় ফিরিয়ে দিন।

মামুদ। নিষ্ঠুর পাঠান, হস্ত পরিত্যাগ কর্‌।

এব্রাহেম। সরে দাঁড়াও রহমত।

বীরচাঁদ। তা হয় না খাঁ সাহেব। এ জল তবে বালুকার তৃষ্ণা দূর করুক। (পাত্রস্থ বারি ভূমিতে নিক্ষেপ)

এব্রাহেম। কি করলে উন্মত্ত বৃদ্ধ।

মামুদ। সৈন্যগণ, পাষণ্ড পাঠানকে বন্দী কর।

(পাঠানগণ কর্ত্তৃক বীরচাঁদ ধৃত)

বীরচাঁদ। পাঠান নই সুলতান আমি হিন্দু। (ছদ্মবেশ উন্মোচন)

এব্রাহেম। সে কি!

মামুদ। বিশ্বাসঘাতক কাফের।

বীরচাঁদ। পাঠান! হিন্দুর দেব মূর্ত্তি চূর্ণ করেছিলে, মনে আছে? এই তা'র প্রতিশোধ! এখনো কথা কইছ, কিন্তু ওই সূর্য্য অস্ত যা'বার পূর্ব্বেই মুখের কথা ফুরিয়ে যাবে।

এব্রাহেম। কি ভীষণ প্রতিহিংসা!

বীরচাঁদ। হাঁ খাঁ সাহেব! নিরীহ ব্রাহ্মণ যদি কখন প্রতিশোধ দেবে মনে করে তো এই রকম করেই দেয়। দুর্লভ ব্রাহ্মণকুলে জন্ম-গ্রহণ ক'রে কলঙ্কের ডালা মাথায় করেছি—প্রতিহিংসার জন্যে উন্মাদ হয়েছিলুম—আজ রোগমুক্ত হলুম। তবে এক দুঃখ—বড় দুঃখ—কেবল আপনার জন্যে।

মামুদ। এখনই কাফেরের প্রাণ বধ কর।

বীরচাঁদ। ভেবেছ কি সুলতান—প্রাণের মমতা নিয়ে এই মরুভূমিতে এসেছি? প্রাণের আশা অনেকদিন ছেড়েছি।

এব্রাহেম। বিশ্বাসঘাতক! প্রস্তুত হও।

বীরচাঁদ। আমায় অপ্রস্তুত পাবেন না খাঁ সাহেব, আমি সর্ব্বদাই

প্রস্তুত। তবে আপনাদেরও শীঘ্র প্রস্তুত হ'তে হ'বে—বড় বেশী দেরী নেই। আসুন - আমি প্রস্তুত। (জানু পাতিয়া উপবেশন)

এব্রাহেম। (স্বগত) দারুণ দুঃসময়ে কাফের আমার প্রাণ রক্ষা করতে উদ্যত হয়েছিল, আমি স্বহস্তে এর প্রাণ গ্রহণ করতে পারবো না। (প্রকাশ্যে) মুক্তিয়ার— (ইঙ্গিত)

(জনৈক পাঠান কর্তৃক বীরচাঁদের মস্তকচ্ছেদন)

এব্রাহেম। কি নির্ভীক হৃদয়। চোখের পলক পড়্‌লো না।

মামুদ। যাক্—বিশ্বাসঘাতকতার উপযুক্ত শাস্তি। কিন্তু আমাদের কি হ'বে এব্রাহেম?

এব্রাহেম। উপায় মানবের সাধ্যাতীত—আর খোদার যদি মর্জ্জি হয়, তবেই রক্ষা।

(জনৈক পাঠানের প্রবেশ)

পাঠান। জনাব! জলের সন্ধান মিলেছে। এক ক্রোশ অন্তরে বালুকার নীচে অতি সুস্বাদু জল পাওয়া গেছে। শীঘ্র আসুন।

মামুদ। খোদা! তোমার দয়া থাকলে কে তা'কে হত্যা করতে পারে? চল এব্রাহেম, প্রাণ বুঝি রক্ষা হ'ল।

[সকলের প্রস্থান।

৫ম দৃশ্য।

বনপথ।

(জনৈক ফকিরের প্রবেশ)

গীত।

বুদ্ধ পয়গম্বর, আল্লা মহেশ্বর,
এক দেবতা— বহু নাম।
পুতুল সব কোই, একই কারিগর,
যোহি খোদা —ওহি শ্যাম।
নাহক আপনে ঝগড়ে লড়াই কর
ছোরি চালাও তুঁহু - ভাই ভাইকে 'পর,
ইমান সাচ্চা রাখো, ধর্ম্ম মর্ম্ম দেখো,
এক-ই হিন্দু মুসলমান।
শত নদী ধাওত এক সাগর পানে,
সকল ধূমরাশি মিলত মেঘ সনে,
বরখা বারি যত, ধরাতলে পিয়ত,
ভিন্ন ধর্ম্মে এক কাম।
ভাই ভাই মিল্ কর্ এক হো যাও দোনো,
মিলিত কণ্ঠে কর ধর্ম্মনাম গান,
[illegible] নাহিক ভেদ, শ্রীহরি মহম্মদ,
ডাক রোহিন—ডাক রাম।

[প্রস্থান

ষষ্ঠ দৃশ্য।

হিমাচল—পদতলে গঙ্গা প্রবাহিতা।

রুদ্রদেব।

রুদ্রদেব। পাঠান উৎপীড়িত মথুরাবাসী বৈষ্ণব দেবমূর্ত্তি ভঙ্গে মর্ম্মবেদনায় আকুল হ'য়ে যখন দরদরিত নয়ন ধারায় ধরিত্রী বক্ষ প্লাবিত করেছিল, তখন মনে অভিমান হ'য়েছিল যে আমার দেবতার পবিত্রতর অঙ্গ স্পর্শ করা দাম্ভিক পাঠানের সাধ্যায়ত্ত নয়। অল্প সন্দেহের ছায়াও এসেছিল যে বিষ্ণুতেজ বুঝি ক্ষীণপ্রভ, নচেৎ মূর্ত্তিভঙ্গোদ্যত পাঠানের উদ্ধৃত কৃপাণ ভ্রাম্যমাণ সুদর্শনের জ্যোতির্ম্ময় তেজোরাশিতে ভস্ম হ'য়ে গেলনা কেন। মহামূর্খ আমি—শিব বিষ্ণুর মধ্যে পার্থক্যের রেখাপাত করেছিলুম। পুণ্যের আবাস-স্থান হিন্দুতীর্থ সকল যে এখন পাপের অজস্র সৌধমালায় পরিব্যাপ্ত—দেবদর্শনে যে এখন তীর্থ-যাত্রীর আন্তরিক একাগ্রতার পরিবর্ত্তে বাহ্যিক আড়ম্বর মাত্রই সম্বল, সে কথা তো মনে উদয় হয়নি। দেবতা থাকবে কেন? দেশদেশান্তর হ'তে [illegible] পাপ-বন্যা হিন্দুর পবিত্র তীর্থে নীত হ'য়ে সনাতন তীর্থ-মাহাত্ম্য তিরোহিত করেছে—অবিরল ধারায় প্রপাতিত পাপ-বৃষ্টিতে দেব-মন্দির সহস্র ছিদ্র ধারণ করেছে, দেবতার থাকবার স্থান কোথা? ভ্রমান্ধ আমরা—পুণ্য-বায়ুতে সে তমসাচ্ছন্ন কলুষ-জলদ জাল ছিন্নভিন্ন না ক'রে—পুণ্যলেপনে সেই [illegible] ছিদ্র-সঙ্কুল জীর্ণ দেব-মন্দির সংস্কৃত না ক'রে—বল-প্রয়োগে

দেবতাকে আবদ্ধ রাখ্‌তে চেষ্টা করি। চেষ্টা সফল হয় না, তখন দেবতার প্রতি বিশ্বাস হারাই।

(গঙ্গা-বক্ষ হইতে ভারত লক্ষ্মীর উত্থান)

একি জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি! কে মা তুমি!

ভারত-লক্ষ্মী। বৎস! আমি ভারত-লক্ষ্মী। সত্য আজ ভারতে ঘোর দুর্দ্দিন সমাগত—পাঠান-আঘাতে হিন্দু-মন্দির শতধা বিদীর্ণ, কিন্তু, স্থির জেনো রুদ্রদেব, ভারত-ভূমি আবার হাস্যময়ী হ'বে—সুদিন আবার আসবে।

রুদ্রদেব। আস্‌বে! কবে—কবে আস্‌বে মা?

ভারত-লক্ষ্মী। আসবে। ওই দেখ—

(পট-পরিবর্ত্তন—সমুদ্রবক্ষে অর্ণবযান)

অনন্ত নীলিমময়ী মহাসাগর—ওই দেখ তার বক্ষে ভাসমান ক্রীড়াশীল সুন্দর তরী। ওই তরী আরোহণে দূর—বহুদূর হ'তে ইংরাজ বণিক্ আসছে। কালে মুসলমান অত্যাচার অসহনীয় হ'লে ওই ন্যায়বান্ বণিক্‌জাতি ভারতের একচ্ছত্র অধীশ্বর হ'লে। দেশে সুশাসন আবার সুপ্রতিষ্ঠিত হ'বে—প্রজার ধর্ম্মের প্রতি হস্তক্ষেপ থাকবে না—হিন্দু ও মুসলমান সমস্বরে অপক্ষপাতী বণিক্-রাজের জয়-ঘোষণা করবে।

(পট-পরিবর্ত্তন—বাষ্পীয়-রথ)

ওই দেখ অভিনব বাষ্প-রথ। বণিক্-রাজের অদ্ভুত আবিষ্কার। তীর্থযাত্রীর বর্ষব্যাপী প্রাণান্তকর পথশ্রম আর থাকবে না। পুণ্যের

পুরস্কার—পাপের তিরস্কার—শিল্প ও বাণিজ্যের সমুন্নতি সর্ব্বথা পরিলক্ষিত হ'বে। ভারতভূমি আবার স্বর্ণময়ী হ'য়ে বিরাজ করবে।

[ভারত-লক্ষ্মীর অন্তর্ধান।

পট-পরিবর্ত্তন—হিমাচল।

রুদ্রদেব। এ সুখ-স্বপ্ন কি সত্য হ'বে! কতদিনে এই ন্যায়বান্ বণিক্-জাতির দৃঢ় বাহুর সংরক্ষণে মুমূর্ষু ভারত পুনর্জ্জীবন লাভ করবে! কত দিনে—

যবনিকা